উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৪ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 22 September 2023 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

বিশ্বকাপের 'ফাইনাল' পরীক্ষা শুরু আজ

▶▶ চোদ্দোর পাতায়

শত আনন্দ উৎসব

▶▶ বারোর পাতায়

উত্তরের খোঁজে

ভিটেহারাদের হাহাকারেও ঐক্য দেখাতে ব্যর্থ নেতারা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিস্তৃত গঙ্গার ধারে যে জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলাম, ডানদিকে দু'পা হাঁটলেই বিহার। বাংলা-বিহারের সীমানা বলতে একটা ছোট্ট খাল এখানে।

কাশফুলের অপার সৌন্দর্যের জন্য গঙ্গার ওপারটা তুলোর প্রাচীরের মতো দেখাচ্ছে। আরও পিছনে স্পষ্ট রাজমহল পাহাড়। পাহাড় এবং গঙ্গার মাঝের জায়গাটা অবিশ্বাস্য। বাংলা, বিহার ও ঝাড়খণ্ড, তিন রাজ্যেরই জমি মিলবে সেখানে। পাহাড়ের একেবারে ডানদিকে দুর্গের মিনারের মতো জায়গা... সেটা ঝাড়খণ্ডের সকরিগলি ঘাট। আরও ডানদিকে গঙ্গা পেরোলে মণিহারি ঘাট, আপনাকে স্বাগত বিহারে।

ওপারের এসব সৌন্দর্য বা ভৌগোলিক জটিলতার আনন্দ স্পর্শ করার জায়গায় নেই কান্তটোলা গ্রাম। গঙ্গা এখানে বেপরোয়া ঢুকে পড়তে মরিয়া। সেখানে দাঁড়ালে বুকে ধাক্কা মারে পরপর বাড়ির কঙ্কাল। ক'দিন আগেই যা নিঃশব্দে ধসে গিয়েছে গঙ্গায়। ভিটেমাটির গর্তের আঁধারে বিশ্রাম নিয়েছে কুকুর। ধ্বংসস্তূপে একা জেগে বিশাল কিছু মাটির ধানের জালা। মাথার ওপরে ছাদ নেই। তাই জালায় ধান নেই, চাল নেই। আছে শুধু দীর্ঘশ্বাস।

আছে গ্রামের ইটফেলা সরু রাস্তায় কালো ত্রিপলের ত্রিভুজাকৃতি অস্থায়ী আস্তানা। ঘর হারানো বাসিন্দাদের জন্য। দুপুরের খাবারের জন্য খিচুড়ি ফুটছে এক ঘরে। খাবার তো হচ্ছে, বাড়িগুলোর কী হবে? প্রশ্নটা ঘরহারা আদুরী মণ্ডলের। তার মাঝেই বালকেরা প্লাস্টিকের বল নিয়ে খেলে। বল পড়ে যায় নীচে। জীবন বাজি রেখে একটি বালক নেমে যায় জলের ধারে। জীবন এটাই।

জেলা মালদা, থানা রতুয়া, ব্লক মহানন্দাটোলা। পরপর গ্রাম কান্তটোলা, শ্রীকান্তটোলা, পটলডাঙা, আমিরচাঁদটোলা, মণিরামটোলা। সবচেয়ে ভয়ংকর দশা কান্তটোলারই। নদীর ধারে গোটা কুড়ি বাড়ি মুছে গেল দেখে রাস্তা লাগোয়া অধিকাংশ বাড়ি ভেঙে দিচ্ছেন বাসিন্দারাই।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

বাগানের বোনাস অধরাই

ফের ভেস্তে গেল চা বোনাস নিয়ে বৈঠক। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ১৪ সেপ্টেম্বরের প্রথম বোনাস বৈঠকে মালিকরা চেয়েছিলেন ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দিতে। বৃহস্পতিবার মালিকপক্ষ ৮.৫০ শতাংশ হারের কথা বলে। যা শুনেই একযোগে প্রত্যাখ্যান করে সবক'টি শ্রমিক সংগঠন। তারা ২০ শতাংশের দাবিতেই অনড়। সকাল ১১টা থেকে বিকেল সওয়া ৫টা পর্যন্ত কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সভাকক্ষে ম্যারাথন বৈঠক চললেও নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে আর সরে আসেননি মালিকরা। ঠিক হয়েছে, আগামী ৫ ও ৬ অক্টোবর কলকাতাতেই তৃতীয় বোনাস বৈঠক হবে।

▶▶ বিস্তারিত তিনের পাতায়

কানাডা এখন জঙ্গিদের আঁতুড়

কানাডার সঙ্গে কূটনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হল ভারতের। এতদিন পাকিস্তান সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠেছে, এবার কানাডা সম্পর্কেও সেই অভিযোগ করল ভারত। কানাডা দিনে দিনে জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করল বিদেশমন্ত্রক। বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেন, কানাডা কার্যত আঁতুড় হয়ে উঠেছে জঙ্গিদের। খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের তারা নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছে।

▶▶ বিস্তারিত সাতের পাতায়

বাড়িতে বসে জমির নথি

এবার জমি-বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি অফিসে ভোগান্তি এড়াতে অনলাইন প্রক্রিয়া চালু করতে চলেছে নবান্ন। ফলে দলিলের জন্য ক্রেতা বা গ্রহীতাকে আর ভূমি দপ্তরে যেতে হবে না। বাড়িতেই ডাকযোগে রেজিস্ট্রির দলিল তাঁরা পেয়ে যাবেন।

▶▶ বিস্তারিত নয়ের পাতায়

দীর্ঘ লড়াইয়ের পর 'স্বপ্নের' চাকরিতে অনামিকা

সাগর বাগচী

আমবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই আমবাড়ির হরিহর হাইস্কুলে পা রাখছিল পড়ুয়ারা। নতুন দিদিমণি স্কুলে আসতে পারেন খবরটা চাউর হয়েছিল আগেই। তাই বাড়তি উৎসাহ তো কিছুটা ছিলই। সময়মতো হাজির হয়ে গিয়েছিলেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও। কিন্তু অনিশ্চয়তা তৈরি হল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের 'অনুমতি' নিয়ে। শুরু হল ফোনাফোনি। যখন জট কাটল তখন বেলা প্রায় বারোটা।

দুপুর ১টা নাগাদ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্কুলে এসে পৌঁছালেন অনামিকা রায়। মিনিট দশেকের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিলেন আমবাড়ির স্কুলটিতে। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর এল প্রত্যাশিত সেই মুহূর্ত। প্রথম দিনই নিলেন ক্লাসও। মিশে গেলেন পড়ুয়াদের সঙ্গে। চলল ফোটোসেশনও। সব পেয়ে মুখে অনাবিল হাসি অনামিকার। বলছেন, 'এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় দিন। শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হল।' চাকরিতে যোগ দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতেও ভোলেননি অনামিকা। তাঁর জন্যই যে লড়াইটা এত সহজ হল, বারবার মনে করিয়ে দিলেন তিনি।

বুধবার কলকাতার ডিরোজিও ভবনে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কার্যালয় থেকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় শিলিগুড়ির অনামিকাকে। ১৫ দিনের মধ্যে তাঁকে হরিহর হাইস্কুলে যোগ দেওয়ার কথা বলা হয়। অনামিকা অবশ্য সেদিনই হরিহর হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, অনামিকার কাজে যোগ দেওয়ার বিষয়ে স্কুলের কাছে শিক্ষা দপ্তরের তরফে কোনও মেল আসেনি। এমন পরিস্থিতিতে ওই রাতেই পদাতিক এক্সপ্রেসে কলকাতা থেকে অনামিকা শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়িতে পৌঁছানোর পর বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার জন্য অনামিকা সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোজিৎ পালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু অনামিকা তখনও সবুজ সংকেত পাচ্ছিলেন না। এরপর বিদ্যালয়ের তরফে যোগাযোগ করা হয় জলপাইগুড়ি জেলা শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে, খবর পৌঁছায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে। এরপরই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে অনামিকাকে ফোন করে এদিনই স্কুলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

নতুন দিদিমণি অনামিকা রায়ের সঙ্গে ছবি তুলল পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ফোন পেয়ে অনামিকা স্বামীকে নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে আমবাড়ির হরিহর হাইস্কুলের উদ্দেশে রওনা দেন। অনামিকার কথায়, 'প্রথমে অনুমতি নিয়ে জট তৈরি হয়েছিল। পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে আজই সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মেল করে স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্কুলে পৌঁছে আমি কাজে যোগ দিই।'

এদিন নতুন দিদিমণিকে ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় পড়ুয়াদের সঙ্গে। তারাও বেশ উৎসুক ছিল দিদিমণিকে দেখার জন্য। প্রথম দিন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই রুটিনে অনামিকার কোনও ক্লাস ছিল না। পরে তাঁর ইচ্ছেতেই নবম শ্রেণির ভূগোলের ক্লাস নিতে দেওয়া হয়।

প্রায় ১২০০ পড়ুয়ার এই স্কুলটিতে এতদিন স্থায়ী শিক্ষক ছিলেন ১২ জন। এর বাইরে আছেন চার পার্শ্বশিক্ষক। ফলে স্কুলটিতে শিক্ষকসংকট ছিলই। অনামিকা যোগ দেওয়ায় চাপ কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে বলে মনে করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রধান শিক্ষক বলছেন, 'অনামিকা রায়ের নিয়োগের কাগজ মেলের মাধ্যমে পাওয়ার পর তড়িঘড়ি এদিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি কাজে যোগ দেওয়ায় শিক্ষকের অভাব কিছুটা কমল।'

এরপর দশের পাতায়

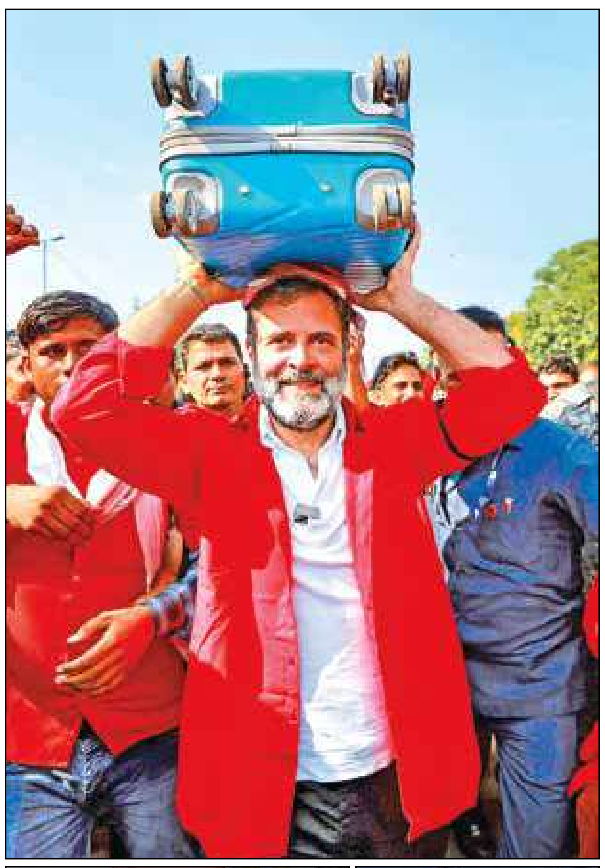

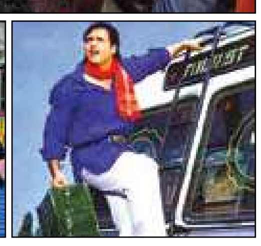

নয়াদিল্লির আনন্দ বিহার রেলস্টেশনে কুলির পোশাকে রাহুল গান্ধি। তাঁকে ঘিরে তুমুল হইচই। এটাই নাকি ভারত জোড়ো যাত্রা আবার শুরুর ইঙ্গিত। রাহুলের এই পোশাক মনে করিয়ে দিচ্ছে ১৯৮৩ সালে অমিতাভ বচ্চনের কুলি ও ১৯৯৫ সালে গোবিন্দার কুলি নাম্বার ওয়ান সিনেমার কথা।

জগদীশের রিপোর্ট ভুয়ো প্রমাণ করতে

মেডিকেল বোর্ড চাইছে পুলিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : মাদক মামলায় ভুয়ো নথি জমা দিয়ে জামিন কাণ্ডে অভিযুক্ত জগদীশ মণ্ডলের জামিন বাতিলের প্রস্তুতি শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। সূত্রের খবর, জগদীশের জামিন বাতিল করতে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করা হয়েছে। সেগুলি আদালতে জমা দিয়ে জামিন বাতিলের আবেদন করা হবে। পাশাপাশি অভিযুক্তের মেডিকেল পরীক্ষার জন্যে মেডিকেল বোর্ড গঠনেরও আবেদন জানাবে পুলিশ। ইতিমধ্যে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অভিযুক্ত আদালতে অগ্ন্যাশয় ক্যানসারের যে ভুয়ো তথ্য দিয়েছিল সেগুলি কীভাবে তৈরি করা হল সেই বিষয়েও পৃথক তদন্ত করছে পুলিশ। যদিও এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না শিলিগুড়ির পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি পুলিশের এডিসিপি সুভেন্দ্র কুমারের বক্তব্য, 'তদন্ত খুব ভালো হচ্ছে। এর থেকে বেশি কিছু এখনই বলা যাবে না।'

এদিকে, সমস্ত ভুয়ো রিপোর্টে স্বাক্ষর করে ক্লিনচিট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের চিকিৎসক পায়েল সরকারের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য জানার জন্যে এদিন ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরে সাংবাদিকের পরিচয় জানার পরেই 'আপনি আমাকে কেন ফোন করেছেন' বলে ফোন কেটে দেন।

নথি জাল মামলা

- অগ্ন্যাশয়ের স্টেজ ৪ ক্যানসারের রিপোর্ট দিয়েছিল জগদীশ
- সেই রিপোর্ট কীভাবে তৈরি হল তার তদন্ত শুরু হয়েছে
- জগদীশের রিপোর্ট ভুয়ো প্রমাণ করতে কোর্টের কাছে মেডিকেল বোর্ডের আবেদন জানাবে পুলিশ
- মোবারকের দুটি মামলার শুনানি না হওয়ায় তার জামিনও হয়নি

গত বছর বাগডোগরা থানা এলাকায় মাদকসমেত জগদীশকে গ্রেপ্তার করেছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। অভিযোগ, শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের কনস্টেবল মোবারক আলিকে ডেলিভারি দেওয়ার জন্যেই ওই মাদক আনা হচ্ছিল। এরপর থেকে জেলে ছিল জগদীশ। কিন্তু গত জুলাই মাসে হাইকোর্টে মেডিকেল রিপোর্ট দেখিয়ে জামিন পেয়ে যায় সে। এর ঠিক এক মাসের মাথায় ১ অগাস্ট মাদকসমেত শিলিগুড়িতে ধরা পড়ে জগদীশের ছেলে ভরত মণ্ডল। সেই সূত্র ধরে মোবারক আলি গ্রেপ্তার হয়। এই মোবারককে গ্রেপ্তার করে তদন্তে পুলিশ জাল মেডিকেল রিপোর্ট তৈরির চক্রের খোঁজ পায়। জগদীশ থেকে শুরু করে রুকসানা খাতুন, চন্দন শা সহ বেশ কয়েকজনের জন্য জাল মেডিকেল রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল বলে তদন্তকারীরা জানতে পারেন। সেই সূত্র খোঁজ শুরু হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। জানা যায়, মেডিকেল কলেজের একাধিক দপ্তর থেকে ভুয়ো রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। সেই রিপোর্টে দপ্তরের চিকিৎসকদের স্বাক্ষর এবং সিল রয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের দাবি, ওই স্বাক্ষর তাঁদের নয়।

এদিকে, অভিযুক্ত মোবারক আলি দুটি মামলায় জামিনের জন্যে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চে আবেদন করেছে। কিন্তু তার মামলাগুলি তালিকায় অনেকটাই নীচের দিকে থাকায় গত তিনদিন ধরে শুনানি পিছিয়ে যাচ্ছে। আদালত সূত্রে খবর, যে মামলায় এনজেপি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিল সেই মামলা বুধবার আদালতের তালিকায় ৭৬ নম্বরে ছিল। বৃহস্পতিবার তা পিছিয়ে ৮৬ হয়েছে। অন্যদিকে, মেডিকেল ফাঁড়ির যে মামলায় অভিযুক্তকে শোন অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেই মামলা এদিন তালিকায় ৪৬ নম্বরে ছিল। সেটির শুনানি না হওয়ায় অভিযুক্তের জামিন হয়নি।

বামে আপত্তি, কংগ্রেসে ছুঁতমার্গ নেই অভিষেকের

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের অঙ্ক মেলানো ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সংসদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, যদি আসন সমঝোতা করতে হয় তাহলে কংগ্রেসের কথা ভাবতে তাঁরা রাজি। তবে সিপিএমের সঙ্গে আসন সমঝোতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ইডি ডেকে পাঠানোয় অভিষেক হাজির হতে পারেননি ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠকে। সেই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল সিপিএমও। অভিষেকের জন্যই কি তাদের এই ব্যতিক্রমী অবস্থান, সেই নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও, সম্প্রতি রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে আসন সমঝোতার অঙ্ক অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে সিপিএম নেতৃত্বের কথায়। অভিষেককে ইডির তলব নিয়ে একাধিকবার তির্যক মন্তব্য করেছেন সিপিএম নেতারা।

এদিন অভিষেক তারই জবাব দিতে চড়া সুরে জানিয়ে দিলেন, 'যদি আসন নিয়ে সমঝোতা হয়, তাহলে সেটা কংগ্রেসের সঙ্গেই হবে, বামেদের সঙ্গে কোনও রকম সমঝোতা নয়। আসন সমঝোতা নিয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ড আলোচনা চাইলে নিশ্চয়ই কথা হবে, এই নিয়ে আমার কোনও ছুঁতমার্গ নেই।' তবে আসন সমঝোতা প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, 'বাংলায় আসন বণ্টন নিয়ে কোনও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম না। সিপিএম কেন ছিল না, সেটা তাদের বিষয়। তবে সেই বৈঠকে আসন সমঝোতা নিয়ে কোনও রফা হয়নি, সেটা আমি জানি।'

এরপর দশের পাতায়

যদি হয় সুজন, দুই ছাতায় আটজন। ইসলামপুরের একটি স্কুল থেকে বৃষ্টি মাথায় বাড়ি ফিরছে পড়ুয়ারা। ছবি : রাজু দাস

প্রধান খুনে গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত সদস্য

অরুণ ঝা

পাঞ্জিপাড়া, ২১ সেপ্টেম্বর : পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ রাহিকে খুনের ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্তে এগোল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই কংগ্রেসের সদস্য মুস্তাফাকে। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল এই গ্রেপ্তারির খবর জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার জন্য শুক্রবার তাকে আদালতে তোলা হবে।

মৃত প্রধানের দেহ ফিরতেই এলাকায় জনতার ভিড়। বৃহস্পতিবার পাঞ্জিপাড়ায়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ রাহি সাহেবের মৃতদেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে এলাকায় পৌঁছাতেই কয়েক হাজার মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। শুরু হয়ে যায় কান্নার রোল। তবে একজন ধরা পড়লেও ওই গুলি কাণ্ড নিয়ে ধোঁয়াশা কিন্তু এখনও কাটেনি। রাহিকে খুনের পিছনে কি জমি মাফিয়াদের হাত রয়েছে, নাকি রয়েছে কুর্সির লড়াই, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য ধরা পড়লেও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব কিন্তু এখনই এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতি জড়াতে আগ্রহী নয়।

তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বুধবার দুপুরে যখন আততায়ীরা হামলা চালায়, তখন কিন্তু রাহি সাহেবের বাইকের পিছনেই বসেছিলেন ধৃত মুস্তাফা। একসঙ্গেই তাঁরা পঞ্চায়েত অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন। দুষ্কৃতীদের প্রথম দফায় ছোড়া বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে মুস্তাফা বাইক থেকে লাফিয়ে লুকিয়ে পড়েন। মুস্তাফার গ্রেপ্তার হওয়া নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব আগ বাড়িয়ে মন্তব্য করতে চাইছে না। দলের শীর্ষ নেতারা বিষয়টি পুলিশি তদন্তের উপর ছেড়ে দিয়ে ধীরে চলো নীতি নিয়েছেন। তবে প্রধান খুনের ঘটনা নিয়ে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)-র সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। মন্ত্রী বলেন, 'জমি মাফিয়া হোক বা দলের কেউ হোক, পুলিশকে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করতেই হবে। আর তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। নিরীহ কেউ এই মামলায় ধরা পড়ুক তা আমরা চাই না।'

এদিকে, কংগ্রেসের সদস্য মুস্তাফাকে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়িতে রেখে দফায় দফায় ঘটনাক্রম জানার চেষ্টা করছেন পুলিশের কর্তারা। বৃহস্পতিবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে অফিশিয়ালি জানিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে রব্বানি স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন, প্রধান খুনে সুপারি কিলারদের নিয়ে আসা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে বিহারের যোগ রয়েছে। কিশনগঞ্জের পুলিশকর্তাদের সঙ্গে নাকি তাঁর এই বিষয়ে কথা হয়েছে। এডিজির সঙ্গেও বিস্তারিত কথা হয়েছে।

এদিন থমথমে পাঞ্জিপাড়ায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের এক নেতা চাপা গলায় জানালেন, একটি জমির উপর অবৈধ দখল রুখতে রাহি সাহেব দুই মাস থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রাহি সাহেবের জন্যই জমি মাফিয়ারা জমিটি দখল করতে পারছিল না। ওই জমির মূল্য কমপক্ষে দুই কোটি টাকা হবে। ফলে তাদের কেউ পরিকল্পিতভাবে এই খুন করিয়েছে কি না সেই প্রশ্নও উঠছে।

পাশাপাশি পুলিশ এবং তৃণমূলেরই একটি অংশ বলছে, কুর্সির লড়াইয়ের কারণেও রাহি সাহেবকে খুন করা হতে পারে। মন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে রাহি সাহেবের ক্ষমতা ক্রমশ বাড়ছিল। সেইসঙ্গে তাঁর জনসংযোগ ছিল ব্যাপক। ফলে প্রাথমিকভাবে প্রধান খুনের মোটিভ নিয়ে জমি মাফিয়া এবং কুর্সির লড়াই এই দুটি থিয়োরি জোরালো হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

ভালো খবর

মিড-ডে মিলে তালের বড়া, ক্ষীর

▶▶ দুয়ের পাতায়

রূপং দেহি

'সবার' পুজোর এবার ৭৫ বছর

অপরূপ প্রকৃতির টানে ডে আউট

▶▶ আটের পাতায়

ভারতসেরা পর্যটন গ্রাম বাংলার কিরীটেশ্বরী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : বাংলার অখ্যাত গ্রামে জাতীয় স্বীকৃতি। দেশের সেরা পর্যটন গ্রামের মর্যাদা পেল মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী গ্রাম। রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে এই নতুন পালকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পৌরাণিক জনশ্রুতি, ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য। বিশেষত সেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কারণেই গ্রামটিকে দেশসেরা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রক।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ থেকে জানিয়েছেন, দেশের ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৯৯৫টি গ্রামের আবেদনের মধ্যে ২০২৩ সালের প্রতিযোগিতায় সেরা হয়েছে কিরীটেশ্বরী। বৃহস্পতিবার বিকালে এক্স হ্যান্ডেলে এজন্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি লেখেন, '২৭ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হবে। আমি ওই গ্রামের বাসিন্দাদের অভিনন্দন জানাই।'

গ্রামটির অবস্থান মুর্শিদাবাদের দহপাড়া রেলস্টেশন থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ভাগীরথীর তীরে। গ্রামে কিরীটেশ্বরী মন্দির রয়েছে। মন্দিরের নামেই গ্রামের পরিচয়। জনশ্রুতি আছে, দক্ষের তাণ্ডবের সময় সতীর মুকুট বা কিরীট পড়েছিল এই গ্রামে। সেই কারণে এখানকার দেবী মুকুটেশ্বরী বলেও পরিচিত। পুরাণের এই কাহিনীর সঙ্গে যোগ হয়েছে ইতিহাসও।

১৪০৫ সালে প্রাচীন মন্দিরটি ভেঙে পড়ার দীর্ঘদিন পর ঊনবিংশ শতকে লালগোলার রাজা দর্পনারায়ণ রায় নতুন মন্দির নির্মাণটি করেন। পরে মন্দিরের জন্য জমি দান করেছিলেন স্থানীয় মুসলিম সমাজের একাংশ। প্রতি বছর পৌষ মাসে মহামায়ার পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির চত্বরের বড় মেলা আয়োজনের মূল দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে মুসলিম সম্প্রদায়। যে কারণে মন্দিরটি ঘিরে সবসময় সম্প্রীতির সুর বাজে।

কিরীটেশ্বরী অবশ্য পূজিতা হন দক্ষিণা কালী হিসেবে। মন্দিরের ইতিহাস নিয়ে বহু মত লোকমুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামটির আদি পরিচিতি কিরীটকণা নামে। কারও কারও মতে মুকুট নয়, সতীর ললাট বা কপাল পড়েছিল এই গ্রামে। মন্দিরের বর্তমান সেবায়েতদের কথায়, কিরীট কথাটি এসেছে করোটি অর্থাৎ খুলি থেকে। করোটির টুকরো এখানে আছে বলেই মন্দির ও গ্রামের নামে কিরীটি আছে।

ঐতিহ্যবাহী সেই কিরীটেশ্বরী মন্দির।

রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার এই গ্রামটিকে সেরা পর্যটন গ্রামের মর্যাদা দেওয়ায় এখানে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে বলে আশা করছি। এর ফলে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নও ঘটবে।' রাজ্য পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ থেকে ফেরার পর ওই গ্রামকে কেন্দ্র করে রাজ্য স্তরে অনুষ্ঠান করার ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মিড-ডে মিলে তালের বড়া, ক্ষীর-মালপোয়া

সৌরভ মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ সেপ্টেম্বর : সকাল থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের মণিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আর হবে নাই বা কেন? মিড-ডে মিলের রোজকার মেনুর একঘেয়েমি কাটাতে বৃহস্পতিবার তাল উৎসবের আয়োজন করেছে যে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাই তালের নানা পদ তৈরির জন্য মিড-ডে মিলের কর্মীদের কেউ ব্যস্ত তাল ঘষে রস বের করতে। কেউ বা ব্যস্ত অন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে। এদিন স্কুল চত্বরজুড়ে পাকা তালের গন্ধে ম ম করতে থাকে। মিড-ডে মিলে পড়ুয়াদের পাতে পরিবেশিত হয় তালের বড়া, তালের ক্ষীর, তালের মালপোয়া সহ তাল দিয়ে তৈরি একাধিক সুস্বাদু পদ। এই উৎসবের আয়োজনে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন স্কুলের শিক্ষক এবং মিড-ডে মিল কর্মীরা। এদিনের তাল উৎসব বেশ ভালোই উপভোগ করে পড়ুয়ারা।

মণিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের পাতে তালের বড়া পরিবেশন।

শিক্ষক মুক্তিনাথ ওঝা বলেন, 'মিড-ডে মিলে একঘেয়েমি কাটাতে আমরা মাঝে মাঝেই অভিনব মেনু তৈরির চেষ্টা করি। কখনও কখনও মেনুতে মরসুমি ফল, কখনও পায়েস ইত্যাদি থাকে। তার সঙ্গে রোজকার মেনুও প্রস্তুত করা হয়। মিড-ডে মিলে রোজকার খাবারের সঙ্গে তালের বিভিন্ন পদ খাইয়ে ছাত্রছাত্রীদের খানিকটা আনন্দ দেওয়াও আমাদের উদ্দেশ্য।'

তালের বিভিন্ন পদ খেয়ে খুশি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শুভজিৎ মণ্ডল। তার কথায়, 'আগেও আমাদের স্কুলে মিড-ডে মিলে আম উৎসব হয়েছিল। মাস্টারমশাইদের উদ্যোগে আজকে তাল উৎসবে অংশগ্রহণ করলাম। মিড-ডে মিলে খাবারের সঙ্গে আজকে তালের বিভিন্ন পদ আমাদের দেওয়া হয়েছে। খেতে খুব ভালো লাগল।'

মিড-ডে মিল কর্মী পদ্মা মহালদার বলেন, 'মাস্টারমশাইরা আমাদের নিত্যনতুন রান্নার ব্যাপারে উৎসাহ দেন। আমরাও তৈরি করার চেষ্টা করি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সেসব খেয়ে আনন্দ পায়। আমাদেরও ভালো লাগে।'

হাতেকলমে কৃষিকাজ শিক্ষা পড়ুয়াদের

রাইচূড়, ২১ সেপ্টেম্বর : শুধু প্রথাগত শিক্ষা বা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমিত নয়, কর্ণাটকের রাইচূড় জেলার এক স্কুল। এই স্কুলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক আলাদা মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাইচূড় জেলার লিঙ্গাসুগুর তালুকের বেন্দোনি সরকারি স্কুল আর পাঁচটি স্কুলের চেয়ে আলাদা।

কৃষিকাজের সব খুঁটিনাটি শেখানো হচ্ছে পড়ুয়াদের মাঠে নিয়ে গিয়ে। রাইচুড়ের এই বেন্দোনি সরকারি স্কুল বর্তমানে এক মডেল স্কুলের তকমা পেয়েছে। প্রতি সপ্তাহে শনিবার করে এই স্কুলে 'ব্যাগ ফ্রি ডে' থাকে। অর্থাৎ, পড়ুয়াদের এদিন ব্যাগপত্র আনতে হয় না। এই দিন একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রতি ওই স্কুলের পড়ুয়াদের কাছের একটি ধানখেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কৃষিকাজের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে পড়ুয়াদের আরও বেশি করে বোঝানো হয়। কীভাবে ধানের চারা বপন করা হয়, সেই সব শেখানো হয়। কৃষিকাজের পাশাপাশি উদ্যানপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, পশুপালন, মৌমাছি প্রতিপালন, কীটনাশক নির্মূল করা এবং সৌরশক্তির ব্যবহার সম্পর্কেও পড়ুয়াদের হাতেকলমে বোঝানো হয়।

হকি খেলতে কলকাতা রওনা ১৪ ছাত্রী

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে খেলাতেই মজে পলাশবাড়ির মেয়েরা। সম্প্রতি রাজ্য স্তরের নেটবল খেলতে যাওয়া, তারপর জাতীয় স্তরে তিন কলেজ পড়ুয়ার হরিয়ানা পাড়ি দেওয়ার পর বৃহস্পতিবার হকির স্টিক হাতে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিল শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের ১৪ ছাত্রী। রাজ্য স্তরের নেহরু কাপ হকি টুর্নামেন্টে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে একমাত্র এই স্কুলের ছাত্রীরাই খেলার সুযোগ পেয়েছে। প্রথমবার রাজ্য স্তরের খেলায় সুযোগ মেলায় ববিতা বর্মন, বর্ষা সরকার, শ্রেয়া বিশ্বাসদের মতো পড়ুয়ারা দারুণ খুশি।

ট্রেনে ওঠার আগে আলিপুরদুয়ার জংশনে হকি টিম।

শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের টিআইসি গোপা বিশ্বাসের কথায়, 'এবারই প্রথম আমার স্কুলের ছাত্রীরা রাজ্য স্তরের হকি প্রতিযোগিতায় খেলতে গেল। এজন্য আমরাও খুশি। ছাত্রীরা ভালোভাবে খেলে আসুক, এটাই চাই।' পড়ুয়াদের অবশ্য হকি খেলা শেখানো হয় স্থানীয় মরিচঝাঁপি যুব সংঘের মাঠে। কোচ সরোজ বসু ও সহ কোচ জীবন সরকার নিখরচায় ছাত্রীদের খেলা শিখিয়েছেন। এদিন ছাত্রীদের সঙ্গে যান সহ কোচ জীবন সরকার। তাঁর কথায়, এটা অনূর্ধ্ব-১৭ নেহরু হকি টুর্নামেন্ট। আমাদের এখানে কেউ এক বছর, কেউ কেউ ৬ মাস ধরে হকি খেলা শিখেছে। তার মধ্যে বাছাই করা ১৪ ছাত্রীকে নিয়ে যাচ্ছি। আশা করি ভালোভাবে খেলবে।'

শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর থেকেই কলকাতায় নেহরু কাপ অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের হকি টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। এই খেলায় অংশগ্রহণের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে শিলবাড়িহাট হাইস্কুল ও শিলবাড়িহাট আরআর বালিকা বিদ্যালয় আবেদন করে। তারপর জেলা স্তরে দুই স্কুল ছাত্রীদের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে রাজ্য স্তরে সুযোগ পায় শিলবাড়িহাট আরআর বালিকা বিদ্যালয়। তবে এই সুযোগ এবারই প্রথম।

হকি খেলার টিম ১১ জনের। তিনজন অতিরিক্ত হিসেবে ১৪ ছাত্রী এদিন প্রথমে স্কুলে আসে। তারপর আলিপুরদুয়ার স্টেশন হয়ে ট্রেনে চেপে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় তারা। ১৪ জনের মধ্যে অষ্টম শ্রেণির দহিতা বর্মন, ফাল্গুনী বর্মন, সুবর্ণা সরকার, দীপা বর্মন। মনামি বর্মন, দীপশিখা বর্মন, প্রিয়াংকা বর্মন, ববিতা বর্মন, বর্ষা সরকার, প্রিয়শ্রী বর্মন, দীপালি বর্মন, শ্রেয়া বিশ্বাস সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া। ষষ্ঠ শ্রেণির দীপা বর্মন ও মধুমিতা বর্মন।

প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে দৌড়ে সাফল্য লুইসের

বিদেশ বসু

ডামডিম, ২১ সেপ্টেম্বর : ওদলাবাড়ি থেকে ডামডিমগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে গিয়েছে রেললাইন। ঠিক তার উপরে তৈরি হয়েছে রেলওয়ে ওভারব্রিজ। সূর্য তখন পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। ওভারব্রিজ পেরিয়ে জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছেন এক ছিপছিপে তরুণ। ঘাম ঝরছে। কিন্তু তিনি থামছেন না। এক পলকে দেখলেও তাঁর দিকে নজর আটকে কাটবে। কারণ তার বাঁ হাতের অর্ধেকাংশই নেই। তরুণের নাম লুইস কুজুর। কুড়ি বছরের এই তরুণের বাড়ি সাইলি চা বাগানের বেতবাড়ি ডিভিশনের বরা লাইনে। জন্ম থেকেই

বিশেষভাবে সক্ষম। ইতিমধ্যে ডুয়ার্সে বিভিন্ন দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নজরও কাড়ছেন। এখানে থেমে না থেকে আরও এগোতে চান কুজুর।

বাবা রাজু কুজুর, মা সঞ্চারিয়া কুজুর চা শ্রমিক। জন্ম থেকেই বা হাতের অর্ধেকাংশ নেই। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য থেমে থাকেননি লুইস। ছেলেবেলায় বাগানের শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে পড়াশোনা করেছেন। তারপর ডামডিম গজেন্দ্র বিদ্যামন্দির উচ্চবিদ্যালয়ে। বর্তমানে মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়া। পড়াশোনা করে মাঠকেও আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। সেই স্কুল জীবনেই দৌড়ে অনেক পুরস্কারও মিলেছে। এখনও অনুশীলনের অভ্যাস ছাড়েননি লুইস। বিকেল হলেই নিবিড় অনুশীলনে মগ্ন হয়ে থাকেন। কয়েক ঘণ্টা অনুশীলন চলে। ডুয়ার্স এলাকার বিভিন্ন রোড রেসে অংশ নেন লুইস। চোখে তাঁর স্বপ্ন। ভবিষ্যতে কিছু করে দেখাতে চান।

প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তরুণের এই মানসিকতাকে কুর্নিশ জানায় সমস্ত মহল। গজেন্দ্র বিদ্যামন্দিরের ক্রীড়া শিক্ষক আশিস টুডু বলেন, 'লুইস স্কুল জীবনেও দারুণ দৌড়াত। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও যেভাবে লড়াই করছে তা প্রশংসনীয়।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৯৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৯৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৬৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭২৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭২৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Notice

Expression of interest is invited from the reputed Chartered Accountant firms to undertake internal financial auditing of Maynaguri College for three financial years. Details are available in the college **website.www.maynaguricollege.ac.in**

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
E NIT no : EC / 07 / WBEIDCL / IT Parks / Property Insurance / 2023-24 / 046, dt.-13.09.23
Property insurance (All risk, SFSP, Earthquake, STFI & RSMD) of 22 Webel IT Park assets
Estimated premium value: Rs. 33.8 lakh
Interested parties may go through website www.wbtenders.gov.in
For details or contact 033-23576960
ICA-T19618(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar
e-TENDER NOTICE
WBFOR/JWD/NIT-33(e)/23-24(2nd Call)- Supply of Solar fencing materials including installation over 45 Ha at JP East Range under JPWLD during 2023-24 (2nd Call). Last date of online submission of bid- 27/09/2023. For all details and Online Tender submission visit at www.wbtenders.gov.in/ www.westbengalforest.gov.in Sd/- Divisional Forest Officer, Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar.
ICA-T19641(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, AESD, P.W.Dte. invite online e-tender for the work of - "Construction of 20 bedded COVID Ward at Bhatibari R.H. under Alipurduar-II Block in the district of Alipurduar during the year 2021-22 - SITC of LT Panel and other allied electrical work for electrification of the Building." Vide e-Tender no- WBPWD/AE/AESD/e-NIT-02/2023-24 & Tender ID- 2023_WBPWD_570445_1. Bid submission Start Date (online): 16.09.2023, Bid submission Closing Date (online): 25.09.2023 upto 01.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT/NIQ and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- A.E., AESD, P.W.D., GOVT. OF W.B.
ICA-T19689(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION
(A STATUTORY CORPORATION)
OF EE, W.B.S.W.C. email : ce-swc@wb.gov.in
e-TENDER NOTICE
NIET No. 03 (2nd Call) of EE(EL) of 2023-24 of EE/WBSWC
Tender ID : 2023_WBSWC_570463_1
REPAIR, RENOVATION AND MODIFICATION WORK FOR SMOOTH OPERATION OF THE 1000MT PADDY GODOWN ADJACENT GAZOL RIDF IN THE DISTRICT OF MALDA - ELECTRICAL WORK. Rs. 1,74,076/-. Last date of Submission - 03.10.2023. For detailed NIET see https://etender.wb.nic.in Sd/- Superintending Engineer, West Bengal State Warehousing Corporation
ICA-T19633(1)/2023

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১০৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৯-০৯-২০২৩; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ৩৮-এপি-II-২০২৩; কাজের নাম: ফকিরগ্রাম জং., কোকরাঝাড় ও গোসাইগাঁও হাটে- ১২.০০এম চওড়া এফওবি এবং লিফট (৩টি (তিন) স্টেশনে ৩টি) এবং কোকরাঝাড়ে র‍্যাম্প নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ₹ ৪০,৫৯,২৬,৯৩৬.৪২; বায়না মূল্য : ₹ ২১,৭৯,৬০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ১৮-১০-২০২৩ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the E.E./NBDD Vide NIeT No-55 (Sl. No. 01 02, 03, 04 & 05)/2023-24. Details of works be seen in the above mentioned NIeT in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department
ICA-T19649(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, CESD, P.W.Dte. invite online e-tender for the work of, (i) Maintenance and replacement of Ceiling Fan, Tube lights, Compound lights etc at district Correctional Home, Cooch Behar. Bid submission Start Date (online): 15.09.2023, Bid submission Closing Date (online): 25.09.2023 upto 01.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of WBPWD/AE/CESD/e-NIQ-04 (3rd Call) of 2023-24 and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/-A.E.,CESD, P.W.D., GOVT. OF W.B.
ICA-T19695(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Directorate of Forests
Office of the Divisional Forest Officer, Jalpaiguri Division
Old Court Campus, Collectorate Avenue, Hakimpara, Jalpaiguri - 735101
TENDER NOTICE
Tenders are hereby invited by Divisional Forest Officer, Jalpaiguri Division from the Bonafide/ Reputed/ Registered/ Contractors/ Supplier/ Manufacturer for different works vide E-NIT NO: No. 06/SPAP/2-97/2023-24 Tender documents may be download from e-procurement portal of our "website: www.wbtenders.gov.in" from 15/09/2023 (on 12:00 hrs.) to 22/09/2023 (on 12:00 hrs.) The pre-qualification bid document duly filled in all respect may be submitted online before 12:00 Hrs (as per serve clock) on 22/09/2023. Corrigendum if any will be displayed in the Notice Board of this office. SD/- Vikas.V, IFS, Divisional Forest Officer, Jalpaiguri Division.
ICA-T19636(2)/2023

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএন/জে-I/২০২৩-২৪/০১ -এর সংশোধনী, তারিখ : ০৮-০৯-২০২৩
টেন্ডার নং.: ডিওয়াইসিই-সি-৩-আইএমপি-এমটিএন-২৩-২৪-০১ -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএন/জে-I/২০২৩-২৪/০১ তারিখ : ০৮-০৯-২০২৩ -এর সংশোধনী প্রকাশিত হয়েছে, বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেপুটি সিই/সিওএন-৩, ইম্ফল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar
TENDER NOTICE
WBFOR/JWD/NIT-29(e)/23-24(2nd Call)– Supply of Solar fencing materials including installation over 15 Ha at JP East (2nd Call) Range under JPWLD during 2023-24. WBFOR/JWD/NIT-32(e)/23-24(2nd Call)– Boulder Sausage Works over 50 Cu.M. Mairadanga Beat under Jaldapara West Range of Jaldapara Wildlife Division. (Schedule-II) - 2nd Call. Last date of online submission of bid- 27/09/2023. For all details and Online Tender submission visit at www.wbtenders.gov.in/ www.westbengalforest.gov.in Sd/- Divisional Forest Officer, Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar.
ICA-T19640(1)/2023

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIT no- 08/MAINTENANCE / APD / WBSRDA / 2023-24. Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in. www.wbprd.nic.in & office notice board.
Sd/-
EE/WBSRDA/APD DIV.

TENDER NOTICE
No-10 Malancha Gram Panchayat Tapan Block
E- NIT Memo No - 421 /MGP & 422 / MGP / 2023-24
Dt : 19-09-2023
Bid Submission Start date : 20-09-2023
Bid Submission Closing date : 30-09-2023
Bid opening date : 03-10-2023
Details Contact : wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
No. 10 Malancha G.P.
Tapan, D/Dinajpur

Office of the Executive Officer
Maynaguri Municipality, Jalpaiguri
NIeT No. WBMAD/e-Tender/34/of EO/MNM/JAL/2022-23 Date: 19.09.2023 for 1 no of work at in respect of Maynaguri Municipality, Jalpaiguri.
Tender ID: 2023_MAD_573082_1
i) Date of uploading of NIeT & tender Documents online (Publishing Date): 21.09.2023 17:00 hrs
ii) Document download start date: 21.09.2023 17:30 hrs.
iii) Tender submission start date (online): 21.09.2023 17:30 hrs.
iv) Tender submission closing date(online): 06.10.2023 17:30 hrs.
v) Tender opening date for technical proposals (online): 09.10.2023 12:00 hrs.
vi) Tender opening date for technically qualified contractor (online): to be notified later. Detailed will be available from the office notice board on all working days.
Sd/- Executive Officer
Maynaguri Municipality, Jalpaiguri

2 BHK FLAT IN GARIA KOLKATA FOR SALE

A 2BHK, 800 sq. ft. Flat with balcony in a quiet G+3 residential building with lift for outright sale. A 5-minute walk from Geetanjali Metro Station. Interested buyers may contact 8617251354 between 9 am and 5 pm.

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর স্কলারশিপ স্কিম

১. কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড ওয়েবসাইটে অনুমোদিত পাঠক্রমের তালিকা প্রতি প্রাক্তন সৈনিকদের যোগ্য ওয়ার্ড / বিধবা এবং প্রাক্তন ভারতীয় উপকূলরক্ষী কর্মী যারা পেশাগত/ প্রযুক্তিগত ডিগ্রি কোর্সের ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তাদের কাছে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। যোজনাটি শুধুমাত্র সেই সমস্ত ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে পেশাদার / প্রযুক্তিগত কোর্সে যোগদান করেছেন।
২. বৃত্তির অর্থাঙ্ক :-
ক) প্রতিবছর টা. ৩০,০০০/- ছেলেদের জন্য
খ) প্রতি বছর টা. ৩৬,০০০/- মেয়েদের জন্য।
৩. ছাত্রদের পিএমএসএস লিংক দেখার জন্য ও চেকলিস্ট, এফএকিউ এবং কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড ওয়েবসাইট www.ksb.gov.in-এ অন্যান্য তথ্যসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আবেদন প্রত্যাখ্যান এড়াতে অনলাইনে আবেদন করার আগে ও শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করুন। কোনও কাগজের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
৪. পিএম-এর বৃত্তির জন্য অনলাইনে আবেদন জানানোর শেষ তারিখ ৩০শে নভেম্বর ২০২৩।
৫. শেষ মুহূর্তের ভিড় এড়াতে সময়মতো ভালোভাবে আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
৬. **এই বৃত্তিটি শুধুমাত্র প্রাক্তন কর্মচারীদের ওয়ার্ড / বিধবাদের জন্য (আর্মি/নেভি/এয়ারফোর্স / কোস্টগার্ড)। ওয়ার্ডস অফ সিভিলিয়ানরা যোগ্য নয়।**

ভারত সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড, পশ্চিম ব্লক -IV, উইং-VII, আর কে পুরম, নতুন দিল্লি-১১০০৬৬,
যোগাযোগ নম্বর -০১১-২০৮৬২৪৪৭
(সোমবার থেকে শুক্রবার ৯টা থেকে ১৭৩০টা পর্যন্ত)
(কেএসবি ওয়েবসাইট : www.ksb.gov.in)
CBC-10405/11/0003/2324

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Date of Birth / Age	Sex	Details (Height / Weight / Complexion)	Photo
Unknown	19/08/2023	Female	HEIGHT - 30 cm WEIGHT - 638 gms COMPLEXION - White EYE COLOR - Black HAIR COLOR - BLACK	

At present the child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division, Darjeeling district at G-SAA, Korok Children Home, Jalpaiguri.
Any Legal claimant of this child may contact with **60 days** in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit
Office of the District Magistrate,
Kutchery Compound, Darjeeling

Child Welfare Committee
Siliguri Sub-Division
Udayan Memorial Sports Library
7 Ashutosh Mukherjee Road,
Collegepara, Siliguri

কর্মখালি

সব জেলায় সিকিউরিটি গার্ড এবং সুপারভাইজার, হাউস কিপিং Recept প্রয়োজন। বেতন- 10500-11500/-। M : 9679368850 (M/M)

●

বাঙালি হোটেলে রান্নার জন্য (Expert) পুরুষ/মহিলা চাই ও হেলপার চাই। M : 7001872325

●

শিলিগুড়িতে Flip Kart Ware House-এ প্রচুর M.P. পাশ ছেলে/ মেয়ে ওয়ার্কার চাই। মাসে 4 ছুটি বেতন 13500/-OT Extra. M-9749456650. (C107544)

●

Anandaloke Sonoscan Siliguri hiring experienced (A) Optometrist, (B) Hill Driving Driver. Ph. - 8116610703.

●

Avalon Hospital urgent requirement 1. TPA/ Swasthya Sathi/ESI Billing Co-ordinator, 2. Front Office Executive, 3. Pharmacy Sales Executive. Contact- 7001418243. avalonhospital19@gmail.com (C/107452)

●

ডাইরেক্ট কোম্পানিতে ছেলে চাই গার্ড সুপারভাইজার, ফ্যাক্টরি হেল্পার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির জন্য। বেতন -11,500-+PF,ESI। বালুরঘাট - 9046033537. (C/107493)

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যাল ও টেলিকম কাজগুলি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এন-২০২৩-কে১২, তারিখ: ০৮-০৯-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: এন-২০২৩-কে১২; কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনের ১৫টি এলসি গেটে (ব্রাঞ্চ লাইন সেকশন) এবং ১২টি এলসি গেটে (এবিএস সেকশন ছাড়া) স্ট্যান্ডবাই স্লাইডিং বুমের সাথে বৈদ্যুতিকভাবে চালিত লিফটিং বেরিয়ারের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ২,৮৭,৫৮,৯০৮.১৮; বায়না মূল্য: ২,৯৩,৮০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩-১০-২০২৩ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms /companies / individual contractors for the following works: Tender No- NIT 077/Engg/2023-24 of SJDA. Name of Work: Repairing work of School Building of Arabinda Madhyamik (H.S.) Bidyalaya, Jalpaiguri. Amount put to Tender- Rs. 8,63,000.00, Earnest Money- Rs. 17,260.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 22.09.2023 at 4:00 P.M. and Bid submission End Date & Time- 03.10.2023 upto 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 06.10.2023 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer
ICA-T19634(2)/2023

মেশিন ক্রাশড ট্রেক ব্যালাস্টের প্রস্তুতকরণ, যোগান এবং গাদা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১০৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৯-০৯-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ৩৪-এপি-III-২০২৩। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের অধীনে নিউ মাল জংশন ডিপোতে অনন্তিম সংশোধনী স্লিপ সহিত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন (আইআরএস-জিই-১) অনুরূপে মেশিন ক্রাশড ট্রেক ব্যালাস্টের প্রস্তুতকরণ, যোগান এবং গাদা করা সহিত হোপারে ব্যালাস্টের লোডিং এবং হোপার থেকে ট্র্যাকে আনলোডিং করে সমরূপে বিস্তৃত করা কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১৩,৭৭,০৩,৩৪৪.৮০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮,৩৮,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৩-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. - 1) NIT 082/Engg/2023-24 of SJDA & 2) NIT 083/Engg/2023-24 of SJDA. Name of Work: 1) Construction of Shed for Parking of two Wheelers of the SJDA Staffs at back side of the SJDA Office Building at Himanchal Vihar, Matigara, Dist. Darjeeling & 2) Cleaning of Drains in Food Park at Fulbari-II G.P. under Rajganj Block. Amount put to Tender 1) Rs. 1,66,526.00 & 2) Rs. 1,88,333.00, Earnest Money- 1) Rs. 3,331.00 & 2) Rs. 3,767.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 22.09.2023 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 03.10.2023 upto 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 06.10.2023 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922,2515647. Sd/- Chief Executive Officer.
ICA-T19609(2)/2023

চলচ্চিত্র

এ মাসে শুটিং। অভিনয়ে সাধারণ দেখতে নতুন মুখ চাই। রোজ 500/- - 5,000/-। ফ্রি অডিশন হচ্ছে। 8282979209. (C/107440)

ভাড়া

শিলিগুড়ি পূর্ব রবীন্দ্রনগরে, ছোট পরিবারের জন্য নীচতলায় ঘর ভাড়া দেব। M - 8617455211. (C/107535)

লোন

প্রোজেক্ট লোন, হোম, ল্যান্ড পার্চেজ, মর্টগেজ, ক্যাশ ক্রেডিট, OD, বিজনেস, সিকিউরেড/আনসিকিউরেড, পার্সোনাল। Ph : 9002090243. (C/107439)

ভর্তি চলিতেছে

২০২৩-২০২৫ শিক্ষা বর্ষে কোচবিহার জেলায় স্বনামধন্য B.Ed কলেজে কয়েকটি আসনে ভর্তি চলিতেছে। 9851401724 /7384532442 (B/S)

অ্যাফিডেভিট

14.09.2023 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে জানাচ্ছি, আমি Dilip Kumar Dutta এবং Dilip Dutta একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M/M)

●

আমার Magnum Certificate of Magnum Multiflier Plus 1993 SBI Mutual Fund No. 14548863 নাম ভুল থাকায় গত 19-9-23 কোচবিহার, সদর J.M. 1st Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Kanu Dey এবং Samar Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গোলবাগান, পাটাকুড়া, ওয়ার্ড নং-18, কোতোয়ালি, কোচবিহার-(C/106186)

●

আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে নং 340 পিতার নাম ভুল হওয়ায় সদর E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বিপ্লব দেব থেকে বিপ্লব কুমার দেব হল। তিথি দেব। গুড়িয়াহাটি, কোচবিহার। (A/A)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (online) under 2(Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works : Tender No.: 1) NIT 014/Engg/2022-23 of SJDA (5th Call) & 2) NIT 041/Engg/2022-23 (5th Call). Name of Work : 1) Construction of R.C.C. 3 Cell Box Culvert at Madalghat GP, under Jalpaiguri Sadar Block & 2) Strengthening of Road from Pampa Hall to Ghori More at Ward No. 13 under Malbazar Municipality, Jalpaiguri. Amount put to Tender - 1) Rs. 47,99,715.00 & 2) Rs. 88,68,868.00, Earnest Money - 1) Rs. 95,994.00 & 2) Rs. 1,77,377.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 22.09.2023 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 06.10.2023 upto 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals- 09.10.2023 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website : www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer.
ICA-T19610(4)/2023

CINEMA
সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
GADAR-2
Xing : Sunny Deol, Amisha Patel
Time : 1.00, 4.00, 7.00 P.M

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে বাইসনের দল। বৃহস্পতিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

দ্বিতীয় বৈঠকেও বোনাস রফা দূর অস্ত

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ সেপ্টেম্বর : ১৪ সেপ্টেম্বরের পর ২১ সেপ্টেম্বর। ফের ভেস্তে গেল চা বোনাস নিয়ে বৈঠক। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ১৪ সেপ্টেম্বরের প্রথম বোনাস বৈঠকে মালিকরা চেয়েছিলেন ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দিতে। বৃহস্পতিবার মালিকপক্ষ ৮.৫০ শতাংশ হারের কথা বলে। যা শুনেই একযোগে প্রত্যাখ্যান করে সবক'টি শ্রমিক সংগঠন। তারা ২০ শতাংশের দাবিতেই অনড়।

সকাল ১১টা থেকে বিকেল সওয়া ৫টা পর্যন্ত কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সভাকক্ষে ম্যারাথন বৈঠক চললেও নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে থেকে আর সরে আসেননি মালিকরা। ঠিক হয়েছে, আগামী ৫ ও ৬ অক্টোবর কলকাতাতেই তৃতীয় বোনাস বৈঠক হবে। এখন সেদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও বিকল্প হাতে থাকল না ডুয়ার্স-তরাইয়ের স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ৮ লক্ষ শ্রমিকের।

এদিনের নিষ্ফলা বোনাস বৈঠকের খবর কানে আসতেই হতাশার ছায়া নেমে আসে চা শ্রমিক মহল্লাগুলিতে। মালিকদের যৌথ সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশনস (সিসিপিএ)'-এর সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে এদিন বৈঠক হয়েছে। বাগানগুলির আর্থিক পরিস্থিতির কথা শ্রমিকদের বুঝিয়ে বলা হয়েছে। চা শিল্পের পরম্পরা মেনেই বোনাস চুক্তি সম্পাদিত হবে।' এদিকে ২০ শতাংশ হারের বোনাসের দাবিতে শুক্র ও শনিবার গেট মিটিং-এর ডাক দিয়েছে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন ও বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠন।

চা বাগানের বোনাস নিয়ে বৈঠক। বৃহস্পতিবার কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সভাকক্ষে।

বোনাস নিয়ে প্রথম বৈঠকে ১৭১টি বাগান অংশ নিয়েছিল। সেদিন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থা অ্যান্ড্রিউ ইউল ও টাটা অ্যামালগ্যামেটেডের মতো কোম্পানি সহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত বাগান বৈঠক থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায় শ্রমিক মহলে। এদিনের বৈঠকে অবশ্য অ্যান্ড্রিউ ইউল কিংবা টাটা সহ আগের দিন অনুপস্থিত থাকা বেশিরভাগ বাগানই অংশ নেয়। শ্রমিকদের দিক থেকে প্রাপ্তি বলতে ছিল এটুকুই। ১৪ সেপ্টেম্বর বোনাস আলোচনায় ১৭১টি বাগান অংশ নিয়েছিল। সেই সংখ্যা বেড়ে এদিন হয়েছে ১৮৯টি।

চা বোনাসের ফয়সালার পথ ক্রমশ দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি শ্রমিক সংগঠনগুলি যে ভালো চোখে দেখছে না তা তাঁদের এদিনের মন্তব্যেই পরিষ্কার। শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা জিয়াউল আলম বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। বোনাস রফায় দেরি হওয়ার কারণ মালিকদের মনোভাব। ২০ শতাংশ হারের বোনাস মানে নিছক হাতে কিছু বাড়তি টাকা নয়। এটা ঘাম রক্ত ঝরিয়ে শ্রম দেওয়া শ্রমিকের মর্যাদার বিষয়।' ফোরামের আরেক নেতা মণিকুমার দার্নাল বলেন, 'চা শিল্পে এমন কিছু হয়নি যাকে বিপর্যয় বলা যেতে পারে। বেশিরভাগ বাগানই কিন্তু ভালোভাবে চলছে।' বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি যুগলকিশোর ঝা বা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনারও ২০ শতাংশ হারের কম হারে বোনাস মেনে নিচ্ছেন না।

তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি মনোজ কার্কিডুলি বলেন, মালিকদের সাড়ে ৮ শতাংশ হারের বোনাস প্রস্তাব শুধু হাস্যকরই নয়। অমর্যাদাকরও। নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায় আবার অন্য আরেকটি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'আশা করছি পরের বৈঠকে মালিকপক্ষ পরিস্থিতি বুঝে গ্রহণযোগ্য সমাধানসূত্র তৈরির রাস্তায় হাঁটবে। তবে সেক্ষেত্রেও হাতে সময় কিন্তু খুব কম থাকবে।' তাঁর আশঙ্কা, পুজোর আগের রবিবারগুলি সেভাবে না পাওয়ার কারণে শ্রমিকদের পাশাপাশি ডুয়ার্স-তরাইয়ের হাটবাজারও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বাগান কর্মচারীদের যৌথ মঞ্চ স্টাফ, সাব-স্টাফ জয়েন্ট কমিটির আহ্বায়ক আশিস বসু বলেন, 'আমরা তো কোনওকালেই অনমনীয় মনোভাব পোষণ করিনি। ২০ শতাংশ বোনাস নিয়ে এখনও আশাবাদী। রফা হয়ে গেলে প্রকৃত আর্থিক পরিস্থিতি বিচার করে কিছু বাগানকে ছাড় আগেও দেওয়া হয়েছে। সেটা এবারও থাকবে। এদিনের বৈঠকে মালিকদের হয়ে অন্যদের মধ্যে ছিলেন আইটিএ'র চেয়ারম্যান অতুল আস্থানা, চা শিল্পপতি শশাঙ্ক প্রসাদ, টাই-এর সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ফের আলোচনা অক্টোবরে

- প্রথম বোনাস বৈঠকে মালিকরা চেয়েছিলেন ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দিতে
- বৃহস্পতিবার মালিকপক্ষ ৮.৫০ শতাংশ হারের কথা বলে
- যা শুনেই একযোগে প্রত্যাখ্যান করে সবক'টি শ্রমিক সংগঠন
- তারা ২০ শতাংশের দাবিতেই অনড়
- আগামী ৫ ও ৬ অক্টোবর কলকাতাতেই তৃতীয় বোনাস বৈঠক হবে
- নিষ্ফলা বৈঠকের খবর কানে আসতেই হতাশার ছায়া নেমে আসে চা শ্রমিক মহল্লাগুলিতে

সিলিকোসিস রোগীদের জন্য নয়া নির্দেশিকা

নাগরাকাটা, ২১ সেপ্টেম্বর : সিলিকোসিসে আক্রান্তদের সরকারী নীতি অনুসারে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও চিকিৎসার জন্য জেলাভিত্তিক সিলিকোসিস ডায়াগনোসিস বোর্ডের পুনর্গঠনের নির্দেশিকা জারি করেছে শ্রম দপ্তর। ৬ সদস্যর বোর্ডের চেয়ারপার্সনের দায়িত্বে থাকবেন জেলা শাসকরা। আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জয়েন্ট লেবার কমিশনার অথবা ডেপুটি লেবার কমিশনারদের। এর বাইরে কমিটিতে রাখা হয়েছে একজন বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ বা জেনারেল ফিজিশিয়ান কিংবা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কোনও প্রতিনিধিকে। এছাড়াও একজন রেডিওলজিস্ট বা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রতিনিধি, ফ্যাক্টরি নির্দেশনালয়ের একজন আধিকারিক ও জেলা যক্ষ্মা আধিকারিকরা (ডিটিও) বোর্ডের সদস্য হিসেবে থাকবেন। কলকাতার ক্ষেত্রে বোর্ডের গঠন কীরকম হবে সেটাও আলাদা করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিলিকোকিস বোর্ডে ডাক্তার, রেডিওলজিস্ট বা ডিটিওদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করার জন্য ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলাগুলির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

সিলিকোসিস বোর্ডের কাজের মধ্যে অন্যতম, কেউ ওই রোগে আক্রান্ত কি না তা নির্ণয় বা ডায়াগনোসিস করা। রোগীদের জন্য পরিচয়পত্র দেওয়ার সুপারিশ, সরকারি সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেওয়া, রোগটি আটকাতে বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের মনিটরিং-এর দায়িত্বও ওই বোর্ডের হাতে।

সিলিকোসিস মূলত যাঁরা পাথর খাদান কিংবা স্টোন ক্র্যাশারের ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন সেই শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। পাথরের মিহি গুঁড়ো দীর্ঘদিন ধরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করলে রোগটি হতে পারে। কাচ কিংবা মার্বেল কাটার সঙ্গে যে শ্রমিকরা জড়িত তাঁরাও আশঙ্কার বাইরে নন। দেখা গিয়েছে কেউ হয়তো সরাসরি পাথর ভাঙা কিংবা যেখান থেকে সিলিকার মিহি গুঁড়ো বের হয় এমন শিল্পের সঙ্গে জড়িত নন তবুও তাঁরা সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়েছেন। এর কারণ হিসেবে দেখা গিয়েছে এলাকার আশপাশে দীর্ঘদিন ধরে উড়তে থাকা পাউডার জাতীয় পাথরের গুঁড়ো অজান্তেই তাঁদের ফুসফুসে প্রবেশ করেছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ শুভদীপ বিশ্বাস বলেন, 'কারও সিলিকোসিস হলে ফাইব্রোসিস তৈরি হয়ে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা হারিয়ে যেতে থাকে। রোগ নির্ণয়, সেইসঙ্গে চিকিৎসা ও কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। সিলিকোসিস রোগীদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আলাদা কল্যাণকর প্রকল্প রয়েছে। অল বেঙ্গল প্যারামেডিক্স অ্যান্ড মেডিকেল টেকনলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'সিলিকোসিস রোগীদের পাশে থাকতে কোর্টের কড়া নির্দেশ রয়েছে। রাজ্য শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে কাজটি ধারাবাহিকভাবেই করা হয়।

যাত্রীর প্রাণরক্ষা আরপিএফ কর্মীর

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২১ সেপ্টেম্বর : রাখে হরি, মারে কে! আরপিএফের প্রতিষ্ঠা দিবসে দুর্ঘটনা থেকে এক যাত্রীকে বাঁচিয়ে কুর্নিশ কুড়োলেন কনস্টেবল সীতারাম যাদব।

বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে চলন্ত ট্রেনে চাপতে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গিয়েছিলেন এক যাত্রী। ট্রেনের নীচে প্রায় ঢুকেই যাচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় আরপিএফের কনস্টেবল সীতারাম ছুটে গিয়ে যাত্রীকে কার্যত টেনে তোলেন। বাঁচিয়ে দেন বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে।

আলিপুরদুয়ার জংশনে আরপিএফের ইনস্পেকটর অরুণকুমার সিং বলেছেন, 'যাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়ে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কর্মীদের দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। সীতারাম যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়ে অসামান্য কাজ করেছেন।'

বুধবার তখন বিকাল পৌনে পাঁচটা। আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল। চার মিনিট সময় আছে দেখে খাবার কিনতে প্ল্যাটফর্মের একটি দোকানে যান বছর উনচল্লিশের হাবিবুর রহমান। খাবার কিনে হাবিবুর দাম মেটাচ্ছিলেন, সেইসময় ট্রেন ছাড়ার হর্ন বেজে ওঠে। ছুটে চলন্ত ট্রেনের পাদানিতে পা দিলেও ভারসাম্য হারান হাবিবুর। সীতারাম অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে সেই ঘটনা দেখে চিৎকার করে চলন্ত ট্রেনে চাপতে বারণ করেন। তা সত্ত্বেও ট্রেনে চড়তে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে যান হাবিবুর। ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মের মাঝে ফাঁকা জায়গায় আরেকটু হলে তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন। তখনই ছুটে এসে ওই যাত্রীকে টেনে তোলেন সীতারাম। সংবিৎ ফিরতেই হাবিবুর বুঝতে পারেন সীতারামের জন্য হয়তো তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেলেও হাবিবুর গুরুতর চোট পাননি।

ফোন করে হাবিবুরের পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানো হয়। শেষপর্যন্ত গাড়িভাড়া করে সড়কপথে অসমের গোয়ালপাড়ার বাড়িতে ফিরে যান হাবিবুর। সীতারামের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সহকর্মী এবং যাত্রীরা। এমন দিনে সীতারাম বলছেন, 'যাত্রী ট্রেনের নীচে পড়েই যাচ্ছিলেন। কিছু ভাবার সময় ছিল না। কারও প্রাণ বাঁচাতে পেরে ভালো লাগছে। যাত্রীদের সবরকমভাবে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।' আগেও আলিপুরদুয়ার স্টেশনে প্রায় একইরকম ঘটনা ঘটেছিল। সেবার অবশ্য সীতারাম পৌঁছানোর আগেই অন্য যাত্রীরা উদ্ধার করেছিলেন।

> "যাত্রী ট্রেনের নীচে পড়েই যাচ্ছিলেন। কিছু ভাবার সময় ছিল না। কারও প্রাণ বাঁচাতে পেরে ভালো লাগছে। যাত্রীদের সবরকমভাবে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।
>
> –সীতারাম যাদব *উদ্ধারকারী*

WEST BENGAL STATE COUNCIL OF TECHNICAL & VOCATIONAL EDUCATION AND SKILL DEVELOPMENT

(A Statutory Body under Government of West Bengal Act XXVI of 2013)
Department of Technical Education, Training & Skill Development,
Government of West Bengal
Karigari Bhavan, 4th & 5th Floor, Plot No. B/7, Action Area-III,
Newtown, Rajarhat, Kolkata -700 160

NOTIFICATION FOR 3RD SPOT COUNSELLING FOR ADMISSION TO POLYTECHNICS

This is to inform to all concerned that the 3RD SPOT COUNSELLINC AND ADMISSION will be held on 22nd September, 2023 and 23rd September, 2023 respectively for fresh candidates as well as merit listed JEXPO/VOCLET, 2023 candidates in the institutes in decentralized manner. The merit listed JEXPO/VOCLET, 2023 candidates will get preference.

The vacant seats will be published in the website sctvesd.wb.gov.in & www.webscte.co.in. For any query, email id helpdesk@webscte.co.in & helpline number 8585077155 may be used.

Chief Administrative Officer
WBSCT&VE&SD

ICA-N510(7)/2023

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. Based on offers from empaneled dealers on Wheels of Trust platform. Highest sales for any 2 Wheeler Corporate Entity in the world for Calendar Year 2022 - Data source: DNA Consult & Advisory's report Assessment of Global Two Wheelers Market (CY22) ~Finance scheme is at the sole discretion of financiers & subject to its respective terms & conditions. Offer is for limited period or till stock lasts. Offers amount & combination of offers may vary for model/variant & states. HIPL stands for High Intensity Position Lamp. *Ex showroom price of Super Splendor in Kolkata.

Authorized Dealers: Kolkata: Hitech Hero Kasba, Ph: 9289922954, Prince Anwar Shah, Ph: 9289922954, Taratala, Ph: 9289922954 Sri Krishna Automotive- Ph: 9289922672, SMSG Hero- 9821696156 ,Diamond Harbour, Diamond Ventures,Ph: 9289924246, Andul: Ridhi Hero, Ph: 9289922669, Salkia, Ph: 9289922669, Barrackpore: Raja Hero, Ph: 9289922821, Barasat: Cynosure Hero, Ph: 9289922432, Chandannagar: Argosy Hero, Ph: 9289923070, Baruipur: Sri Krishna Hero, Ph: 9289922725, Dankuni: Auto Palace Hero, Ph: 9289922397, Howrah: Shibpur: Amit Hero, Ph: 9289922185, Uluberia – Khalisani: J D Hero, Ph: 9289923159, Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Naihati: Naihati Hero, Ph: 9289922798, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, Asansol: Avik Hero, Ph: 9289923194, Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Bankura: Dutta Hero, Ph: 9289922471, Basirhat: Das Hero, Ph: 9289922639, Berachampa (Goyra) Ph:9289922639, Berhampur: Golden Hero, Ph: 9289922938, Burdwan: Rudra Hero, Ph: 9289922186, Contai: C M Hero, Ph: 9289922860, Durgapur: Dutta Hero, Ph: 9289922686, Krishnanagar: G.P. Hero, Ph: 9289922553, Midnapore: Palco Hero, Ph: 9289922402, Purulia: Aswini Hero, Ph: 9289923126, Kharagpur: Amit Hero, Ph: 9289923206, Raghunathgunj: Golden Automart Hero, Ph: 9289922867, Ranaghat: Diamond Hero, Ph: 9289923805 Raniganj: Pradip Hero, Ph: 9289922190, Rupnarayanpur: S. M. Hero, Ph: 9289922508, Rampurhat: Paul Hero, Ph: 9289923079, Suri: International Hero, Ph: 9289922507, Tamluk: Supreme Hero, Ph: 9289922187, Tarakeswar: Super Hero, Ph: 9289922801, Belda: Hi Tech Hero, Ph: 9289923116, Alipurduar: Dutta Hero, Ph: 9289923146., Haldia: Krishnaa Hero, Ph: 9821697401.

WT.5624.2023BEN

নয়া কনভেনার

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে কনভেনারের নাম ঘোষণা করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পীযূষ আগরওয়ালকে দার্জিলিং লোকসভা কনভেনার হিসেবে মনোনীত করার কথা জানিয়েছেন।

বিতর্কিত রিসর্টের জমি জরিপ দাগাপুরে

আজ পানিট্যাঙ্কিতে অভিযান প্রশাসনের

এল নয়া প্রযুক্তি

- প্রথম মহকুমায় 'টোটাল স্টেশন' প্রযুক্তির সাহায্যে জমি জরিপ
- রিসর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব স্থানীয়রা
- জরিপের রিপোর্ট পেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের জন্য এবার মহকুমা পরিষদ সহ পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা দাঁড়িয়ে থেকে দাগাপুরের বিতর্কিত রিসর্টের জমি জরিপ করালেন। শিকল দিয়ে জমি মাপার পাশাপাশি এবারই প্রথম মহকুমায় 'টোটাল স্টেশন' প্রযুক্তির সাহায্যেও এদিন জমি মাপা হয়। এদিন জমি জরিপ করা নিয়ে স্থানীয় লোকজন সেখানে ভিড় করেছিলেন। প্রথম থেকেই তাঁরা রিসর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে সরব হন। ওই রিসর্টের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার দাবি করতে থাকেন তাঁরা। যার ফলে সেখানে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। প্রশাসনিক আধিকারিকরা জনতাকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। মহকুমা পরিষদের ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেছেন, 'এদিন পুরোনো পদ্ধতির পাশাপাশি মেশিনের সাহায্যেও ওই জমি মাপা হয়েছে। শুক্রবার খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কির জমিও মাপা হবে। এর পরেই দুই জায়গার জমি জরিপের রিপোর্ট পেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দাগাপুরে একটি রিসর্টের বিরুদ্ধে পঞ্চনই নদীর চর এবং খাসজমি দখল করে নতুন করে বহুতল নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেই জেলা শাসকের নির্দেশে মাটিগাড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ওই জমি জরিপ করে। কিন্তু ব্লক আধিকারিকের দেওয়া রিপোর্টে প্রথমে ওই জমি পুরোটাই রিসর্ট কর্তৃপক্ষের বলে দেখানো হয়। কিন্তু ওই রিপোর্টের বিরোধিতা করেছিলেন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশান্ত ঘোষ সহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষ এবং স্থানীয় বাসিন্দারাও। মহকুমা পরিষদে নতুন বোর্ড আসার পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবিমতোই সভাধিপতি অরুণ ঘোষের নির্দেশে পুনরায় ওই জমি জরিপ করানো হয়। সেখানেই প্রথমে জমিটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষের বলে দাবি করে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। কিন্তু সেই রিপোর্ট সঠিক নয় বলে স্থানীয়রা আন্দোলনের হুমকি দেওয়ায় পরবর্তীতে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক জানান যে, ওই রিসর্ট দুই ডেসিমাল সরকারি জমি দখল করেছে। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হননি স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, ওই জায়গায় দীর্ঘদিন আগে একটি ইটভাটা ছিল। ওই রিসর্টের পুরো জমিই সরকারি খাস হিসাবে রয়েছে। এর পরেই ব্লক ভূমি দপ্তরের উপরে ভরসা না রেখে মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে চিঠি দিয়ে জমি জরিপের জন্য কর্মী চেয়েছিলেন মাটিগাড়ার বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস। সেই মতোই এদিন দুপুরে জমি জরিপের কাজ শুরু হয়। মহকুমা পরিষদের ভূমি কর্মাধ্যক্ষ ছাড়াও অন্য কর্মাধ্যক্ষ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশান্ত ঘোষ, রিসর্টের প্রতিনিধি সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই বলেছেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করছি। এই জমি কোনওভাবেই ব্যক্তিগত মালিকানার হতে পারে না। নদী সংলগ্ন এই জমিটি সরকারি খাস হিসাবে রয়েছে। এদিনই আমরা ওই জমিতে তৈরি অবৈধ নির্মাণ ভাঙার দাবি করেছিলাম। কিন্তু প্রশাসন আমাদের সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। আমরা কয়েকদিন অপেক্ষা করব। কাজ না হলে আবার আন্দোলন হবে।'

অন্যদিকে, খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কির বিতর্কিত মার্কেটের জমিও শুক্রবার একই পদ্ধতিতে মাপা হবে। সেখানেও সরকারের কাছ থেকে ৭.৯২ একর জমি লিজ নিয়ে বাড়তি অন্তত ১৪-১৫ বিঘা দখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দুটি জমি জরিপের রিপোর্টই দু'তিনদিনের মধ্যে হাতে চলে আসবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

জমি জরিপের সময় ভিড় স্থানীয়দের। বৃহস্পতিবার দাগাপুরে।

বৃহস্পতিবার রাতে মাটিগাড়ার ফাঁসিদেওয়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের পাশে কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুতকারী দোকানে আগুন লাগে। কাঠের তৈরি প্রচুর আসবাবপত্র এবং রং সহ অন্যান্য রাসায়নিক থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। আশপাশে প্রচুর বাড়ি থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। সেই অবস্থায় দমকলের আরও দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এক ব্যক্তি ভাড়ায় দোকানটি চালাচ্ছিলেন। সম্ভবত শর্টসার্কিট থেকেই আগুন ছড়িয়েছে বলে অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের প্রাথমিক অনুমান। ছবি : নিবেদিতা দাস

জিটিএ-কে জেলা পরিষদের মর্যাদা

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : রাজ্য সরকারের দাবি মেনে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-কে জেলা পরিষদের মর্যাদা দিল কেন্দ্র। দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে জেলা পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত জিটিএ-ই এই কাজ করবে। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজমন্ত্রকের তরফে বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে পাহাড়ের জন্য বকেয়া ৮২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকাও মিটিয়ে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

গোটা দেশেই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। মূলত জেলা পরিষদকে সামনে রেখেই পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে আর্থিক বরাদ্দ দেয় কেন্দ্র। কিন্তু দার্জিলিং এবং কালিম্পং পার্বত্য এলাকা নিয়ে তৈরি জিটিএ-তে দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে। ২৩ বছর পর সম্প্রতি পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোটের মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন হয়েছে। কিন্তু পাহাড়ে জেলা পরিষদ না থাকায় কীভাবে পঞ্চায়েতের বরাদ্দ দেওয়া হবে তা নিয়ে প্রথম থেকেই চর্চা চলছিল। শাসকপক্ষ রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে জিটিএ-কেই জেলা পরিষদের মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। রাজ্য সেই দাবি কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

কেন্দ্র দাবি মেনে নেওয়ায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। তিনি বলেছেন, 'আমরা প্রথম থেকেই এই দাবি জানিয়ে আসছি। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি মেনে নিয়েছে। ষষ্ঠ তফশিল এলাকার জন্য যেভাবে পঞ্চায়েতিরাজ পরিচালিত হয়, সেভাবেই জিটিএ এলাকার জন্যও ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্র।' তাঁর দাবি, ভারত সরকার জিটিএ-কে মান্যতা দিয়েছে এবং বকেয়া সমস্ত অর্থ বরাদ্দ করে দিয়েছে। এটা পাহাড়বাসীর জয়। আমরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে পাহাড়ের উন্নয়নের কাজ দ্রুত শুরু করতে চাই।'

আজ কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন, চাপে জনপ্রতিনিধিরা

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন। ২৬ এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ব্লকের ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতি ও উপসমিতি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এনিয়ে জনপ্রতিনিধিরা বর্তমানে বেশ চাপে রয়েছেন।

এনিয়ে শাসক শিবিরে বেশ চিন্তা বাড়ছে। দলের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি এনিয়ে অনেকের কাছে দরবার করা শুরু করেছেন। দলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এতে অন্যায়ের কিছু দেখছেন না। তাঁর কথায়, 'সবারই দায়িত্ব পাওয়ার ইচ্ছা থাকতে পারে। পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন পদ গঠনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের রিপোর্ট আইপ্যাককে পাঠিয়েছি। তাদের সিদ্ধান্তই আমাদের সকলকে মেনে নিতে হবে। পঞ্চায়েতগুলিতে স্থায়ী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে অঞ্চল নেতাদের বড় ভূমিকা থাকবে। তারা শাখা সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন পদে নামের সুপারিশ করবে।'

দলের ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি রবিউল করিম বলেন, 'সহমতের ভিত্তিতেই আমরা নামের তালিকা পেশ করছি। এখানে কাছের-দূরের নেতা বলে কিছু নেই। যোগ্যতার ভিত্তিতেই দায়িত্ব বণ্টন হবে।' বিভিন্ন সূত্রে খবর, এলাকায় প্রভাব রাখতে হলে বিভিন্ন পদে থাকাটা জরুরি বলেই অনেকে মনে করেন। সেক্ষেত্রে তালিকায় নাম রাখার জন্য বেশিরভাগ নির্বাচিত প্রতিনিধিই বহুদিন ধরে ওপরতলার নেতাদের কাছে দৌড়ঝাঁপ করছেন। দলীয় সূত্রে অবশ্য খবর, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা সহ একাধিক বিষয়কে সামনে রেখেই পদাধিকারীদের বেছে নেওয়া হবে।

বাস বন্ধের দাবি

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ে সরকারি বাস চলাচলের বিরুদ্ধে সরব হল গোর্খা একতা চালক সংঘ।

বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের জিডিএনএস হলে সংগঠনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আসন্ন পুজো মরশুমের পর্যটন ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের সদস্যরা। ওই সভায় গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) পর্যটন এবং পরিবহণ বিভাগের ভূমিকার সমালোচনা করেন বক্তারা। তাঁদের অভিযোগ, দার্জিলিংয়ের রাস্তায় যেভাবে নিত্য যানজট হচ্ছে তাতে পর্যটকরা এখানে এসে হয়রানির শিকার হন। অথচ জিটিএর এই নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা নেই। পাহাড়ের শুধুমাত্র দার্জিলিং রুটে এনবিএসটিসির ২২টি বাস চলছে। এই বাসগুলিই আরও যানজটের সৃষ্টি করছে। অবিলম্বে ওই বাসগুলি বন্ধ করার দাবি তুলেছেন সংগঠনের কর্তারা।

জনপ্রিয় বন্দে ভারত, দাবি

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ির মতো নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি রুটেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। রেলের দেওয়া তথ্য অনুসারে, সূচনার দিন থেকে গত ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গুয়াহাটিগামী বন্দে ভারতে গড়ে ৯৬.৯৩ শতাংশ যাত্রী হয়েছে এবং নিউ জলপাইগুড়িগামী ট্রেনটিতে যাত্রী হয়েছে ৯৩ শতাংশ। ফলে ট্রেনটি থেকে রেলের যথেষ্ট আয় হয়েছে বলে তথ্যে প্রমাণ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, 'ট্রেনটি শুধু দুটি রাজ্যের মধ্যে রেলপথে সম্পর্ক স্থাপনই করেনি, পর্যটন ও বাণিজ্যিক প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।'

ভেনাস মোড়ে গাছ ভেঙে রাস্তায়। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

বিভ্রান্তি কাটাতে প্রাথমিক সংসদের ওয়েবসাইট চালু

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : ছুটির আবেদন করার পর অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা বুঝতে পারেন না তাঁদের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে, নাকি বাতিল হয়েছে। পিএফ এবং গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত নথি ঠিকমতো রয়েছে কি না, সেটাও প্রয়োজনমতো তাঁরা জানতে পারেন না। আবার সংসদের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য সঠিক সময় পৌঁছায় না স্কুলগুলিতে। যা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবার প্রযুক্তি ব্যবহারে জোর দিল শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। সংসদের তরফে ২৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে চালু করা হচ্ছে ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইটি চালু করবেন মেয়র গৌতম দেব। সংসদ চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় বলেন, 'প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টা বিদ্যাসাগরের জন্মদিনটি এই ক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয়েছে ওয়েবসাইটটি চালু করার জন্য। ওয়েবসাইটি চালু হওয়ার পর শিক্ষকদের অনেক সময় সাশ্রয় হবে বলে আমরা বিশ্বাসী।'

কার কত ছুটি পাওনা আছে, কোনও কাজের ক্ষেত্রে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) পাওয়া গেল কি না, তা জানতে এখন থেকে আর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ বা এসআইদের কার্যালয়ে ছুটতে হবে না প্রাথমিক স্কুলগুলির শিক্ষিকদের। শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ নিজস্ব ওয়েবসাইট চালুর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই মুশকিল আসান হয়ে উঠবে বলে সংসদ কর্তার দাবি। কিন্তু কীভাবে? সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যেক শিক্ষকের নিজস্ব আইডি নম্বর রয়েছে। ওই নম্বর ব্যবহার করে শিক্ষক ওয়েবসাইটে ঢুকে সংশ্লিষ্ট এসআইয়ের কাছে তাঁর ছুটির আবেদন করতে পারবেন। একইসঙ্গে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তিনি জেনে নিতে পারবেন ছুটি অনুমোদন না বাতিল হয়েছে। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা অবসরের পর সমস্যায় পড়েন গ্র্যাচুইটির টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে। এই সমস্যা দেখা দেয় নথি ঠিক না থাকায়। সংসদের এক আধিকারিক বলেন, 'ওয়েবসাইট চালু হলে যে কোনও শিক্ষকই কর্মজীবনেই সমস্ত নথি ঠিক রয়েছে কি না তা যাচাই করে নিতে পারবেন। ফলে অবসরের পর আর তাঁকে সমস্যায় পড়তে হবে না।'

প্রত্যেকটি স্কুল তাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি ওয়েবসাইটটিতে আপলোড করতে পারবে বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে স্কুলগুলির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হবে এবং শিক্ষার মান বাড়বে বলে আশাবাদী সংসদ কর্তারা। একইসঙ্গে তাঁরা মনে করছেন, সংসদের থেকে জারি করা বিভিন্ন নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে আপলোড করায় তা সহজেই জানতে পারবে স্কুলগুলি। ফলে কোনওরকম বিভ্রান্তি আর দেখা দেবে না।

> **ওয়েবসাইট চালু হলে কর্মজীবনেই সমস্ত নথি ঠিক রয়েছে কিনা যাচাই করে নিতে পারবেন। অবসরের পর আর তাঁকে সমস্যায় পড়তে হবে না।**
>
> —সংসদের আধিকারিক

বিদ্যুৎ সংস্থার দপ্তরে বিক্ষোভ সমিতির সদস্যদের

খড়িবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : বিদ্যুতের লাগামছাড়া মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ সহ অন্যান্য দাবিতে খড়িবাড়ি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা। পরে দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজারকে দাবিপত্র দেওয়া হয়।

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির খড়িবাড়ি ব্লক শাখার তিন শতাধিক সদস্য এদিন খড়িবাড়ি বাজারে বিক্ষোভ মিছিল করার পর দুপুরে বণ্টন কোম্পানির অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান সমিতির সদস্যরা। সম্প্রতি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ফিক্সড চার্জ দ্বিগুণ এবং মিনিমাম চার্জ তিনগুণ করা হয়েছে। এছাড়া বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ কাটা ও জোড়ার জন্য ১০০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় সংগঠনটি। এছাড়া নয়া বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী স্মার্ট প্রিপেড মিটার চালু, ক্রস সাবসিডি তুলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানান সমিতির সদস্যরা। পরে স্টেশন ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দত্তকে দাবিপত্র দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রণব সরকার, জেলা সহ সভাপতি শ্যামল সিনহা প্রমুখ।

প্রণব বলেন, 'বর্ধিত ফিক্সড ও মিনিমাম চার্জ রাজ্য সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে বিনামূল্যে এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের জন্য ৫০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল মকুব করতে হবে।'

এছাড়াও খড়িবাড়ি এলাকায় লোডশেডিং ও লো ভোল্টেজের সমস্যা আছে বলে গ্রাহকদের অভিযোগ। পাশাপাশি প্রস্তাবিত স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানোর বিরোধিতায় সরব হয়েছে গ্রাহক সমিতি। স্টেশন ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, 'সমিতির দাবিপত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।'

আবর্জনা নিয়ে বাজার কমিটি, ব্যবসায়ীদের চাপানউতোর

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : ডেঙ্গি সচেতনতায় প্রচারে নেমে সাউথ কলোনি বাজার এলাকার অব্যবস্থা দেখে ক্ষোভ উগরে দিল ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। উপপ্রধান আনন্দ সিনহা ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মৌ করের সামনে এদিন অনেক ব্যবসায়ী বাজার কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সাউথ কলোনি বাজারে যেখানে সেখানে আবর্জনা দীর্ঘদিন ধরে জমে রয়েছে। সচেতনতা প্রচারে বের হয়ে যা দেখে ব্যবসায়ীদের সমালোচনা করেন আনন্দবাবু।

যদিও বাজার কমিটির ঘাড়েই দোষ চাপান বহু ব্যবসায়ী। তাঁদের বক্তব্য, 'বাজারে কারও কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। কমিটিও ভালোমন্দ দেখার বিষয়ে উদাসীন। দীর্ঘ প্রায় আট বছর আগে শেষবার বাজার কমিটি তৈরি হয়েছিল। বন্ধ হয়ে রয়েছে নির্বাচন প্রক্রিয়া।' তবে কমিটি সঠিক পদক্ষেপ করলে ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা করবে বলে সত্য সাহা, অমিত পাল, সুভাষ সাহা সহ অনেকেই জানান।

এবিষয়ে উপপ্রধান বলেন, 'বাজার এলাকায় বেশ কিছু সমস্যা দেখলাম। শুনলাম অনেকের কথা। ওঁদের সভা ডেকে সমস্যা মেটানোর ব্যবস্থা করতে বলেছি। প্রয়োজনে আমরা সহযোগিতা করব।'

প্রায় একই কথা বলতে শোনা যায় পঞ্চায়েত সদস্যা মৌ করকে। যদিও অভিযোগ মানতে চাননি বাজার কমিটির সম্পাদক রাজীব মণ্ডল।

এদিন ঘটনাস্থলেই তিনি বলেন, 'এর আগে প্রতিদিন দুই টাকা করে ব্যবসায়ীদের থেকে নেওয়া হত। সেটাও অনেকে দিতে চায় না। আবর্জনা সাফাই সহ বাজারের বেশ কিছু কাজ করতে হয়। টাকা সংগ্রহ না হলে সেসব হবে কী করে? এছাড়া, স্থানীয় শ্রীবাস কলোনির বেশ কিছু বাসিন্দা বাজার এলাকায় আবর্জনা ফেলে যায়।'

এদিন সবজি বাজার, মাছ বাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত জায়গায় আবর্জনা জমছে। বাজার এলাকায় রয়েছে পাঁচকোলগুড়ি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র। ওই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সামনে আবর্জনা ফেলে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এদিন স্কুলের দেওয়ালের সামনেই আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

করিমুলের সঙ্গে কর্ণধারের তর্জা

জলপাইগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : অবৈধ নার্সিং প্রশিক্ষণ সংস্থার সঙ্গে নাম জড়াতেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন করিমুল হক। বৃহস্পতিবার তিনি ওই সংস্থার মালিক শান্তনু শর্মার বিরুদ্ধে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং কোতোয়ালি থানার আইসির কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, এই সংস্থার যে বৈধতা নেই আগে জানতেন না। শান্তনুর কথায় বিশ্বাস করে নিজের বাড়িতে এই নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার খোলার অনুমতি দিয়েছিলেন। শান্তনুর পালটা অভিযোগ, করিমুল হকের বাড়ির সেন্টার থেকে পড়ুয়া প্রতি যে আয় হত অর্ধেক তাঁর ছেলে নিতেন। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার বলেন, 'করিমুল অভিযোগ জানিয়ে গিয়েছেন। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।'

এদিন জলপাইগুড়িতে এসে করিমুল হক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'যখন সেন্টারটি আমার মানব সেবাসদনের দোতলায় চালু হয়, সেই সময় আমি ওঁর নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের অনুমোদনের কী প্রমাণ রয়েছে তা দেখানোর কথা বলি। তিনি সব সময় মুখে বিষয়টি বলতেন, কিন্তু আমাকে কোনও কাগজ দেখাননি। আমি চেয়েছিলাম যাতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা এই নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রশিক্ষিত হয়ে স্বাবলম্বী হয়। কিন্তু সেন্টারের যে বৈধতা নেই তা আমার জানা ছিল না। এখন দেখছি আমিও ওঁর কথা বিশ্বাস করে প্রতারণার শিকার হয়ে গেলাম। শান্তনুর জন্য আজ আমার সম্মান নষ্ট হল। যে কারণে আজ আমি বাধ্য হলাম বিষয়টি পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে এনে শান্তনু শর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে।'

করিমুলের এই অভিযোগ মানতে নারাজ শান্তনু। তিনি বলেন, 'সব কিছু জেনেই ওঁর বাড়িতে সেন্টার খুলতে রাজি হয়েছেন। তিনি যদি আজ বলে থাকেন লেখাপড়া বেশি জানেন না তাহলে সেন্টার শুরু করার আগে কারও মাধ্যমে কেন বিস্তারিত খোঁজখবর নেননি। আর ওঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে আমি ওখানে সেন্টার খুলেছি। ছাত্রছাত্রীদের থেকে কোর্স ফি বাবদ যে টাকা নেওয়া হত তার অর্ধেক করিমুল হকের ছেলে রেখে বাকি টাকা আমাদের পাঠাতেন।'

জলপাইগুড়ি শহরের পান্ডাপাড়া এলাকায় গত আট বছর ধরে এই বেসরকারি সংস্থা নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের প্রাক্তন ছাত্রীদের একটি ভিডিও ভাইরাল হতেই সংস্থার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সংস্থার মালিককে স্বাস্থ্য দপ্তরে ডেকে পাঠিয়ে সেন্টার বন্ধ রাখার মুচলেকা নেওয়া হয়।

সংস্থার অপর একটি সেন্টার গত কয়েক মাস ধরে চলছিল ক্রান্তি ব্লকের বাসিন্দা করিমুল হকের বাড়িতে। পান্ডাপাড়ার অবৈধ সংস্থা বন্ধের খবর জানাজানি হতেই তিনি নিজের বাড়িতে থাকা সেন্টারটির বোর্ড খুলে ফেলেন। তবে, তিনি যে শুধু নিজের বাড়িতে সেন্টার খোলার অনুমতি দিয়েছিলেন, এমনটা নয়। নার্সিং ট্রেনিং সংস্থার হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুণগান গেয়েছেন। সংস্থাটি করিমুলকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর বানিয়েছিল। যদিও করিমুলের দাবি, সবই নাকি হয়েছে তাঁর অজান্তে।

আইসি অর্ঘ্য সরকার বলেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তর যদি অভিযোগ করে সেক্ষেত্রে মামলা রুজু করা হবে।'

পদযাত্রা ও সভা

খড়িবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার পদযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। খড়িবাড়ি বিডিও অফিস থেকে সংগঠনের পিস ক্লাবের সদস্যরা পদযাত্রা শুরু করে খড়িবাড়ি বাজার ঘোরেন। পরে বিডিও অফিস ক্যাম্পাসের বিদ্যাসাগর মঞ্চে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচনা সভা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ। ছিলেন প্রকল্প অধিকর্তা তরুণকুমার মাইতি প্রমুখ।

মাটি সংগ্রহ

খড়িবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : বিজেপির রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে পালিত হল 'আমার মাটি আমার দেশ' কর্মসূচি। এদিন ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি রাম মন্দির থেকে মাটি সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু করা হয়। এরপর এলাকার বিভিন্ন মন্দির থেকে মাটি সংগ্রহ করে একটি কলসে রাখা হয়। সংগৃহীত মাটি অমৃত কলসে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে । এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডল সভাপতি ভোলানাথ সিদ্ধা প্রমুখ।

চোপড়ায় জাতীয় সড়কে বালি, পাথর ভরছে ট্রাফিক পুলিশ

মনজুর আলম

চোপড়া, ২১ সেপ্টেম্বর : চোপড়ায় জাতীয় সড়কের গর্ত যেন মৃত্যুফাঁদ হয়ে ছিল। সদর চোপড়া থেকে সোনাপুর পর্যন্ত একাধিক জায়গায় রাস্তাজুড়ে গর্ত থাকায় দুর্ঘটনা লেগেই থাকত।

বৃহস্পতিবার চোপড়া ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে ফের সদর এলাকায় সড়কের বড় গর্তগুলি বালি, পাথর দিয়ে ভরাট করা হল। সম্প্রতি একটি লরি গর্তে আটকে যাওয়ায় পেছন থেকে ধাক্কা মারে অন্য একটি লরি। গুরুতর জখম হয়েছিলেন চালক ও খালাসি। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ না নেওয়ায় পদক্ষেপ করল পুলিশ। চোপড়া ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, বিপদ এড়াতে মাঝেমধ্যেই গর্ত ভরাট করতে হচ্ছে। রাতদিন যেভাবে হাজার হাজার গাড়ি চলে, গর্ত থাকলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সবসময় সতর্ক থাকতে হচ্ছে। চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'কয়েক মাসে তিনবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যার বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। মাঝে একবার শুধু গর্ত বোজানোর কাজ হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় পিচ, পাথর উঠে বড় গর্ত হওয়ায় চিন্তা বাড়ছে।'

সদর চোপড়ার ওভারব্রিজ থেকে সুভাষনগর এলাকা পর্যন্ত ফোর লেনের দু'পাশেই পিচ উঠে গর্ত হয়েছে। চোপড়া বাসস্টপেজ, সুভাষনগর, কালাগছ সহ একাধিক জায়গাজুড়ে গর্ত থাকায় সমস্যা বাড়ছে যাত্রীদের। মাঝেমধ্যে যন্ত্রাংশ ভেঙে যাওয়ায় গাড়ি পড়ে থাকছে রাস্তায়। চোপড়া থানার আইসি সঞ্জয় দাস বলেন, 'জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার জন্যই দুর্ঘটনা বাড়ছে।'

স্থানীয়দের কথায়, বৃষ্টি হলেই চোপড়া থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সড়কের সমস্যা সামনে আসতে শুরু করে। অন্যদিকে, সার্ভিস রোডের বেহাল দশা ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে চোপড়া ও কালাগছে। জাতীয় সড়কের ওই দুই জায়গায় ওভারব্রিজের নীচের সার্ভিস রোড ঠিক করতে উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ উঠছে। ব্লক প্রশাসন সংস্কারের ব্যাপারে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার চিঠি দিলেও কাজ হয়নি। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায় এড়িয়ে যাচ্ছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত। ভুগছেন সেই সাধারণ মানুষ।

চোপড়ায় জাতীয় সড়কের গর্ত ভরাট করছে ট্রাফিক পুলিশ। বৃহস্পতিবার।

ভাঙল রাধাচূড়া

খড়িবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : খড়িবাড়ি বিডিও অফিসের সামনে খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কে ভেঙে পড়ল রাধাচূড়া গাছ। বৃহস্পতিবার সকালে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন পথচলতি মানুষ। যান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় ভালুকগাড়া বাইপাস দিয়ে গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। খড়িবাড়ি বিডিও অফিসে বহু পুরোনো ওই গাছটির ভিতরে পচন ধরেছিল। এদিন সকাল থেকেই মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছিল। সকাল ১১টা নাগাদ হঠাৎ গাছটি ভেঙে পড়ে। গাছের নীচে কয়েকজন যুবক থাকলেও তাঁদের কোনও ক্ষতি হয়নি। খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ জানান, স্থানীয় মানুষ ও ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাস্তা যাতায়াতের উপযুক্ত করে দেওয়া হয়।

দোকানে চুরি

চোপড়া থানার খাটাখোয়া এলাকায় মুদির দোকানে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি হয়। বুধবার রাতে শাটার ভেঙে দুষ্কৃতীরা দোকানঘর থেকে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নিয়ে পালায়।

দল বেঁধে আশ্রয়ের খোঁজে। ময়নাগুড়িতে বৃহস্পতিবার অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

চিতাবাঘের ভয়ে গৃহবন্দি বাসিন্দারা

ভেলকুজোতে বাছুরের আধখাওয়া দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া ও বাগডোগরা, ২১ সেপ্টেম্বর : চিতাবাঘের আতঙ্ক বাড়ছে ফাঁসিদেওয়ার মুন্সিবাড়ি সংলগ্ন ভেলকুজোতে। বৃহস্পতিবার উদ্ধার হল বাছুরের আধখাওয়া মৃতদেহ। সেই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সন্ধে থেকেই বাসিন্দারা নিজেদের কার্যত গৃহবন্দি করে রেখেছেন। এদিন চা বাগানের মাঝে দুটি শাবককে নিয়ে মা চিতাবাঘকে বাছুর শিকার করতে দেখেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয়রা দল বেঁধে তাড়া করলে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। তবে, বিকেলে ওই গ্রামের আরও দুটি ছাগলকে ঘায়েল করেছে চিতাবাঘ।

পাশের গ্রামে চিতাবাঘ বেরোনোয় আতঙ্কিত হাঁসখোয়া চা বাগানের মানুষ। চিতাবাঘ বেরোনোর খবর পেয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে হাজির হন তাঁরা। খবর দেওয়া হলে বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা গ্রামে পৌঁছান। চা বাগানে শব্দবাজি পোড়ানো হয়। তবে, চিতাবাঘটি বনকর্মীরা দেখতে পাননি। চা বাগানের সিকিউরিটি ইনচার্জ মহম্মদ জালালুদ্দিনের কথায়, '২ নম্বর সেকশনে এদিন তিনি চিতাবাঘ দেখেছেন।'

১৪ সেপ্টেম্বর তারবান্ধার কাছে ভোলাজোতে চিতাবাঘ প্রাণে মারে একটি বাছুরকে। ১৯ তারিখ

> বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। টহলদারি চলছে। খাঁচা বসানোর বিষয়ে স্থানীয়দের দাবি মেনে উপরমহলে জানানো হচ্ছে।
>
> –সোনম ভুটিয়া, *রেঞ্জ অফিসার*

নয়নজোতে একটি বাছুর ঘায়েল হয় চিতাবাঘের হানায়। ফের নয়নজোতের পাশের গ্রামে বৃহস্পতিবার দিনভর দাপিয়ে বেড়িয়েছে চিতাবাঘ। এখন হাঁসখোয়া চা বাগানের বালাসন ডিভিশনের শ্রমিকরা কাজে যেতে ভয় পাচ্ছেন। গ্রামবাসীরা সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছেন।

এসব এলাকায় একাধিক স্কুলও রয়েছে। সন্তানদের স্কুলে পাঠানো নিয়েও তাঁরা দুশ্চিতায় বলে দাবি করেছেন। বন দপ্তর সূত্রের খবর, তারবান্ধা সংলগ্ন প্রতিটি গ্রামে ভোরে এবং রাতে টহল দেওয়ার পাশাপাশি সারাদিনই বনকর্মীরা নজর রাখছেন। স্থানীয়দের দাবি, পাঁচটির বেশি চিতাবাঘ রয়েছে। স্থানীয় মহম্মদ জালালুদ্দিন, স্বদেশ সিংহরা বন দপ্তরের কাছে খাঁচা পাতার দাবি জানিয়েছেন।

প্রায় প্রতিদিনই চিতাবাঘের হানার ঘটনায় চিন্তিত বন দপ্তরের আধিকারিকরাও। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়ার মন্তব্য, 'বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। টহলদারি চলছে। খাঁচা বসানোর বিষয়ে স্থানীয়দের দাবি মেনে উপরমহলে জানানো হচ্ছে।'

নিপা নিয়ে সতর্ক স্বাস্থ্য দপ্তর

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : শুধু এরাজ্যই নয়, দেশের মধ্যে নিপা ভাইরাস নিয়ে আলোচনায় শিলিগুড়ির নাম সামনের সারিতে রয়েছে। কারণ ২০০১ সালে এখানে অজানা জ্বরে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। কয়েক বছর পরে জানা যায়, নিপা ভাইরাসের সংক্রমণেই এই মৃত্যু হয়েছে। এত বছর পরে নতুন করে নিপা ভাইরাস নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। বিদেশের গণ্ডি পেরিয়ে দেশেও নতুন করে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। কলকাতায় বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালেও সন্দেহজনক একজন পরিযায়ী শ্রমিককে ভর্তি রেখে চিকিৎসা চলছে। এই পরিস্থিতিতে সতর্ক শিলিগুড়িও। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রোগীদের মধ্যে সামান্যতম উপসর্গ থাকলেও রক্ত পরীক্ষা সহ অন্যান্য নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবিষয়ে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ সরকার বলেন, 'উত্তরবঙ্গে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণের কোনও খবর নেই। কিছুদিন আগে পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (এনআইভি) থেকে প্রতিনিধি দল এসে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সমীক্ষা চালিয়ে কিছু নমুনাও সংগ্রহ করেছিল।'

কর্মসূচি

খড়িবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : বিজেপির রানিগঞ্জ–বিন্নাবাড়ি মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে পালিত হল 'আমার মাটি, আমার দেশ' কর্মসূচি। পানিট্যাঙ্কি রাম মন্দির থেকে মাটি সংগ্রহ শুরু হয়। এছাড়াও বিভিন্ন মন্দির থেকে মাটি নিয়ে একটি কলসে রাখা হয়। সংগৃহীত মাটি দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে। কর্মসূচিতে ছিলেন রানিগঞ্জ–বিন্নাবাড়ি মণ্ডল সভাপতি ভোলানাথ সিদ্ধা, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার এসটি মোর্চার সভাপতি অজয় ওরাওঁ, যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রাকেশ সিংহ প্রমুখ।

শান্তি বৈঠক

চোপড়া, ২১ সেপ্টেম্বর : মিলাদ–উন–নবি উপলক্ষ্যে চোপড়ায় পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এদিন চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অন্যদের মধ্যে বিডিও সমীর মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তারির উচ্চশিক্ষায় যোগ্যতামান শূন্য করায় প্রশ্ন

ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : ডাক্তারিতে উচ্চশিক্ষার যোগ্যতামান 'শূন্য' করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে চিকিৎসক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবিতে সরব হয়েছেন চিকিৎসকদের অনেকেই। তাঁদের অভিযোগ, এভাবে চিকিৎসার মান তলানিতে ঠেকবে। যার পরিণাম আগামী ১০–১২ বছর পরে বুঝবে গোটা দেশ। চিকিৎসকদের অপরপক্ষের যুক্তি, অনেক বিভাগেই শিক্ষক, চিকিৎসক পাওয়া যায় না। কেন্দ্রের নয়া নির্দেশিকায় অনেক ছেলেমেয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। এর ফলে বিভাগগুলি চালাতে চিকিৎসক যেমন পাওয়া যাবে, তেমনই আগামীতে শিক্ষকেরও অভাব হবে না। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের সম্পাদক ডাঃ কৌশিক চাকির বক্তব্য, 'দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত। সমস্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকেই ধীরে ধীরে কর্পোরেট সেক্টরের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এর পরে আর মেধার ভিত্তিতে কেউ ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাবে না। লক্ষ লক্ষ টাকায় বড়লোকদের ছেলেমেয়েরাই ডাক্তারি পড়বে। আর কোন স্তরের ডাক্তার তৈরি হবে সেটা তো ভবিষ্যৎই বলবে।'

ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (নিট)–এর ফলাফলের ভিত্তিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার সুযোগ পান এমবিবিএস পাশ করা চিকিৎসকরা। মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগে এমডি, এমএস করার সুযোগ আসে। মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটির (এমসিসি) সিদ্ধান্তমতো এতদিন সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলে তবেই চিকিৎসকরা আবেদন করতে পারতেন। কিন্তু তার ফলে বেসরকারি কলেজগুলির পাশপাশি সরকারি কলেজেও অনেক আসন ফাঁকাই থাকছে। বিশেষ করে সরাসরি চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন বিভাগগুলিতে চিকিৎসক পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর মধ্যে অন্যতম অ্যানাটমি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি এবং কিছু ক্ষেত্রে প্যাথলজিতেও অধ্যাপক, চিকিৎসক পেতে সমস্যা হয়। তবে, মেডিসিন, রেডিওলজি, চেস্ট মেডিসিন, প্রসূতি, ইএনটির মতো বিভাগগুলিতে পড়ার আগ্রহ রয়েছে। তবে, সরকারের একটি সূত্রের দাবি, অ্যানাটমি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজির মতো বিভাগগুলিতে সরকারি নিয়োগও কম থাকায় পড়ুয়াদের মধ্যে আগ্রহ কম। এই অবস্থায় অনেক সরকারি মেডিকেল কলেজেও পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের আসন পুরোপুরি ভরানো সম্ভব হচ্ছিল না।

বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক স্বাস্থ্য শিক্ষার নীতিতে নতুন নীতি ঘোষণা করেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে এমসিসিকে পাঠানো এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নিট পিজিতে এখন থেকে 'শূন্য' পেলেও কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিতে পারবেন পড়ুয়ারা।

> সমস্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকেই ধীরে ধীরে কর্পোরেট সেক্টরের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এর পরে আর মেধার ভিত্তিতে কেউ ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাবে না। লক্ষ লক্ষ টাকায় বড়লোকদের ছেলেমেয়েরাই ডাক্তারি পড়বে।
>
> –ডাঃ কৌশিক চাকি, *সম্পাদক, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম*

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খানের দাবি, 'এটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত। একজন ছাত্র যখন এমবিবিএস পাশ করছেন তাঁর মেধা খারাপ হওয়ার কথা নয়। পাশাপাশি এই নির্দেশিকায় কোথাও এমন বলা হয়নি যে যাঁরা শূন্য পাবেন তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন। যাঁদের নম্বর বেশি তাঁরাই আগে সুযোগ পাবেন, পছন্দের বিষয় বেছে নিতে পারবেন। কিন্তু বাকিদেরও সুযোগ দেওয়ায় এবার সরকারি, বেসরকারি কলেজগুলি থেকে নতুন নতুন চিকিৎসক পাওয়া যাবে। আগামীদিনের শিক্ষক–চিকিৎসক পাওয়া যাবে।'

মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত এবং ইউরোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্ত এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। সন্দীপ বলেছেন, 'এই সিদ্ধান্তে মেধার সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। কেউ শূন্য পেয়ে এমডি, এমএস পড়ার সুযোগ পাবেন। আমি মনে করি, মেধাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যে পরীক্ষায় বসবে, সেই সুযোগ পাবে এটা হতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।'

এআইডিএসও'র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ অপূর্ব মণ্ডল বলেন, 'আমরা কেন্দ্রের এই অশুভ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অবিলম্বে এই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করতে হবে।'

২ কোটি টাকা নিয়ে পলাতক

বাগডোগরা, ২১ সেপ্টেম্বর : সেনা জওয়ানের স্ত্রীর নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠল। প্রতারিতদের অভিযোগ, প্রায় ২ কোটি টাকা নিয়ে ওই মহিলা পালিয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রতারিতরা বাগডোগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তের নাম হেমাকুমারী নাগরবা তামাং। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতারণার মামলা করে তদন্ত শুরু করেছে। বাগডোগরা থানার ওসি নির্মলকুমার দাস জানান, ওই মহিলার খোঁজ করা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আপার বাগডোগরা স্ট্যালিননগরের বাসিন্দা ওই মহিলা মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে প্রতিবেশীদের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছে। প্রতারিতদের অধিকাংশই সামরিক বিভাগের কর্মী। তাই সামরিক বিভাগের কর্মীর স্ত্রী হওয়ায় এতদিন কেউ সন্দেহও করেনি। কিন্তু সম্প্রতি বাড়ি বিক্রি করে চম্পট দেওয়ার পরেই প্রতারিতরা বিষয়টি বুঝতে পারেন।

অভিযুক্ত জওয়ানের স্ত্রী

জানা গিয়েছে, কারও থেকে সাড়ে ৫ লাখ, কারও থেকে আবার ৩ লাখ, ৬ লাখ টাকার মতো ধার নিয়েছে ওই মহিলা। স্থানীয় নারায়ণ দাসের থেকে ৫ লাখ টাকা নিয়ে একটি লিখিত কাগজ দিয়েছে হেমা।

স্থানীয় বাসিন্দা বিমলা রাই বলেন, 'হেমা আমার প্রতিবেশী এবং একজন সেনা জওয়ানের স্ত্রী হওয়ার সুবাদে বিশ্বাস করেছিলাম যে, সে সত্যিই সমস্যায় পড়েছে। পরে টাকা ফেরত পাব বলে বলেছিল। কিন্তু এভাবে আমাদের ঠকিয়ে পালিয়ে যাবে, বুঝতে পারিনি।'

আরেক প্রতিবেশী জীবনবাহাদুর থাপা জানিয়েছেন, হেমা পাড়ার সবার থেকে একই পদ্ধতিতে টাকা ধার নিয়েছে। কাউকে হয়তো বলেছে ব্যবসা করবে। আবার কখনও নিজের প্রয়োজনে বা বাড়ি মেরামতের নাম করে টাকা ধার নিয়েছে। সবাইকে বলেছিল, তিনমাসের মধ্যে টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু সবার টাকা নিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছে।

সাইবার জালিয়াতি

চোপড়া, ২১ সেপ্টেম্বর : ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতি করে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন এলাকায়। এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সাইবার জালিয়াতির অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংক্রান্ত বেশ কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানা ও চোপড়া থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে নারায়ণপুর এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতি করার সরঞ্জাম। ধৃতদের চোপড়া থানা থেকে ইসলামপুরে আনা হয়।

গোয়েন্দা চরিত্র ব্যোমকেশ বক্সী'র স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় ১৯৭০ সালে আজকের দিনে।

২০১১ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি খান পতৌদি।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুক্রবার, ৪ আশ্বিন ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১২৬ সংখ্যা

ভারত-কানাডা জট

জি২০ সম্মেলন শেষ না হতেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত-কানাডার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গভীর খাতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো নিজের দেশের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে খালিস্তানপন্থী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের পিছনে ভারত সরকারের হাত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। ভারত সেই দাবিকে অবশ্য নস্যাৎ করেছে। জানিয়েছে, ট্রুডোর ঘোষণা অনভিপ্রেত এবং সম্পূর্ণ অসত্য।

কানাডায় জুন মাসে নিহত হরদীপ সিং নিজ্জর ভারতে খালিস্তানি জঙ্গি হিসাবে ঘোষিত। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় গোয়েন্দাদের অভিযোগ, তিনি বিদেশে বসে ভারতে জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে। এই সতর্কবার্তা বারবার দেওয়ার পরেও কানাডা সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং নিজ্জরকে কানাডার অধিবাসী বলে চিহ্নিত করে ভারত সরকারের ওপর খুনের দায় চাপিয়েছেন ট্রুডো। তাঁর কাছে খুনের বিশদ প্রমাণ আছে বলে দাবি করলেও ট্রুডো খোলসা করে কিছু বলেননি।

ভারতের সন্দেহ, ট্রুডোর কাছে এই খুনের প্রকৃত তথ্যপ্রমাণ নাও থাকতে পারে। এতৎসত্ত্বেও কানাডার পার্লামেন্টে এভাবে ভারতের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনায় ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুই দেশের সম্পর্কে ফাটল চওড়া হওয়ার আরেকটি কারণ কানাডায় নিযুক্ত এক ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার। ভারতও প্রত্যাঘাতে দেরি করেনি। কানাডার এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে।

দুই কূটনীতিককে বহিষ্কারের পর স্বভাবতই দুই দেশের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী ভারতের কড়া জবাবের পর সুর নরম করেছেন ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই ঘটনায় প্রথমত, দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ভারতের শেয়ার বাজারে কানাডার প্রায় পৌনে দু'লক্ষ কোটি টাকা লগ্নি আছে। বর্তমান অস্থিরতার দরুন এই বিনিয়োগ ঝুঁকির মুখে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গেও কানাডা একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে। সেই সব বিনিয়োগও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কানাডা সরকারের সামাজিক কাজকর্মে বিনিয়োগও ব্যাহত হতে পারে। এর চেয়েও বেশি চিন্তার বিষয়, কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা।

কেননা, কানাডায় খালিস্তানি কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করা একটি ভিডিওয় খালিস্তানপন্থী সংগঠন শিখস ফর জাস্টিস-এর নেতা গুরুপতবন্ত সিং পান্নুনকে বলতে শোনা গিয়েছে, ভারতীয়দের কানাডায় ঠাঁই হবে না। তাঁর হুমকি, সমস্ত ভারতীয় হিন্দুকে কানাডা ছাড়তে হবে। এই ভিডিও প্রচার হওয়ার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি কানাডা সরকার। তার প্রধান কারণ, জাস্টিন ট্রুডো নিজের সংখ্যালঘু সরকারকে টিকিয়ে রাখতে মরিয়া বলে শিখ সম্প্রদায়কে কিছুতেই চটাতে রাজি নন।

নিজের সরকার টিকিয়ে রাখতে ট্রুডোকে নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থন নিতে হচ্ছে। সেই দলের নেতা জগমিত সিং খালিস্তানি নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ। তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে সরকার টিকিয়ে রাখা ট্রুডোর পক্ষে কার্যত অসম্ভব। কাজেই খালিস্তানি আন্দোলনকে নীরব সমর্থন জানাতে বাধ্য হচ্ছেন ট্রুডো। ভারতের কাছে আরেকটি দুশ্চিন্তার বিষয় হল, খালিস্তানপন্থীদের সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর যোগ।

পাকিস্তানে এখন চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এই নৈরাজ্যের পরিস্থিতির রেশ ভারতেও পড়তে পারে। আইএসআই যদি খালিস্তানি জঙ্গি আন্দোলনকে উসকে দিতে চেষ্টা করে, তাহলে ভারত সরকারকে কঠিন পদক্ষেপ করতে হবে। কানাডা সরকারকে এই নির্মম সত্যটি ভারত জানিয়ে দিয়েছে। কানাডা সরকার যদি তাতে কান না দেয়, তাহলে উভয় দেশেরই ক্ষতি।

অমৃতধারা

পুজো বলিতে গেলে বাসনা-কামনাহীন পুজোই শ্রেষ্ঠ পুজো, তাই পদাবলির পদকর্তা গাহিয়াছেন-মনের ভক্তি চন্দন তুলসী দিয়া সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাই পুজো। শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ লীলায় দেখি গোপীগণ যখন সম্পূর্ণভাবে নিজ নিজ হস্ত উত্তোলন করিয়া নিজেদের নগ্ন দেহ আবৃত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন, তখনই ভগবানের নিকট তাঁহাদের সর্বাঙ্গ দেহ মন প্রাণ সমর্পিত হইল। সেই স্থানে লজ্জা, ভয় আর কিছুই রহিল না। তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কৃপা করিয়া বসন প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব অর্পণই গোপীগণের অপূর্ব পুজো। পুজোয় সামান্য নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। শাস্ত্রকারের নিয়ম অনুযায়ী কয়েক প্রকার পুজোর ব্যবস্থা আছে, যথা- ষোড়শোপচার, দশোপচার এবং পঞ্চোপচার। বিভিন্ন নিয়মানুযায়ী ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে উক্ত প্রকার পুজো উদযাপিত হইয়া থাকে।

– শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৩৭

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৩। বিরাটকায় মৎস্যাকার স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ ৫। তিন ফোঁটাযুক্ত খেলার তাস ৬। ইচ্ছা, খুশি ৮। ক্রুদ্ধ গর্জন বা আস্ফালন ১০। প্রভু, কর্তা ১২। দেহস্থ পঞ্চবায়ুর অন্যতম, কণ্ঠস্থিত বায়ু ১৪। প্রচণ্ড চাপ, ভর্ৎসনা, বন, বনাগ্নি ১৫। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ১৬। পতাকা

উপর-নীচ : ১। সূর্য তনয়, সপ্তম মনু ২। বিষয়ানুক্রমিক হিসাবের বই, জমিজমার খাজনাদির আদায়-উশুলের হিসাব বই ৪। চোখের পলক, অপলক দৃষ্টি ৭। হেপাজত, রক্ষা করার দায়িত্ব ৯। দেব, ঠাকুর ১০। বস্ত্রাদিতে অঙ্কন বা সূচিকর্মের বঙ্গীয় শিল্পধারাবিশেষ ১১। অতিশয় বলশালী, শক্তিশালী ১৩। সংগীতের ছয়মাত্রার তালবিশেষ।

সমাধান ■ ৩৬৩৬

পাশাপাশি : ১। কার্তিক ৩। বসাকবি ৪। থপাস ৫। বাজুবন্ধ ৭। নভ ১০। নানা ১২। শতদল ১৪। কদিন ১৫। হলাহল ১৬। কঙ্কর।

উপর-নীচ : ১। কাণ্ডজ্ঞান ২। কথক ৩। বসবাস ৬। বন্দনা ৮। ভরত ৯। কলকল ১১। নামঞ্জুর ১৩। কনক।

শান্তিনিকেতনের স্বীকৃতিতে যেন শ্রীনিকেতনের অবদান না ভুলি

মৌকণা মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী এখন মহীরুহ। ছোট্ট একটা বিদ্যালয় হিসাবে যার পথ চলা শুরু ১৯০১ সালে, রবীন্দ্রনাথ যার নাম দেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, সেটাই এখন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৬৩ সালে স্থাপিত শান্তিনিকেতন তার আধার। শান্তিনিকেতনের ক্রমবিকাশের আড়ালে প্রায় সমানভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে স্বল্পচর্চিত 'শ্রীনিকেতন', যা রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন ভাবনার ফলিত ক্ষেত্র।

সেই শান্তিনিকেতন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ প্রপার্টি এখন। সদ্য সৌদি আরবের রিয়াধে ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির বৈঠকে এই স্বীকৃতি মিলেছে। সত্যি বলতে কী, বেশিরভাগ মানুষের স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই শ্রীনিকেতন সম্পর্কে। শান্তিনিকেতন ছাড়া শ্রীনিকেতন যেমন পূর্ণতা পায় না, তেমনই শ্রীনিকেতন ছাড়া শান্তিনিকেতন শ্রীহীন বা অসম্পূর্ণ। কিন্তু শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকরাই কি শ্রীনিকেতনকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রাখেননি? না হলে বহু বছর শিক্ষাসত্র বা শ্রীনিকেতনের অন্য বিভাগকে মন্দির (কাচ মন্দির) উপাসনায় কেন যোগদান করানো হত না?

রবীন্দ্রনাথ সবসময়ই শিক্ষার সঙ্গে প্রতিদিনের জীবনকে অঙ্গাঙ্গিভাবে মেলাতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি, মুনসেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসার সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষযোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনও স্পর্শ পৌঁছায় নাই...।'

ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়... এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, ছাত্র-শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে...' রবীন্দ্রনাথের এই বোধের স্ফুরণ 'শ্রীনিকেতন'। বিশ্বভারতীর এক হাত শান্তিনিকেতন হলে আরেক হাত শ্রীনিকেতন। শান্তিনিকেতন ক্যাম্পাস থেকে সামান্য দূরে সুরুল গ্রামকে কেন্দ্র করে শ্রীনিকেতনের কৃষি ও পল্লীসংগঠন কেন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় দেখা যায় পাঠক্রমে তাঁত বোনা শেখা, বই বাঁধাই, কাঠের কাজ, মাটির কাজ, এমনকি গ্রামজীবনের কাছে যাওয়া, দরিদ্রসেবা, গ্রামবাসীর শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা। ১৯০৫ সালে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যাঁরা যথাক্রমে কবিপুত্র, বন্ধুপুত্র ও নিজের জামাতা- তাঁদের পাঠিয়েছেন পাশ্চাত্যে কৃষি ও গোপালনবিদ্যা শিখে আসার জন্য।

১৯১২ সালে রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ দশ হাজার টাকায় কিনলেন সুরুল কুঠিবাড়ি, যাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে আর্বতিত হল শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন কেন্দ্র। রথীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ এবং সন্তোষ মিত্র প্রথম সেনানী। ১৯১২ সালে ইংল্যান্ড থেকে এলেন এলমহার্স্ট। সঙ্গে পেলেন শিক্ষক কালীমোহন ঘোষ এবং গৌরগোপাল ঘোষকে। সুরুল সমিতি ও সুরুল কৃষিবিভাগ হয়ে ১৯২৩ থেকে পথ চলা শুরু ইনস্টিটিউট অফ রুরাল রিকনস্ট্রাকশন বা পল্লীসংগঠন কেন্দ্রের।

কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ- সবদিক থেকে ভারতীয় জীবনের আকর গ্রামজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং ভারতের মূল সুর গ্রামজীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সেই বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফসলি জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ১৯২৬ সালে সারের প্রয়োগ, পাট-জোয়ার চাষ, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ কর্মসূচি, ১৯২৩-এ শ্রীনিকেতন ডিসপেনসারির প্রতিষ্ঠা, গ্রামে গ্রামে ডোবা বোজানো ও কেরোসিন ছেটানো ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলি শুরু হল পল্লীসংগঠন ক্ষেত্রে।

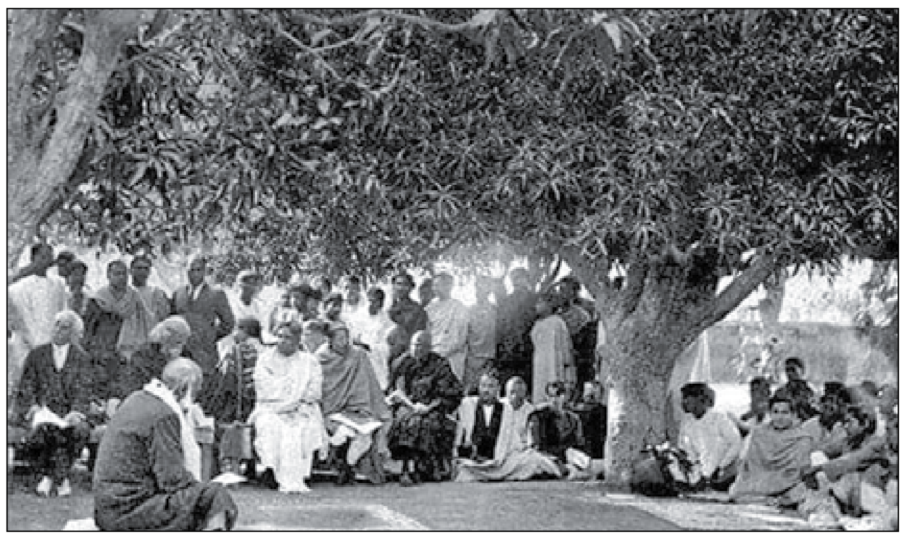

> রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন আন্দোলন এবং তার বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা আরেক রবীন্দ্রসত্তাকে অনুভব করি। আজ এই বিষয়গুলি ফলিত তত্ত্ব বা অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন পেশাগত বিষয় হিসাবে স্থান করেছে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব এবং তার প্রয়োগ করেছিলেন যে আঁতুড়ে- তার অন্যতম শ্রীনিকেতন।

ভারতবর্ষে গ্রামোন্নয়ন নিয়ে আরও অনেক এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। কিন্তু তাদের একটাও প্রায় নাই। ব্যতিক্রম শুধু শ্রীনিকেতন, যা এখনও সক্রিয়ভাবে চলছে। শুধু তাই নয়, স্বাধীন ভারতে কৃষি, স্বরোজগার, সমবায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন অনেক প্রকল্প রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন এক্সপেরিমেন্টের অনুকরণ, অনুসরণ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের এই কর্মযজ্ঞে যেমন শামিল ছিলেন সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, চিকিৎসক, তেমনই ছিলেন কৃষি বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদরা। গ্রামকর্মীরা গ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন এঁদের সঙ্গে। সেই আলোচনার নির্যাস বা সারাৎসার, সমস্যার সমাধানসূত্র গ্রামকর্মীরা আবার নিয়ে যেতেন গ্রামে। এই শিক্ষাপদ্ধতিকে বলা হয় সম্প্রসারণ কার্য বা এক্সটেনশন সার্ভিস। সেইসঙ্গে ব্রতীবালকরা করত গ্রামে গ্রামে প্রচার ও সেবা। মহীদাপুর গ্রামে প্রথম তৈরি হয় ব্রতীবালক দল।

ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী উনিশটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এই কর্মযজ্ঞ। মূল উদ্দেশ্য ছিল, সেই গ্রামের মানুষ নিজের গ্রামের ভার যেন নিজেরাই নেয়। আজ বিশ্বে পেশাদার সমাজকর্মের মূল তত্ত্ব 'help the people to help themselves' কেমন সুনিপুণ সরলতায় আজ থেকে কত বছর আগে রবীন্দ্রনাথ গেঁথে দিয়েছিলেন গ্রামোন্নয়ন কর্মযজ্ঞে।

রবীন্দ্রনাথ 'হিতসাধনমণ্ডলী'র সভায় বলেছিলেন, যা বিবৃত আছে তাঁর 'পল্লীপ্রকৃতি'র অন্তর্গত 'পল্লীর উন্নতি' প্রবন্ধে, 'আজ এ কথা পল্লীকেই বুঝতে হবে যে, তোমাদের অন্নদান, জলদান, বিদ্যাদান, স্বাস্থ্যদান কেউ করবে না। ভিক্ষার উপরে তোমাদের কল্যাণ নির্ভর করবে, এতবড় অভিশাপ তোমাদের উপর যেন না থাকে।' অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন পরনির্ভরশীল নয়, গড়ে উঠুক স্বাবলম্বী পল্লীসমাজ।

গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হত শিক্ষানবিশ, যাঁদের দেওয়া হত বৃত্তি। তাঁদের প্রশিক্ষিত করা হত। তাছাড়া শ্রীনিকেতনে ছিল চার ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাসত্র বিদ্যালয়ে পড়তে আসত গ্রামের শিশু-কিশোররা। ১৯৩৬-এ প্রতিষ্ঠিত হয় লোকশিক্ষা সংসদ। স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষা পাঠক্রমে যাঁরা শিক্ষার সুযোগ নিতে পারতেন না, তাঁদের পড়াশোনার জন্য। প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র শিক্ষাচর্চা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সালে।

এছাড়া ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পল্লীসংগঠনের ডিপ্লোমা কলেজ। শিল্পকর্মের শিক্ষা যেমন চামড়া, কাঠ ও হাতের কাজ, তাঁতবোনা ইত্যাদির জন্য ১৯২২ সালেই প্রতিষ্ঠিত হল শিল্পসদন, যেখানে শিল্পকর্মের উৎপাদন এবং তা বাজারে বিক্রি করার আয়োজন। স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হল।

এছাড়া শ্রীনিকেতনে গ্রামোন্নয়ন ভাবনার অন্যতম বিষয় ছিল সমবায় সমিতি। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন ভাবনায় যুক্ত হয় কেন্দ্রীয় সমবায় কোষ। গ্রামে গ্রামে প্রায় দুশোটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল কাজ চাষিদের ঋণদান, গ্রামে গ্রামে ধর্মগোলা স্থাপন ইত্যাদি। শ্রীনিকেতনের শুরু থেকেই গ্রাম সমীক্ষা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যার ফলশ্রুতি এই সমবায় সমিতি।

পরবর্তীতে শিল্পসদন ও পল্লীসংগঠন কেন্দ্র একত্রিত হয়ে তৈরি হয় পল্লীসংগঠন বিভাগ, যার অন্যতম মূল বিষয় গোপালন, স্বাস্থ্যশিক্ষা, কৃষি সমীক্ষা ইত্যাদি এবং পরবর্তীতে কেবলমাত্র কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য পল্লীশিক্ষাসদন বা কৃষিবিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয়।

স্বল্প পরিসরে হয়তো বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন ভাবনা বা পল্লীসংগঠন আন্দোলন এবং তার বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা আরেক রবীন্দ্রসত্তাকে অনুভব করি। আজ এই বিষয়গুলি ফলিত তত্ত্ব বা অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন পেশাগত বিষয় হিসাবে স্থান করেছে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব এবং তার প্রয়োগ করেছিলেন যে আঁতুড়ে- তার অন্যতম শ্রীনিকেতন। তাই শ্রীনিকেতন যে গ্রামোন্নয়ন পল্লীসংগঠন ভাবনার রূপকার রবীন্দ্রনাথের ফলিত ক্ষেত্র হিসাবেই চিহ্নিত, বিশ্ব হেরিটেজ স্বীকৃতির সময়ে আমরা যেন ভুলে না যাই।

(লেখক অতীতে শান্তিনিকেতনের, এখন শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

টোটো থাকতে কেউ আমাদের রিকশায় চড়বে?

শঙ্খনাদ আচার্য

শারদোৎসবের আমেজ শরীরে মেখে নিতে বিশ্বকর্মাপুজোর সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়া হুজুগে বাঙালির সংখ্যা এখন নেহাত কম নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র চিত্রটা যেন একই। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল আমাদের মফসসল শহরের এক পুজোর প্যান্ডেলে টিমটিম করে জ্বলতে থাকা একখানি এলইডি বালব এবং তার ঠিক নীচেই দণ্ডায়মান 'শিল্পের দেবতা'।

প্যান্ডেল বলতে একখানা কাপড়কে তিনদিকে ঘিরে টাঙানো। তার ঠিক পাশেই আলো-আঁধারির মাঝে দাঁড়িয়ে গোটা চার-পাঁচেক মধ্যবয়সি লোক খড়ির উনুনে খিচুড়ি রান্নায় ব্যস্ত। তাঁদের পেছনেই দাঁড় করানো গোটা দুই সাইকেল রিকশা। বোঝা গেল, এটা রিকশা ইউনিয়নের পুজো।

বিশ্বকর্মাপুজোয় একদা ছিল রিকশাচালকদের রমরমা। এখন আর নেই। সামাজিক পরিবর্তন দেখিয়ে যায় বিশ্বকর্মাপুজো।

রিকশাচালকদের পুজো প্যান্ডেল থেকে কয়েক পা হাঁটলেই ঝাঁ-চকচকে প্যান্ডেল। আলোর রোশনাই ও ডিজের আওয়াজে জমজমাট টোটো ইউনিয়নের পুজো। পুজোর ছটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, মনুষ্যচালিত তিন-চাকা বিশিষ্ট বাহনের প্রতিযোগিতায় কে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। সব শহরেই এবার বিশ্বকর্মার আবাহন বেড়েছে টোটোর জন্য।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন সত্য হল 'পরিবর্তন'। অবশ্যই সেই সত্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেই পরিবর্তনের আবহে ব্যাটারি চালিত টোটোরিকশাই বর্তমানে অতি স্বল্প থেকে কিছুটা দীর্ঘ দূরত্বে পরিবহণের সবচাইতে জনপ্রিয় মাধ্যম। মাত্র এক দশক আগেও যে ত্রিচক্রযান শহর হোক কিংবা গ্রামের স্বল্প দূরত্বের পরিবহণের ক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা ছিল, সেই যান আজ টোটোর দাপটে অনেকটাই কোণঠাসা। তাই তো হতাশার সুর শোনা যায় বাবলু ও এহসানের গলায়, টোটো থাকতে কেউ কি আর আমাদের রিকশায় চড়বে?

মনুষ্যচালিত রিকশা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশের এক ঐতিহ্যবাহী যান। যদিও স্থান ও কাল ভেদে এই রিকশার আকার এবং গঠনগত তারতম্য লক্ষ করা যায়। এই রিকশার উদ্ভব কোথায় তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মোটামুটিভাবে ধরা হয় ১৮৬৯ সালে জাপানে প্রথম হাতে টানা রিকশা বানানো শুরু হয়। এর নাম দেওয়া হয় 'জিন-রিকি-শা' যার অর্থ হল 'মানুষ চালিত গাড়ি'। এরপর ধীরে ধীরে এই 'জিন-রিকি-শা' ছড়িয়ে পড়ে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। চিনা ব্যবসায়ীরা সর্বপ্রথম পণ্য পরিবহণের জন্য ১৯০০ সালে কলকাতায় এই বাহন নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে ১৯১৪ সাল নাগাদ গণপরিবহণের জন্য এই বাহন ব্যবহার করা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'জিন রিকশা' এবং পরে রিকশা।

'টোটোর যুগে' রিকশা কিংবা রিকশাচালকদের যে বাঙালি কতদিন মনে রাখবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এই পরিবর্তন হয়তো ভবিতব্যই ছিল! কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আসা শতাব্দীপ্রাচীন এক নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিবহণের মাধ্যম ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে মন বিষণ্ণই হয়।

(লেখক দিনহাটা গোপালনগর এমএসএস স্কুলের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

বিন্দু বিসর্গ

আলোচিত

আমরা এত নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলি, তা হলে কেন ৭৫ বছর পর মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হল। বিলকে সমর্থনও করি। তবে এর উদযাপন তখনই করব, যখন মণিপুরের ন্যায়বিচার হবে, যখন দেশে রাতবিরেতে মহিলারা একাই রাস্তায় বেরোতে পারবেন।

–মিমি চক্রবর্তী

আজ

১৭৯২ সালে ২২ সেপ্টেম্বর প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স গঠিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটেছিল। জনগণের নির্বাচিত আইনসভার স্বীকৃতির মাধ্যমে ফ্রান্সে প্রথমবার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬০ সালে আজকের দিনে মালি স্বাধীনতা লাভ করে। ১৮৯৫ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত দেশটি ফ্রান্সের অধীনে ছিল।

ভাইরাল

ডব্লিউডব্লিউই'র জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। সেই লড়াই উপভোগ করলেন জাপানের ট্রেনযাত্রীরা। এক সংস্থা ট্রেনের মধ্যে টিকিটের বিনিময়ে এর আয়োজন করেছিল। দুই জাপানি ডব্লিউডব্লিউই খেলোয়াড় লড়াই করলেন ট্রেনের মধ্যে।

চলন্ত ট্রেনে ডব্লিউডব্লিউই'র ভিডিও ভাইরাল।

জনমত

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিয়ে উদাসীন সবাই

গত ১৬ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'পড়ুয়া শূন্য হওয়ার পথে হিল বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রতিবেদনটি উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য নিঃসন্দেহে এক দুর্ভাগ্যজনক খবর। তবে এবিষয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকাও হতাশজনক। শুধুমাত্র দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, উত্তরবঙ্গের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই রাজ্য সরকার চিন্তিত নয়। এজন্যই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেড 'এ' থেকে নেমে 'বি প্লাস প্লাস'-এ নেমে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে এরাজ্যের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে উপযুক্ত সম্ভাবনা থাকলেও এটি দেশের সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কিছু কম খারাপ নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও এর পরিকাঠামোর উন্নয়নে রাজ্য সরকার কিছুই করতে পারেনি। নতুন বিভাগ খোলার কথা বাদ দিলেও যে কয়েকটি বিভাগ ইতিমধ্যে চালু রয়েছে সেগুলিতেও পর্যাপ্ত অধ্যাপক নেই, দু'একজন অধ্যাপক দিয়ে কোনওরকমে চলছে। এভাবে চলতে থাকলে আর কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো এই বিশ্ববিদ্যালয়ও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে পড়বে। কলেজগুলির শোচনীয় অবস্থার কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। কেন্দ্রীয় সরকারও উত্তরবঙ্গের শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নে মিথ্যা ভাষণ ছাড়া তেমন কিছুই করেনি।

এই সমস্ত বিষয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, উপাচার্য তথা অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা কি জানেন না? যদি জানেন, তবে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে কেন তাঁরা এবিষয়গুলি নিয়ে একত্রিত হয়ে রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরছেন না? রাজ্য সরকার তো বটেই, উত্তরবঙ্গের জনপ্রতিনিধিদেরও কি কোনও দায়িত্ব নেই?

– ভূপেশ রায়
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

ধর্মান্ধতায় ক্ষতি সমাজ, অর্থনীতির

উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয় 'বিজ্ঞানের অগ্রগতি' পড়ে আমার উপলব্ধি 'ধর্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞান কখনও একসঙ্গে চলতে পারে না' কথাটি ১০০ শতাংশ ঠিক। পাঁচের দশকে স্কুলের পড়ায় হাক্সলির লেখা 'নেচার অ্যান্ড সায়েন্স' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তার একটি লাইন আজও মনে পড়ে, দৈব ও আকস্মিক ঘটনাবলির ধারণা অজ্ঞতার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিটি ঘটনার পিছনে যে সুনির্দিষ্ট একটি কারণ থাকে তা প্রবন্ধটি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। দুনিয়ায় অলৌকিক বলে কিছুই নেই। আজ যা রহস্য বলে মনে হয়, কাল তার পিছনে নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ জানা যাবে।

সেই ছাত্রজীবনেই আরেকটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম, আদিকালে প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হত। অলৌকিক শক্তি ভেবে মানুষ প্রার্থনা করত। ভয়ই তাই ধর্মের উৎস। তবে হাজার হাজার বছর ধরে আদিম ধর্ম বিকশিত হয়ে মানবসভ্যতায় গভীর অধ্যাত্মবাদে পৌঁছে গিয়েছে।

সারা বিশ্বে আজও মানুষের মনের জগতে নানা ধর্মের বিশ্বাস। রামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন, যত মত তত পথ।

একথা ঠিক যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটো বিপরীতধর্মী ভাবনা ও চেতনা। বিজ্ঞান অন্ধকার দূর করে মানবজাতিকে আলোর দিশা দেখায়। বিজ্ঞান মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করে, মানুষকে শুদ্ধ জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞান হল মানবসভ্যতার ইতিহাসে আলোকবর্তিকা। এই কথাটি বিস্মৃত হলে চূড়ান্তভাবে ক্ষতি হয় মনুষ্য সমাজ এবং প্রাণীকুলের। শেষে বলব, ভারত ঐতিহাসিকভাবে বহু ধর্মের দেশ। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও ধর্মীয় বিশ্বাস আছে ও থাকবে। কিন্তু ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় বিরোধ চলতে পারে না। তাতে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির গুরুতর ক্ষতি ঘটে যায়। ভারতের সংবিধান তাই ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক। ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁরা গুরুতর অন্যায় করছেন বলে মনে করি। ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় আশা করি।

প্রশান্ত বকসি
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি,

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

কড়া বিবৃতি বিদেশমন্ত্রকের ■ ভিসা দেওয়া বন্ধ দিল্লির

কানাডা এখন জঙ্গিদের আঁতুড়

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : কানাডার সঙ্গে কূটনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হল ভারতের। এতদিন পাকিস্তান সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠেছে, এবার কানাডা সম্পর্কেও সেই অভিযোগ করল ভারত। কানাডা দিনে দিনে জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করল বিদেশমন্ত্রক।

শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে দু'দেশের মধ্যে একটানা চাপানউতোর চলছে। নিজ্জরের হত্যার পিছনে ভারতের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। দিল্লিতে জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনাতেও ট্রুডো সেই প্রসঙ্গ তুললে পত্রপাঠ তা খারিজ করে দেওয়া হয়। এরপর খালিস্তানি প্রশ্নে আরও তীব্র ভাষায় ট্রুডো সরকারকে আক্রমণে করেছে দিল্লি। বিদেশমন্ত্রকের পালটা অভিযোগ, কানাডার অভিযোগ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'।

বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি একের পর এক অভিযোগ করেন কানাডার বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, কানাডা কার্যত আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে জঙ্গিদের। খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের তারা নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছে। নিজ্জর সহ অন্তত ২৫-৩০ জন জঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তাদের দেওয়ার পরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তাঁর কথায়, 'কানাডার মাটিতে ভারতবিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ে আমরা নির্দিষ্ট তথ্য দিয়েছি। কিন্তু তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।' বাগচির অভিযোগ, নিজ্জরের মৃত্যুর দায় ভারতের ঘাড়ে চাপানোর পর সে নিয়ে নির্দিষ্ট তথ্য চাওয়া হয়েছিল ট্রুডো সরকারের কাছে। কিন্তু অভিযোগ বিশ্বাস করার মতো কোনও নির্দিষ্ট তথ্য তারা দিতে পারেনি।

ভারতের অভিযোগ

- ■ নিজ্জর হত্যায় ভারতকে জড়ানো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত
- ■ ২৫-৩০ জন জঙ্গির তালিকা ও তথ্য দেওয়া সত্ত্বেও কানাডা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি
- ■ খালিস্তানি জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছে কানাডা
- ■ ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। অন্যায় কূটনৈতিক হস্তক্ষেপও করছে কানাডা। ফলে স্বাভাবিক ছন্দে কাজ করতে ভারতীয় কর্মীরা অপারগ। সেই কারণে আপাতত ভিসা দেওয়া বন্ধ
- ■ দু'দেশের দূতাবাস কর্মীদের সংখ্যায় বৈষম্য রয়েছে
- ■ ভিসা নয়, ইস্যু হিংসায় উস্কানি এবং অস্থির পরিস্থিতি

বাগচির অভিযোগ, ভারতে কানাডা দূতাবাসে কর্মীর সংখ্যা যা, তার চেয়ে অনেক কম কর্মী রয়েছেন কানাডার ভারতীয় দূতাবাসে। এর মধ্যে সমতা আনতে ভারতে তাদের কর্মী সংখ্যা কমানোর কথা বলা হয়েছে কানাডা সরকারকে। বাগচির কথায়, 'আমরা জানি, কানাডার ভারতীয় দূতাবাস এবং কনসুলেটের কর্মীদের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। এতে কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া কানাডার দিক থেকে অন্যায়ভাবে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপও হচ্ছে নানা বিষয়ে। ভিসার আবেদনগুলি খতিয়ে দেখা ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সেই কারণেই ভিসা পরিষেবা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।'

বৃহস্পতিবারই কানাডার নাগরিকদের ভারত সফরের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিদেশমন্ত্রক। বলা হয়, কানাডার বাসিন্দাদের ভারতে আসার অনুমতি অর্থাৎ ভিসা দেওয়া আপাতত বন্ধ থাকবে। ভিসা স্থগিতাদেশের কারণ হিসাবে 'অপারেশনাল রিজন'-এর কথা বলা হয়। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, ইশ্যুটা ভিসা নয়। ইশ্যুটা হল হিংসায় উসকানির, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের এবং জঙ্গি কার্যকলাপ রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করার। যাঁদের ভিসা আছে তাঁরা চাইলে অবশ্যই ভারত সফরে আসতে পারেন। এতে কোনও বাধা নেই।

আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২২টি দেশের সেনাপ্রধানদের সম্মেলন। সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে কানাডার সেনাপ্রধানের। এখনও পর্যন্ত তাঁর সফর বাতিলের কথা জানায়নি কানাডা। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় যোগ দিতে এই মুহূর্তে নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। বুধবার ভারতের পদক্ষেপ নিয়ে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করলেও তিনি জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যান।

তবে কূটনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভিসা দেওয়া বন্ধ রাখা সংক্রান্ত ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। উলটোদিকে অন্য অংশের মতে, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কারণে ট্রুডোর পক্ষে ভারত-বিরোধী কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।

হালকা মেজাজে রাজা তৃতীয় চার্লস। বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের সেনেটে বক্তৃতা দেওয়ার আগের মুহূর্তে।

রাজ্যসভাতেও পাশ মহিলা সংরক্ষণ বিল

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : লোকসভার পর রাজ্যসভার হার্ডলও টপকে গেল নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিতর্কের পর পাশ হয়ে গেল মহিলা সংরক্ষণ বিল। বিল পাশ হওয়ার পর সাংসদদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মহিলাদের জন্য লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আনা ১২৮তম সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাশ করাতে সরকারকে অবশ্য বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কারণ, কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোট মহিলা সংরক্ষণের পক্ষেই ছিল। কিন্তু মহিলাদের সংরক্ষণ চালু করতে কেন ২০২৯ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তা নিয়ে লোকসভার মতো রাজ্যসভাতেও প্রশ্ন তোলেন বিরোধী সাংসদরা।

কেন্দ্র অবশ্য সেই সমস্ত প্রশ্ন ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। সেইসঙ্গে দাবি করেছে, মোদি সরকার ৯ বছরে যা কাজ করেছে তা কংগ্রেস তাদের ৬০ বছরের কার্যকালে করতে পারেনি। এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বিলটির পক্ষে বলেন, 'মহিলাকেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে বিজেপি কখন রাজনীতি করে না। বিজেপি লাগাতার মহিলাদের সংরক্ষণের পক্ষে কথা বলেছে। কতগুলি আসন সংরক্ষিত থাকবে সেটা ঠিক হবে ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে।' মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্যও ঐকমত্য প্রয়োজন বলে জানান তিনি। পঞ্চায়েতস্তরে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত পিভি নরসিমহা রাওকে কৃতিত্ব দিয়েছেন নির্মলা।

এদিন রাজ্যসভায় বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। বিতর্কে অংশ নিয়ে খাড়্গে দাবি করেন, বিলে সংশোধনী এনে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগেই যেন মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সন্ত কবীরের 'কাল করে সো আজ কর' উদ্ধৃত করে খাড়্গে বলেন, 'এই বিলে সংশোধনী আনা কঠিন কাজ নয়। সরকার চাইলে এই কাজটি এখনই করা যেতে পারে।' নির্মলার কথার উত্তর দিতে গিয়ে খাড়্গে বলেন, 'এখন বিল নিয়ে এত কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এত কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বিলে বলা আছে, জনগণনা ও ডিলিমিটেশনের পর সেটি কার্যকর করা হবে। মহিলা সংরক্ষণের সঙ্গে এটা জুড়ে দেওয়া ঠিক নয়। বিল পাশ হোক। আমরা সমর্থন করছি। কিন্তু এটা যেন জুমলা না হয়। তাহলে আপনারা কেন ১০ বছরে করেননি? নোটবন্দি করতে পেরেছিলেন। তাহলে এটা নয় কেন। এত বড় বড় কাজ করেছিলেন। তাহলে এই বিল কেন আনেননি? আপনারা চাইলে অনেক কিছু করতে পারেন। পুরোনো সংসদেই তো করতে পারতেন। আপনারা কবে কার্যকর করবেন সেটা নির্দিষ্ট করে বলুন।' ওবিসি মহিলাদের এই সুবিধা দেওয়া হবে কিনা তাও জানতে চান তিনি।

আগে করেননি কেন, প্রশ্ন খাড়্গের

তাঁকে জবাব দিতে গিয়ে বিজেপি সভাপতি বলেন, 'আমি একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিতে চাই। বিলটি দেরি করানো বিজেপির উদ্দেশ্য নয়। রাজনৈতিক ফায়দা তোলারও কোনও লক্ষ্য নেই আমাদের। আমরা মহিলাদের জন্য এই বিলটি কার্যকর করতে চাই। কিন্তু আমরা সেটা সংবিধান মেনে করতে চাই।' মহিলা সংরক্ষণ বিলটি পাশ হলেও কার্যকর হবে ২০২৭ সালের ডিলিমিটেশনের পর। তার আগে ২০২৬ সালে জনগণনা হবে। এই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করারই বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোট।

তৃণমূলও বিলটিকে অবিলম্বে কার্যকর করার দাবি তোলে। তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করেছেন কেন্দ্রের তা দেখে শেখা উচিত।' ডেরেক ও'ব্রায়েন বিজেপি সাংসদরা মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ নিয়ে আগে কী বলেছিলেন তা নিয়ে সরব হন।

মোস্ট ওয়ান্টেডরা ঠাঁই পাচ্ছে কানাডায়

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : ভারত-কানাডা কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের মধ্যেই ট্রুডো সরকারকে একসুরে বিঁধলেন পঞ্জাবের নেতারা। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, মোস্ট ওয়ান্টেড গ্যাংস্টারদের নাগরিকত্ব দিচ্ছে কানাডার সরকার। একইসঙ্গে কানাডাবাসী পঞ্জাবিদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে দেখা করেন শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল।

ট্রুডো সরকারকে বিঁধে পঞ্জাবের কংগ্রেস সাংসদ রভনীত সিং বিট্টু বলেন, 'পঞ্জাবে মাদকের কারবারের সঙ্গে যুক্ত ১০ জন গ্যাংস্টারের তালিকা দিয়েছিল এনআইএ। তাদের মধ্যে ৮ জনই থাকে কানাডায়। সেখানে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। সিধু মুসেওয়ালা খুনের চক্রান্তকারীরাও কানাডায় ছিল। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, কানাডা আমাদের বন্ধু না শত্রু?' একই সুর শোনা গিয়েছে পঞ্জাবের বিজেপি সভাপতি সুনীল জাখরের গলাতেও। কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধে তিনি বলেন, 'ভোটব্যাংক রাজনীতির স্বার্থে একজন দায়িত্ববান রাষ্ট্রপ্রধান যেভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন সেটা দুর্ভাগ্যজনক। জাস্টিন ট্রুডো একটি সংখ্যালঘু সরকার চালাচ্ছেন। উনি সমর্থন পাওয়ার জন্য নিজের দেশের মাটিকে দুর্বৃত্ত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য ব্যবহার করতে দিচ্ছেন।'

একসুর পঞ্জাবের নেতাদের

সুখবীর সিং বাদল বলেন, 'দুই দেশের সম্পর্ক অবনতি হওয়ার ফলে পঞ্জাবিদের বিশেষ করে শিখ সম্প্রদায়ের কথা ভেবে অত্যন্ত চিন্তা হচ্ছে। ভারতে এক ধরনের আতঙ্ক জাঁকিয়ে বসেছে। ভারত এবং কানাডা উভয় দেশের সরকারের উচিত, যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করা।' তিনি বলেন, 'কানাডা যাওয়ার ভিসা সাসপেন্ড হয়ে যাওয়ায় নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন ভারতের বহু পড়ুয়া। অনেকে কানাডায় তাঁদের পড়াশোনা নিয়ে হতাশার কথা জানিয়ে আমাকে ফোন করেছেন।'

ভারতের ডাক্তারি ডিগ্রি চলবে আমেরিকায়

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় চিকিৎসকদের জন্য সুখবর। এবার থেকে ভারতের এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে ডাক্তারি করা যাবে। ভারতের ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি)-কে ১০ বছরের জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিকেল এডুকেশন (ডব্লিউএফএমই)। এ খবর দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, জাতীয় মেডিকেল কমিশনকে ডব্লিউএফএমই ছাড়পত্র দেওয়ায় ভারতের ডাক্তাররা বিদেশে যে শুধু চিকিৎসা করতে পারবেন তা নয়, একইসঙ্গে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে চাইলে তাতেও আর কোনও বাধা থাকছে না।

ডব্লিউএফএমই-র ছাড়পত্রের সুবিধা পাবেন দেশের ৭০৬টি মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা সমস্ত পড়ুয়া। আগামী দিনে দেশে নতুন কোনও মেডিকেল কলেজ হলে সেগুলিও এই আন্তর্জাতিক মেডিকেল ফেডারেশনের ছাড়পত্রে সুবিধা নিতে পারবে। এই ছাড়পত্র পাওয়ার ফলে বিদেশ থেকে অনেকে ভারতে ডাক্তারি পড়তে আসতে পারবেন। তারপর এখান থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি নিয়ে নিজের দেশে ফিরে চিকিৎসা করতে পারবেন তাঁরা।

মন্ত্রক জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক সংস্থার ছাড়পত্রে দেশের ডাক্তারদের যেমন সুবিধা হবে, তেমনই দেশের মেডিকেল শিক্ষারও মানোন্নয়ন ঘটবে। বিদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে অনেক বেশি পরিচিতি ঘটবে দেশি পড়ুয়াদের। এছাড়া দেশীয় মেডিকেল কলেজগুলির আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাড়বে।

ডব্লিউএফএমই-এর ছাড়পত্র সহজে পাওয়া যায় না। যতক্ষণ না ডাক্তারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলি আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে না পৌঁছোয়, ততক্ষণ এই ছাড়পত্র দেওয়া হয় না। কিন্তু ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান সেই স্তরে পৌঁছেছে বলেই এই ছাড়পত্র মিলেছে বলে জানানো হয়েছে।

ধর্নায় অনড় অভিষেক

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : ১০০ দিনের কাজে বকেয়া আদায়ের দাবিতে ২ এবং ৩ অক্টোবর রাজধানী দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় কোনও পরিবর্তন আনা হবে না।

বৃহস্পতিবার সংসদে তৃণমূলের দলীয় কক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, '২-৩ অক্টোবর দিল্লিতে কর্মসূচি হবে। উপস্থিত থাকবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' অভিষেক বলেন, 'স্থান অকুলান হওয়ায় রাজ্যের সব নেতাদের ডাকা হচ্ছে না। শুধু সাংসদ, বিধায়ক, জেলা সভাপতিদের ডাকা হচ্ছে দিল্লিতে। ব্লক নেতাদের রাখা হবে সাংসদদের বাড়িতে। দিল্লির বঙ্গভবনে থাকবেন বিধায়করা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিল্লির সমাবেশ ছোট করা হচ্ছে। রামলীলার অনুমতি না মেলায় বিশালাকার সমাবেশ সম্ভব হবে না।'

অভিষেক চেয়েছিলেন, বকেয়া পাওনার দাবিতে রাজ্যের ৫০ হাজার মানুষকে দিল্লি নিয়ে এসে ধর্না দেবেন। ধর্নার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল মধ্যদিল্লির রামলীলা ময়দান। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দিচ্ছে না দিল্লি পুলিশ। অভিষেক জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত অনুমতি চেয়ে চারটি চিঠি দেওয়া হয়েছে। মৌখিকভাবে অনুমতি দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু লিখিত দিচ্ছেন না তাঁরা।' দিল্লি পুলিশের অনুমতি না পেলে বিকল্প ভাবনাচিন্তার পথ খোলা রাখা হচ্ছে বলে জানান তিনি। তবে তিনি একইসঙ্গে জানিয়েছেন, দিল্লিতে তাঁরা ধর্নায় বসবেনই।

পুজোর মরশুমে ডিএ বাড়াতে পারে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : উৎসবের আবহে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সুখবর শোনাতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি মাসের শেষে বা অক্টোবরের শুরুতে ৪ শতাংশ হাতের ডিএ বাড়ানো হতে পারে। যা কার্যকর হবে ১ জুলাই থেকে। উৎসবের মরশুমে তাই চারমাসের বকেয়া ডিএ হাতে পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী এবং পেনশনভোগীরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য সূচক হিসেব করে কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের ডিএ দেওয়া হয়। গত ৩১ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় শ্রম ব্যুরো বর্জিত বাজারমূল্য ৪.২৪ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। তাদের দেওয়া হিসেব মেনেই ৪ শতাংশ হারে ডিএ বাড়াতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

টুকরো খবর

দুবাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী

দুবাই, ২১ সেপ্টেম্বর : স্পেন থেকে সাড়া পাওয়ার পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। দু-দিনের সফরে বৃহস্পতিবার ভোরে দুবাই পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সফরসঙ্গীরা। দুবাইয়েও বণিকমহলের সঙ্গে শুক্রবার একটি শিল্পবৈঠক করবেন তিনি। এছাড়া প্রবাসী বাঙালি তথা ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করার কথা তাঁর। এদিন দুবাইয়ের 'জাফজা মুক্তাঞ্চল' এবং 'জেবেল আলি বন্দর' পরিদর্শনে যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে বাংলার প্রতিনিধি দল। জাফজা বড়মাপের মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল। একইসঙ্গে এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্র। জেবেল আলি বন্দর গভীর সমুদ্র বন্দর। বাংলার তাজপুরে এমন বন্দর করার জন্যই দুবাই বন্দরে গিয়ে সেখানকার পরিকাঠামো সরেজমিনে দেখেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি দল।

••••••••••

২৪-এ পাক নির্বাচন

ইসলামাবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন হবে ২০২৪ সালে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন (ইসিপি) একথা জানিয়েছে। চলতি বছরেই পাকিস্তানে ভোট হওয়ার কথা থাকলেও ভোট পিছিয়ে গেল। বিশেষজ্ঞদের মতে, নওয়াজ গোষ্ঠীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভোট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

••••••••••

কুলির বেশে রাহুল

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : মোটর গ্যারাজের শ্রমিক, ট্রাকচালক, সবজিমান্ডির বিক্রেতা, হরিয়ানা কৃষকদের পর এবার রেলস্টেশনে কুলিদের মন কি বাত শুনলেন রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির আনন্দবিহার রেলস্টেশনে গিয়ে কুলিদের অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি তাঁদের ট্রেডমার্ক লাল জামা পরে বাম হাতে বিল্লাও বেঁধে নেন রাহুল। কুলিদের মতো মাথায় একটি ট্রলি তুলে নেন ওয়েনাডের সাংসদ। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আজ আমি আনন্দবিহার টার্মিনালের কুলিভাইদের সঙ্গে দেখা করলাম। দীর্ঘ দিন ধরে ওঁদের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে আমার মনে একটি ইচ্ছা ছিল। ওঁরাও আমাকে ভালোবেসে ডেকেছিলেন। কঠোর পরিশ্রমী ভাইদের সেই ইচ্ছা যে-কোনো মূল্যে পূরণ করা উচিত ছিল।'

উত্তরের আত্মার আজ চারদিকে বিস্তার
প্রতিদিনই থাকে অভিনব ফিচার, যা কোনও বাংলা কাগজে পাওয়া যায় না। ফিচার পেজে উত্তরবঙ্গ সংবাদই বাংলার সেরা
তারাদের কথা — মঙ্গল, বুধ এবং শুক্রবার বলিউড, টলিউড ও হলিউডের কথা
ভালো খবর — খবর মানে তো শুধু খুন, ধর্ষণ, রাজনীতির গালাগাল নয়। মন ছুঁয়ে যাওয়া খবরও থাকে প্রচুর। সেই ভালো খবর থাকে প্রতিদিন
দস্তান-এ দিল্লি — প্রতি সোমবার রাজধানী নয়াদিল্লির নানা রঙিন খবরের কড়চা
উত্তরপক্ষ — উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ১৫ দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর কী কী। কারা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠলেন এই ক'দিনে। চরিত্র ও ঘটনা নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক লেখা ১৫ দিন অন্তর রবিবার।
সুস্থ থাকুন — প্রতি সোমবার রোগ ও প্রতিকারের নানা তথ্য নিয়ে একটি পাতা
নন্দিনী — মেয়েদের ফ্যাশন, স্টাইল ও খাবার নিয়ে পাতা শনিবার
সংস্কৃতি — উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে খবর শনিবার। সঙ্গে থাকছে নতুন বইয়ের পরিচিতি
অর্থ সংবাদ — শেয়ার বাজারের নানা খবর প্রতি রবিবার
পড়াশোনা — স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের জন্য নানা টিপস। প্রতি বৃহস্পতিবার
কৃষিকর্ম — মন রে কৃষিকাজ করো। সবজি চাষের অন্য দিগন্ত শনিবার। ১৫ দিন অন্তর
কাজের কথা — নানা কাজের সন্ধানের হদিস দেওয়া হয় শনিবার। ১৫ দিন অন্তর
গল্পবিজ্ঞান — বিজ্ঞানের নানা আকর্ষক খবর রবিবার। ১৫ দিন অন্তর
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

‘সবার’ পুজোর এবারে ৭৫ বছর

জ্যোতি সরকার

এই পুজো আক্ষরিক অর্থেই সবার। এভাবেই সবাই এই পুজোকে চেনেন। জলপাইগুড়ি পুরাতন পুলিশলাইনের ৭৫ বছরের দুর্গাপুজো এবারে আরও বেশি করে সবার হয়ে উঠতে চাইছে বলে বলা হলে এতটুকুও বাড়িয়ে বলা হবে না।

মণ্ডপসজ্জায় পুরাতন পুলিশলাইন সর্বজনীন পুজো কমিটি বরাবরই অনন্য। এবারের পুজোয় ৫২ ফুট উচ্চতার মণ্ডপে গৌড়বঙ্গের পাশাপাশি দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্য শোভা পাবে। পুজোর জন্য চারদিন নানা কর্মসূচি থাকছে। দুঃস্থ ও বিশেষভাবে সক্ষম ৫০০ জনকে পুজোয় নতুন জামাকাপড় দেওয়া হবে। পুজোর দিনগুলিতে দুঃস্থদের জন্য সহায়তা শিবির চালু থাকবে। নবমীর দিনে এই পুজোয় ৬০০ পরিবারের সদস্যরা কয়েক দফায় পাত পেড়ে প্রসাদ খাবেন। সব মিলিয়ে ১২ লক্ষ টাকায় এবারের পুজো করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব শশধর কর এই পাড়ারই বাসিন্দা ছিলেন। পুজোর আগে পুরাতন পুলিশলাইন মহল্লায় সাহিত্যের আসরে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্তরা নিয়মিতভাবে শামিল হতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী কেশবচন্দ্র দাসের বাড়ি এই মণ্ডপের পাশেই। তিনি মারা গিয়েছেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন এই পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। বর্তমানে তাঁর ছেলে কল্যাণ দাস এই পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য। বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী সুভাষ পাল এই পুজোর প্রতিমা তৈরি করছেন। এবারও ডাকের সাজের প্রতিমা হবে। পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের ঢল সামলাতে স্বেচ্ছাসেবকরা বিশেষ ভূমিকা নেবেন। এছাড়া পুজোর চারদিন ধরে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকছে।

এই পুজো প্রতিবারই বহু পুরস্কার পেয়ে আসছে। শিক্ষাবিদ হরিপদ সামন্ত, ইঞ্জিনিয়ার মানস বিশ্বাস, ব্যবসায়ী অলোক সুধীর সরকার এই পুজোর আয়োজনে রয়েছেন। তাঁদের পরামর্শে এই পুজো কমিটি এবারও বহু পুরস্কার জিতে নেবে বলে আয়োজকদের দৃঢ়বিশ্বাস। সবার স্বার্থে এই পুজো কমিটি এবারেও বহু উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই চোখ পরীক্ষা শিবির, রক্তদান শিবির, ডায়াবিটিস এবং ক্যানসার চিহ্নিতকরণের শিবির হয়েছে। বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে চিকিৎসা শিবির করা হয়েছে। সবার জন্য উদ্যোক্তারা এভাবেই আগামীতেও পুজো চালিয়ে যেতে চান।

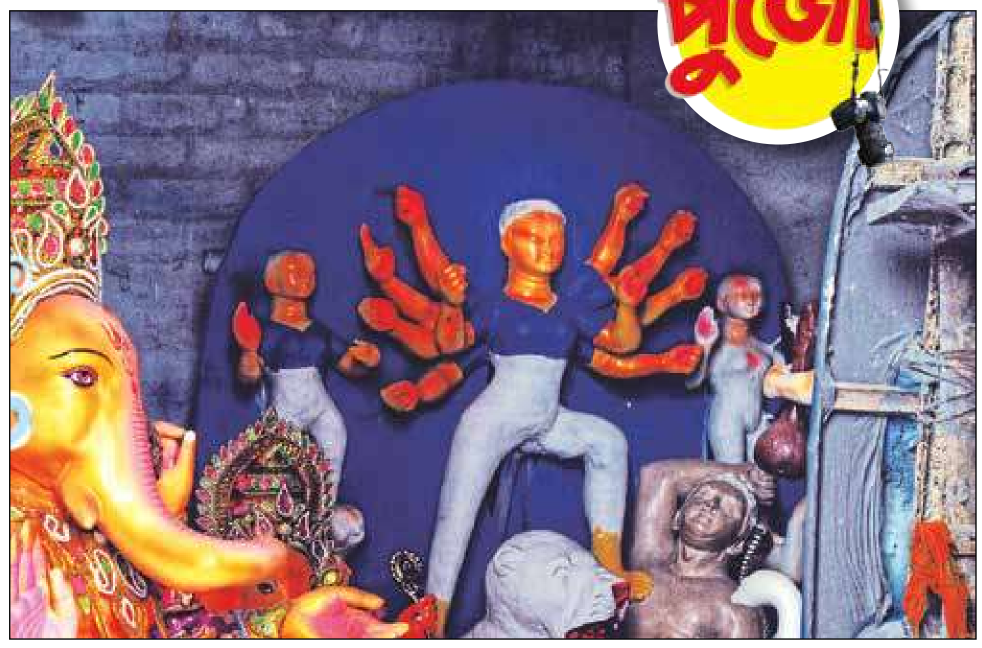

সাজগোজের অপেক্ষায় মৃণ্ময়ী। শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে। ছবিটি পাঠিয়েছেন সুমন দত্ত।

ওরা যেন এ যুগের অপু-দুর্গা। জলপাইগুড়ির তিস্তাপাড়ে কাশবনে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কুমারী সাজার অপেক্ষায় ছোট্ট দীপশ্রী

পারমিতা রায়

দুর্গাপুজোর জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা তো প্রতি বছরের বিষয়। তবে এবার শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়ার ভট্টাচার্য পরিবারের কাছে সেই আগ্রহে যেন আরও একটু অধীরতা রয়েছে। কারণ, ভট্টাচার্য পরিবারের ছোট্ট মেয়ে দীপশ্রীকে এবছর দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির কুমারীপুজোয় দেবীরূপে পুজো করা হবে। ছয় বছরের দীপশ্রী অবশ্য এখনই মোবাইলে কুমারীপুজো দেখেছে। আর তা দেখে সে খুবই উৎসাহী।

শিলিগুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির দুর্গাপুজো এবার ৪১তম বর্ষে পা রাখল। ১৯৭৮ সাল থেকে এই আশ্রমে দুর্গাপুজো শুরু হয়। শহরের রামকৃষ্ণ ভক্তদের ইচ্ছায় এই মঠে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। বেলুড় মঠের সমস্ত নিয়মনীতি মেনে প্রতিবছর দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। এবছর পুজোর জন্য চতুর্থীর দিন গাঙ্গুরিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে ১১ জন পূজারির দল আসবে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে পুজো হয়ে থাকে। আর পুজোর বিশেষ আকর্ষণ হল অষ্টমীতে কুমারীপুজো।

আশ্রমের সম্পাদক কমল মজুমদার বলেন, ‘আমাদের আশ্রমের কুমারীপুজো বিশেষ রীতিনীতি মেনে হয়। সারদা শিশুতীর্থের ছাত্রী দীপশ্রীর স্কুলের সঙ্গে আশ্রমের যোগাযোগের পরেই দীপশ্রীকে বেছে নেওয়া হয়েছে।’

দীপশ্রীর বাবা দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমাদের স্কুলের তরফেই বলা হয় যে, মেয়েকে এবছর কুমারীপুজোর জন্য আশ্রম কর্তৃপক্ষ পছন্দ করেছেন। আমরা খুব উচ্ছ্বসিত। মেয়েও খুব খুশি। আমরা অষ্টমীর জন্য অপেক্ষা করছি।’ সপ্তমী, অষ্টমীতে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

প্রতি বছর বাঘা যতীন ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

এদিকে, ভারত সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দ মহারাজ প্রথম বেনারসে দেবী দুর্গার পুজো করেন। পরবর্তীতে যখন শিলিগুড়িতে আশ্রম তৈরি হয়, এখানকার ভক্তদের ইচ্ছায় এখানেও শুরু হয় দেবীর আরাধনা।

এই পুজোর বিশেষ রীতি সম্পর্কে স্বামী ধর্মাত্মানন্দজি বলেন, ‘ষষ্ঠী থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত পুজো চলে। অষ্টমীতে বিশেষ পুজো করা হয়। সেখানে মনস্কামনা পূরণ করতে অনেকেই পুজো দেন। আর মায়ের অস্ত্রগুলি দিয়ে আরতি করা হয়। সেই আরতি দেখতে অনেকেই ভিড় জমান।’ শহরের এই দুই আশ্রমের দুর্গাপুজোর অপেক্ষায় শহরবাসী।

অপরূপ প্রকৃতির টানে ডে আউট

পুজোয় পাহাড়ি পথে ডেস্টিনেশন হোক পাশাবং, মায়াবী মায়ালু

বিদেশ বসু

শরৎ এসেছে। সেইসঙ্গে পুজোর গন্ধও। কয়েকদিনের নীল আকাশের সাদা মেঘ যেন সেই কথাই জানান দিচ্ছে। পুজোর দিনগুলোতে ডে আউটিংয়ের পরিকল্পনা করছেন অনেকেই। সেরেও ফেলেছেন অনেকে। যাঁরা ভাবেননি এখনও তাঁরা জঙ্গল, পাহাড়ঘেরা নৈসর্গিক ডুয়ার্স আউটিংয়ের কথা ভাবতে পারেন। পাশাবং, শ্যামাবিয়ংয়ের নৈসর্গিক প্রকৃতি আপনাদের মনকে টানবেই। পুজোর কয়েকটা দিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘুরে আসতেই পারেন এই জায়গাগুলি।

মাল শহর থেকে লাভাগামী পথে পার্স্টিং ফাটক থেকে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ শ্যামাবিয়ং হয়ে পাশাবঙে পৌঁছেছে। পাশে পাহাড়ি নদী ঘিসখোলার কলতান। ছোট্ট গ্রামের পাশে ধাপে ধাপে পাহাড়ের সৌন্দর্য। মালবাজার থেকে পাশাবঙের দূরত্ব ৫২ কিমির মতো। পাশাবং থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে রয়েছে পাহাড়ি ঝিল নোকদারা। ইতিমধ্যে পর্যটকদের স্বাগত জানাতে এলাকায় ঝাঁ চকচকে নতুন হোমস্টেও তৈরি হয়েছে। খাবারের কোনও সমস্যা নেই।

পুজোতে ঘোরার স্থানের তালিকায় এবারও স্থান করে নিয়েছে ঝান্ডি-সুনতালে। মাল থেকে গরুবাথান হয়ে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে সুনতালে। তার ঠিক ২ কিলোমিটার পরেই ঝান্ডি। সুনতালেতে এবারও দুর্গাপুজো হচ্ছে। নাম দেওয়া হয়েছে স্বর্গে দুর্গাপুজো। আয়োজকদের অন্যতম শুভম পোদ্দার বলছেন, আমরা পুজো আয়োজনে কোনওরকম ত্রুটি রাখছি না। ডে আউটিংয়ে আসা পর্যটকদের জন্যও প্রসাদ এবং খাবারের ব্যবস্থা থাকছে।

কাছেপিঠে ঘোরার জায়গার তালিকায় রয়েছে আপার ফাগু, মায়ালু বস্তিও। পাহাড়ি চেল নদীর কলতান মুক্তি সেতুর অপার সৌন্দর্য সকলকে বরাবর আকর্ষণ করে। মাল শহর থেকে মীনগ্লাস চা বাগান, গরুবাথান হয়ে আপার ফাগুর দূরত্ব মেরেকেটে মাত্র কুড়ি কিমি। তার দু’কিলোমিটার দূরেই ‘মায়াবী’ মায়ালু বস্তি। গ্রামের সকলে একতা সমাজ গড়ে নিজেরাই গ্রামকে সাজিয়ে রেখেছেন, পর্যটকদের স্বাগত জানাতে। স্থানীয় বাসিন্দা অগম রাই বলেন, আমরা পর্যটকদের স্বাগত জানাতে সব রকমেরই প্রস্তুতি নিচ্ছি।

যাঁরা পাহাড়ে ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর আগে বাইক রাইডিং করতে ভালোবাসেন, পুজোয় তাঁদের ঘুরতে যাওয়ার তালিকায় আসতে পারে আহালে-মিশনহিল-সাকাম।

গরুবাথানের পান্ডারা মোড় থেকে ডানপাশে পাহাড়ি পথ আহলে এলাকায় পৌঁছেছে। সেখানে আই লাভ গরুবাথান সাইনেজ বোর্ডের সামনে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দেওয়াই যায়। অদূরে রয়েছে পাহাড়ি এলাকায় সুইমিং পুল। ফেরার পথে পৌঁছে যাওয়া যায় সবুজ গালিচার মতন বুড়িখোলা বনাঞ্চলে। সেখানে নেওড়া নদীর সেতুর ওপর ফুরফুরে হাওয়া মনকে সতেজ করে দেয়।

মাল থেকে পান্ডারা মোড় হয়ে এখানকার দূরত্ব মাত্র ২২ কিলোমিটার। একটু দূরে সাকামের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এই রুটে বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজোও হয়। মিশনহিল পাহাড়ের গুপ্তেশ্বর ধাম মন্দিরে নবরাত্রির পুজোতেও ভালো লোকসমাগম হয়।

চাপড়ামারি-ঝালংয়ের রাস্তা চওড়া করার কাজ চলছে। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যাত্রীরা মেটেলি, সামসিং হয়ে কুমাই এলাকায় ঘুরতে পছন্দ করছেন। এই রুটও ডে আউটিংয়ের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সামসিংয়ের অপার সৌন্দর্য পেরিয়ে কুমানি মোড় হয়ে আপার কুমাইতে পৌঁছে যাওয়া যায়। চা বাগান, বনাঞ্চল, পাহাড় একসঙ্গে দেখার সুযোগ রয়েছে। মাল থেকে আপার কুমাইয়ের দূরত্ব ৩৫ কিমি। পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে ভক্তিভরে দুর্গাপুজোও হয়। প্রচুর হোমস্টে রয়েছে। পুজোয় বুকিংও চলছে।

কুমাই ইকো ফ্রেন্ডলি টুরিজম সোসাইটির সভাপতি বিজয় থাপা বলছেন, আমাদের পুজোর বুকিং ভালোই হয়েছে। তাছাড়া পুজোর কিংবা ছুটির দিনগুলিতে ডে আউটে ভ্রমণার্থীরা আসেন। আমরা খাবারের ব্যবস্থা রাখি। এই রুটেই ঝালং, বিন্দু, প্যারেন, চিসাং, তোদে, তাংদার মতো স্পট রয়েছে। শরৎ-শীতের সন্ধিক্ষণে আদুরে রৌদ্র মেখে ঘোরার আনন্দ উপভোগ করাই যেতে পারে। মাল শহরের যুবক সৈকত ঘোষ বলেন, আমরা এখন থেকেই পুজোর দিনে ঘোরার পরিকল্পনা করে রেখেছি।

পুজোর কয়েকটা দিন ভূরিভোজ ছাড়া চলে না। এই ক’টা ছুটির দিনই ভালোমন্দ রান্না, বাইরে খাওয়াদাওয়া চলে। পুজোর সময় সকলেরই ইচ্ছে করে নতুন নতুন পদ খাওয়া ও পরিবারের সঙ্গে মজা করে খাওয়া। প্রতিনিয়ত নতুন পদ দেখে রান্না করতে বেশ ভালো লাগে।

-মালবিকা অধিকারী
সুভাষপল্লি শিলিগুড়ি

পোস্তর বড়া দিয়ে গন্ধরাজ ইলিশ

উপকরণ

- ইলিশ মাছ (৩০০ গ্রাম)
- পেঁয়াজকুচি-১টা
- আদা বাটা (১ চামচ)
- কাঁচালংকা বাটা (হাফ চামচ)
- চেরা কাঁচালংকা- দু’-তিনটে
- গন্ধরাজ লেবুর রস-৩ চামচ
- কালো জিরে- (হাফ চামচ)
- লম্বা করে কাটা কুমড়ো (১ বাটি)
- জিরে গুঁড়ো- হাফ চামচ
- টমেটো (১টা বাটা)
- সাদা সর্ষে ও কালো সর্ষে একসঙ্গে বাটা
- নুন
- হলুদ
- চিনি
- কাশ্মীরি গুঁড়ো লংকা
- সর্ষের তেল- প্রয়োজন মতো
- পোস্ত- ৫ চামচ
- ময়দা- দেড় চামচ

প্রণালী

পোস্তর বড়া বানানোর জন্য বেটে রাখা পোস্ত, ময়দা, নুন, চিনি, হলুদ ও একটু গোটা পোস্ত মেখে নিতে হবে। কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে বড়ার আকারে ভেজে তুলে নিতে হবে। টুকরো করা কুমড়োতে হলুদ ও নুন মাখিয়ে ভেজে তুলতে হবে। মাছ, নুন ও হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলে রাখতে হবে। এরপর অল্প তেল আবার গরম করে তার মধ্যে কালোজিরে, কাঁচালংকা ফোরণ দিয়ে পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এরপর আদা, কাঁচালংকা ও টমেটো বাটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিতে হবে। জিরে গুঁড়ো, নুন, চিনি, হলুদ, কাশ্মীরি লংকার গুঁড়ো দিয়ে কষাতে হবে বেশ কিছুক্ষণ। এরপর সর্ষেবাটা জলে গুলে কড়াইয়ে দিয়ে একবার ফুটতে শুরু করলেই ভাজা মাছ, ভেজে রাখা কুমড়ো ও পোস্তর বড়া দিতে হবে। একটু ফুটিয়ে নিয়ে শেষে কাঁচালংকা, গন্ধরাজ লেবুর রস, সর্ষের তেল ছড়িয়ে গরমগরম পরিবেশন করুন ইলিশের এই বিশেষ রেসিপি।

সুখাদ্যের ‘বাঞ্ছাপূরণ’ নিউ কল্পতরুতে

শুভ সরকার

সিকিমের একের পর এক মুখ্যমন্ত্রী যেসব সুখাদ্যের টানে ফিরে ফিরে আসেন, তার স্বাদ নিতে চান আপনিও? তাহলে তো পুজোর সুযোগে আপনাকে আসতেই হবে শিলিগুড়ি শহরের নিউ কল্পতরু পাইস হোটেলে।

পানিট্যাঙ্কি মোড়ের এই ভাতের হোটেল চেহারায় চকচকে আধুনিক। রয়েছে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, ফ্রি ওয়াই-ফাইয়ের ব্যবস্থাও। আর এসবের মধ্যে নিউ কল্পতরু তার নিজস্বতা ধরে রেখেছে মেনুতে আর রান্নার কৌশলে। ছোট মাছের ঝাল কিংবা চচ্চড়ি, লাউচিংড়ি, কাতলা মাছের দমদার টুকরো, ইলিশের মনভরানো পদ বা চিতল মাছের কোলের পিস, মৎস্যপ্রেমী হলে এসবের টান অগ্রাহ্য করা মুশকিল।

ব্যবসার পত্তন ১৯৮১ সালে, ব্রজগোপাল বিশ্বাসের হাত ধরে। তাঁর মৃত্যুর পর ব্যবসা ভাগ হয়ে যায়। ব্রজগোপালবাবুর ছেলে, বর্তমান মালিক মনোজ বিশ্বাসের নিজের হাতে সাজানো নিউ কল্পতরুর যাত্রা শুরু ২০১৩ সালে। এমনি দিনেই মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজের সময় যথেষ্ট ভিড় হয়। আর পুজোর চারদিন সেই ভিড় বাড়ে বই কমে না। এই হোটেলে আগে থেকে টেবিল বুকিং হয় না। তাই ভিড়ের সময় এলে একটু অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। এই ফাঁকে শুনে নেওয়া গেল সময়ের কথা। সপ্তমী থেকে দশমী অবধি লাঞ্চ আওয়ার শুরু বেলা ১১টা থেকে। চলবে মোটামুটি ৫টা অবধি। তারপর ডিনার টাইম শুরু সন্ধে ৭টা থেকে। আর চলবে? রাত ৩টে অবধি। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে যদি সময়ের খেয়াল না থাকে, তবে গভীর রাতে খিদে মেটাতে ভরসা করতেই পারেন রকমারি বাঙালি রান্নার এই প্রতিষ্ঠানকে। মালিক মনোজবাবু নিজে গ্যারান্টি দিচ্ছেন, ‘রাত যতই হোক, পাতে খাবার পড়বে গরম গরম।’

নিরামিষ থেকে আমিষ, মাছ থেকে মাংস- মিলবে নানা দামের নানা কিসিমের থালি। এখানকার হট ফেভারিট চিতল মাছের থালিতে থাকবে ভাত, ডাল, সবজি, দু’রকমের ভাজা, স্যালাড, চাটনি আর অবশ্যই চিতল মাছ। দাম শুরু ৯৬০ টাকা থেকে। ইলিশের থালির দাম ঘোরাফেরা করে ৬০০ থেকে ৭৫০ টাকার মধ্যে।

এসব থালি ছাড়াও পুজো-স্পেশাল বাসন্তী পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, প্লেন পরোটা, আলুর পরোটা খেতে আসতেই পারেন নিউ কল্পতরু পাইস হোটেলে। বাজার থেকে বাছাই করে নিয়ে আসা সবজি-মাছ, হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে মিক্সিতে পিষে বানানো মশলা দিয়ে তৈরি করা একদম বাড়ির রান্নার স্বাদ। শহরে চালু অন্যান্য বেঙ্গলি কুইজিনের হোটেল থেকে নাকি এখানেই আলাদা নিউ কল্পতরু। দাবি মনোজবাবুর।

ছবি : সূত্রধর

সাবধানের মার নেই...

ডেঙ্গি সতর্কতা। মশারির ভেতরে মূর্তি তৈরি ব্যস্ততা। কলকাতার একটি মণ্ডপে বৃহস্পতিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

সরকারি দপ্তরে ই-ভেহিকলে উৎসাহ

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : পেট্রোল-ডিজেলচালিত গাড়ির বদলে মন্ত্রী-আমলাদের চড়ার জন্য যত বেশি সম্ভব বিদ্যুৎচালিত গাড়ির ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার বেশকিছু বিদ্যুৎচালিত গাড়ি কিনেছে। পাশাপাশি ভাড়া হিসেবেও যত বেশি সম্ভব বিদ্যুৎচালিত গাড়ি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের তরফে এব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে।

পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেছেন, 'পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহার ও দূষণমাত্রা কমাতে আমরা ই-ভেহিকলের ওপর জোর দিচ্ছি। শুধু সরকারি ক্ষেত্র নয়, বেসরকারি সংস্থারাও যাতে ই-ভেহিকল ব্যবহার বাড়ায় সেই ব্যাপারেও আমরা তাদের উৎসাহিত করছি। তবে এখনই সব সরকারি গাড়িকে ই-ভেহিকলে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কারণ, সেগুলির দাম অত্যন্ত বেশি।'

রাজ্য সরকার পরিবেশের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই কলকাতায় বেশকিছু ই-বাস নামিয়েছে। সেগুলি সাফল্যের সঙ্গে চলছে। ই-বাসগুলি চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট রুটে এবং ডিপোগুলিতে বেশকিছু চার্জিং পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রী-আমলাদের গাড়ি কোনও নির্দিষ্ট রুটে চলে না। তাই সেগুলি চলাচলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে চার্জিং স্টেশন তৈরি হওয়া জরুরি। কলকাতা সহ রাজ্যে এখনও সেভাবে চার্জিং স্টেশন তৈরি হয়নি। তাই অনেকেই এর বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পরিবহণমন্ত্রী বলেন, 'এটা ঠিক যে, এখনও চার্জিং স্টেশনের পরিমাণ খুব অল্প। আমাদের আরও অনেক চার্জিং স্টেশন তৈরি করতে হবে। আবার চার্জিং স্টেশনগুলি তৈরি করে ফেলে রাখা যাবে না। তাই ই-ভেহিকল ও চার্জিং স্টেশন তৈরির মধ্যে আনুপাতিক হার ঠিক রাখতে হবে। এসব কিছু মাথায় রেখে আমরা কলকাতায় ই-ভেহিকলের সংখ্যা ও চার্জিং স্টেশন বাড়িয়ে চলেছি।'

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রচুর দাম দিয়ে একলপ্তে প্রচুর ই-ভেহিকল কেনা সম্ভব নয়, সেজন্য বিদ্যুৎচালিত গাড়ি ভাড়া নেওয়ার সিদ্ধান্তও অনুমোদিত হয়েছে। গড়ে প্রতিটি বিদ্যুৎচালিত গাড়ি পিছু মাসে ৪৬ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করা যাবে। গাড়ি যতটা চলবে সেই অনুযায়ী কিলোমিটার পিছু ৮ টাকা করে ভাড়া অনুমোদন করা হয়েছে। আদালতের রায়, ১৫ বছর পার হওয়া ডিজেল ও পেট্রোল গাড়িগুলি ট্যাক্সি হিসেবে চালানো যাবে না। সেই নিয়মে এবছর ২০ হাজার ট্যাক্সি বাতিল হবে। সেগুলির জায়গাতেই বিদ্যুৎচালিত গাড়ি নামাতে চাইছে পরিবহণ দপ্তর। রাজ্য সরকার ২০১৮ সালে লাক্সারি ট্যাক্সির ভাড়া বাড়িয়ে দিন প্রতি ৪৬৮ টাকা করেছিল। কিন্তু এবার বিদ্যুৎচালিত গাড়ি নেওয়ার জন্য দিন প্রতি ভাড়া অনেকটাই বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে।

রাজ্যের নির্দেশ

- দূষণ কমাতে বিদ্যুৎচালিত গাড়ি ব্যবহারে জোর
- পরিবহণ দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে
- তাতে রাজ্যের মন্ত্রী এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্তাদের বিদ্যুৎচালিত গাড়ি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে
- প্রচুর দাম হওয়ায় একসঙ্গে এত বিদ্যুৎচালিত গাড়ি কিনতে পারবে না রাজ্য সরকার
- এই জন্য বিদ্যুৎচালিত গাড়ি ভাড়া নেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে
- সরকারি স্তরের পাশাপাশি বেসরকারি স্তরেও বিদ্যুৎচালিত গাড়ি ব্যবহারে জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার

১৬টি ফাইল নিয়ে পুলিশি তৎপরতায় প্রশ্ন

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির কম্পিউটারে ইডির ডাউনলোড করা ১৬টি ফাইল নিয়ে কলকাতা পুলিশ এত তৎপর কেন? বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই প্রশ্ন তোলেন। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির সিইও এবং ডিরেক্টর সহ বেশ কয়েকজন অফিসারের সম্পত্তির হিসেব জমা দিতে বলেছিলেন বিচারপতি সিনহা। এদিন হাইকোর্টে ইডি সেই খতিয়ান জমা দেয়। সেই প্রসঙ্গে বিচারপতি সিনহা এই প্রশ্ন তোলেন।

ওই কোম্পানির সিইও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে ওই কোম্পানির ডিরেক্টর তাঁর বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবার সম্পত্তির হিসেবই এদিন আদালতে জমা পড়েছে। এই কোম্পানির টাকা সিনেমা জগতে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা সেবিষয়ে তদন্ত চলছে বলে ইডি আদালতে জানিয়েছে।

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির কম্পিউটারে ফাইল ডাউনলোডের মামলার শুনানি চলেছে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। মামলাটির রায়দান স্থগিত রয়েছে। এদিন বিচারপতি সিনহার এজলাসে রাজ্যের আইনজীবী জানান, সিবিআই ও ইডির তদন্ত নিয়ে কলকাতা পুলিশ মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ফাইলগুলি ডাউনলোড করার বিষয়ে। পুলিশ সেটাই খতিয়ে দেখতে চায়। তবে বিচারপতি ঘোষ নির্দেশ দিয়েছেন এব্যাপারে কারও বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না। যদিও পুলিশ চাইলে সিবিআই ও ইডির কাছে এবিষয়ে মেল করে জানতে চাইতে পারে। তখনই বিচারপতি সিনহা প্রশ্ন তোলেন পুলিশের তৎপরতা নিয়ে।

তিনি বলেন, 'একটা জিডি হয়েছে, তাতেই এত তৎপর পুলিশ? অন্য মামলার ক্ষেত্রে তো এত তৎপরতা দেখা যায় না।' তখন রাজ্যের আইনজীবী বলেন, 'পুলিশ কিছু না করলে আবার নিষ্ক্রিয় বলে অপবাদ দেওয়া হয়।' ইডির আইনজীবী আদালতে বলেন, 'আমাদের তদন্তে অকারণ বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন? আমাদের তদন্ত শেষ করতে দেওয়া হোক।' রাজ্যের আইনজীবী জানান, পুলিশ আদৌ তদন্তে বাধা সৃষ্টি করছে না। ওই ১৬টি ফাইল কেন ডাউনলোড করা হল সেটাই পুলিশ দেখতে চায়। তার বাইরে পুলিশের কোনও মাথাব্যথা নেই।

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস মামলা

একটা জিডি হয়েছে, তাতেই এত তৎপর পুলিশ? অন্য মামলার ক্ষেত্রে তো এত তৎপরতা দেখা যায় না।

– অমৃতা সিনহা
বিচারপতি

৯৬ জন চাকরি প্রাপক টেট ফেল

স্বীকার পর্ষদের

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : টেট পরীক্ষায় ফেল করেও প্রাথমিকে ৯৬ জন চাকরি পেয়েছিলেন। আদালতে জমা দেওয়া সিবিআইয়ের রিপোর্ট কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এতে এই মামলায় নতুন মোড় নিল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতে ফের হইচই শুরু হয়েছে।

এর আগে ২৬৫ জন টেট ফেল ব্যক্তির চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। যদিও সেই চাকরি বাতিলের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই এবং ইডির অফিসাররা এবার পর্ষদের অফিসে যাবেন। দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা খতিয়ে দেখবেন ওএমআর শিট ডিজিটাইজড করার সিদ্ধান্ত কে নিয়েছিলেন বা কেন নিয়েছিলেন? ওএমআর শিট কোন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাইজড করা হয়েছিল, তাও দেখা হবে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে পর্ষদকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ১০ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

এদিকে ২০২০ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মেধাতালিকা নিয়েও সমস্যা দেখা গিয়েছে। তাদের ওয়েবসাইট হ্যাক করা হয়েছে বলে সম্প্রতি থানায় অভিযোগ জানিয়েছে পর্ষদ। এই নিয়ে পুলিশের রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি।

টেট ফেল করেও কীভাবে চাকরি পেল ওই ৯৬ জন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পর্ষদ বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়ায় বিরোধীরাও সুর চড়িয়েছে শিক্ষা দপ্তরের হাল নিয়ে।

পার্থর চার্জশিটে সম্মতি বোসের

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নামে সিবিআইয়ের চার্জশিটের অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আদালতে একথা জানিয়েছে। আদালতে তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, গ্রেপ্তারির সময় পার্থবাবু রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। প্রয়োজনমতো প্রাক্তন মন্ত্রীর চার্জশিটে রাজ্যপাল সই করেছেন।

বরানগর পুরসভার ৩২ কর্মীকে তলব

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই একসঙ্গে বরানগর পুরসভার ৩২ জন কর্মীকে নিজাম প্যালেসে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে। তাঁদের ২০ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে।

হাইকোর্টের নির্দেশে পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত অয়ন শীলের সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি চালাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বেশ কিছু সন্দেহজনক নথির হদিস পান। তাঁরা এ বিষয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই মামলায় আলাদা এফআইআর করে তদন্ত করার অনুমতি চান। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সেই দাবি মেনে নিয়ে সিবিআইয়ের পাশাপাশি ইডিকেও এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন। এরপরই বরানগর, কামারহাটি, পানিহাটি, উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম ইত্যাদি পুরসভায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। নিয়োগ সংক্রান্ত প্রচুর নথিও তারা বাজেয়াপ্ত করে।

২০১৪ সালের পর থেকে বরানগর পুরসভায় যে সমস্ত নিয়োগ হয়েছে সিবিআই সেই বিষয়ে বিশদ জানতে চায়। কোন কোন পদে কীভাবে নিয়োগ করা হয়েছে তা পুরসভার কর্মীদের কাছ থেকে জানতে চান সিবিআই আধিকারিকরা। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, 'হয়রানি করার জন্যই পুরকর্মীদের ডাকা হচ্ছে।'

ফিরলেন জিতেন্দ্র

আসানসোল, ২১ সেপ্টেম্বর : আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র ও বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারির আসানসোলে আসার নিষেধাজ্ঞা ১২ সেপ্টেম্বর তুলে নিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ বহাল হতেই ৫ মাস পর বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোলে পা রাখলেন জিতেন্দ্র। সস্ত্রীক জিতেন্দ্র তেওয়ারি ট্রেন থেকে নামতেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁকে ঘিরে বিজেপি নেতা ও কর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

তিনদিন বন্ধ মন্দির

দুবরাজপুর, ২১ সেপ্টেম্বর : বীরভূমের শৈবক্ষেত্র বক্রেশ্বরধামের শিব মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকবে ৩ দিন। ভক্তদের জন্য শনিবার, রবিবার এবং সোমবারের জন্য এই সিদ্ধান্ত। দু'দিন অষ্টধাতুর বসন বদল করা হবে। নতুন গৌরীপট ও বসন লাগানো হবে। সোমবার অঙ্গরাগের পর পুজোপাঠ, হোমযজ্ঞের মাধ্যমে অভিষেক হবে। মঙ্গলবার মন্দির খুলে দেওয়া হবে।

কুন্তলের চিঠি নিয়ে ফের তদন্তের আর্জি

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : নিয়োগ মামলায় ধৃত তৃণমূলের বহিষ্কৃত যুবনেতা কুন্তল ঘোষের চিঠি নিয়ে নতুন করে তদন্ত দাবি করলেন তাঁর আইনজীবী। তিনি আলিপুরের বিশেষ আদালতে বৃহস্পতিবার আর্জি জানিয়ে আবেদন করেন, কুন্তলের সেই চিঠি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক। সেখান থেকে এফআইআর দায়ের করে শুরু হোক প্রয়োজনীয় তদন্ত।

আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত ও হেস্টিংস থানায় চিঠি লিখে কুন্তল অভিযোগ জানিয়েছিলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলার জন্য তাঁর ওপর চাপ দিচ্ছে ইডি। হেপাজতে তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। এই চিঠির বয়ান মিথ্যা দাবি করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই ব্যাপারে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। নির্দেশে জানান, সিবিআই চাইলে এই মামলায় অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। মামলাটি পরবর্তীকালে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে স্থানান্তরিত হলে তিনিও এই নির্দেশ বহাল রাখেন। ৫ সেপ্টেম্বর আলিপুরের বিশেষ আদালতের বিচারক কুন্তলের চিঠি সম্পর্কে সিবিআইয়ের যুগ্ম অধিকর্তা ও কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ)-কে তদন্তের নির্দেশ দেন। কিন্তু সিবিআই আপত্তি জানিয়ে বলে, হাইকোর্টের নির্দেশে এর তদন্ত চলছে। সুপ্রিম কোর্ট এই ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছিল তার ব্যাখ্যা চেয়ে সিবিআই ফের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু তাদের আর্জি খারিজ হয়ে যায়। এরপর হাইকোর্টের শুনানিতে নিম্ন আদালতের রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই কুন্তল পুলিশের তদন্ত চেয়ে আবার আদালতে আইনজীবী মারফত আবেদন জানান।

ডাকে মিলবে জমি কেনাবেচার দলিল

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে ঘুঘুর বাসার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। ঘুঘুর বাসা ভাঙতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার তৎপর হয়েছেন। বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে ভূমি সংস্কার দপ্তরের একাধিক আধিকারিককে। এবার জমি-বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি অফিসে ভোগান্তি এড়াতে অনলাইন প্রক্রিয়া চালু করতে চলেছে নবান্ন।

এতদিন জমি-বাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইজিআর রসিদ নিয়ে ক্রেতা বা গ্রহীতাকে রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে হত। সেখান থেকে তাঁরা জমির আসল দলিল পেতেন। এবার থেকে দলিলের জন্য ক্রেতা বা গ্রহীতাকে আর ভূমি দপ্তরে যেতে হবে না। বাড়িতে বসেই ডাকযোগে জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রির দলিল তাঁরা পেয়ে যাবেন। বিদেশ সফরে যাওয়ার আগেই মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে তৎপর হতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই দপ্তর যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে রেখেছে। ২৩ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ সফর থেকে ফেরার পরই এই সংক্রান্ত ফাইলে চূড়ান্ত সিলমোহর দেবেন। তারপরই এই প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাবে।

নবান্নের এক কর্তা জানিয়েছেন, 'জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের পর আসল দলিল পেতে ক্রেতা বা গ্রহীতাকে চূড়ান্ত নাজেহাল হতে হত বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এবার এই ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে একদিকে যেমন

ক্রেতা বা গ্রহীতার হয়রানি কমবে, তেমনই দপ্তরের কাজে অনেক স্বচ্ছতা আসবে।' এখন রেজিস্ট্রির পর অরিজিনাল দলিল হাতে পেতে ৭ থেকে ২১ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। নয়া ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে এক সপ্তাহের মধ্যেই রেজিস্ট্রির ঠিকানাতে ডাকযোগে মূল দলিল পৌঁছে যাবে। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরটি মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রেখেছেন। এখন মিউটেশনের জন্য অনলাইন পদ্ধতি চালু হয়ে গিয়েছে। অনলাইনে দলিলের সার্টিফায়েড কপি পাওয়া যায়। কিন্তু অরিজিনাল বা মূল দলিল পেতে এখনও ক্রেতা বা গ্রহীতাকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে হয়রানির অভিযোগ থাকে। এবার সেই হয়রানি থেকে মুক্তি দিতে নতুন ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : যে কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **বৃষ :** মায়ের পরামর্শ নিয়ে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। হঠাৎ জ্বরে ভোগান্তি। **মিথুন :** বাড়িতে ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য। পেটের রোগে ভোগান্তি। **কর্কট :** পরিবারের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গিয়ে আনন্দ। পড়ে গিয়ে হাড়ে আঘাত লাগতে পারে। **সিংহ :** ব্যবসার জন্যে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। **কন্যা :** খুব সামান্য পরিশ্রমে সফল হবেন। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার ইচ্ছা পূরণ হবে। **তুলা :** ছোটখাটো সমস্যায় জড়িয়ে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। নতুন ব্যবসা নিয়ে কথাবার্তা সফল হবে। **বৃশ্চিক :** ভাইয়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। নতুন কোনও বন্ধু পেয়ে খুশি হবেন। চোখের সমস্যা। **ধনু :** আজ পারলে কিছু ঋণ শোধ করার চেষ্টা করুন। কোনও ভালো মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **মকর :** ভাইবোনে মিলে কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে খুশি। ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ধার করতে হতে পারে। **কুম্ভ :** কোমর ও পিঠের ব্যথায় কষ্ট। মায়ের শরীর ভালো হওয়ায় স্বস্তি। পথে কোনও তর্ক নয়। **মীন :** বহুদিনের কোনও আশা পূরণ হওয়ায় আনন্দ। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে দুশ্চিন্তা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ শুক্রবার ৪ আশ্বিন ১৪৩০, ভাঃ ৩১ ভাদ্র, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৪ আহিন, সংবৎ ৭ ভাদ্রপদ সুদি, ৬ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৯, অঃ ৫।৩৩। শুক্রবার, সপ্তমী দিবা ৯।১০। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ১২।২৪। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৯।৫৮। বণিজকরণ দিবা ৯।১০ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৮।২৫ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১২।২৪ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৯।১০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ৯।১০ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৮।৩০ গতে ১১।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি-৮।৩৮ গতে ১১।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৭।১৩ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ,রাত্রি ৩।৫৪ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৮।৩০ মধ্যে সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ বিক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। (অতিরিক্ত বিবাহ-রাত্রি ১২।৪২ গতে শেষরাত্রি ৫।৯ মধ্যে কর্কট ও সিংহলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) -অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৯।১০ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ - দিবা ৬।২২ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫১ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৯ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ৩।৭ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

ডাইনি অপবাদে কুপিয়ে খুন বৃদ্ধাকে

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : ডাইনি সন্দেহে চইতি ওরাওঁ (৬০) নামে এক বৃদ্ধাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী দুই যুবকের বিরুদ্ধে। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রতিবেশীদের আক্রমণে গুরুতর জখম হয়েছেন বৃদ্ধার স্বামী সত্তরোর্ধ্ব বালিরাম ওরাওঁ। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নারারথলি এলাকায়।

কুমারগ্রাম থানার কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ অভিযুক্ত সঞ্জয় ওরাওঁ এবং আলম ওরাওঁ নামে দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবারও গোটা এলাকা থমথমে ছিল।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে অভিযুক্ত সঞ্জয় ওরাওঁ কয়েক দিন আগে বাড়িতে আসে। অনুষ্ঠান শেষে বুধবার রাতে সঞ্জয় এবং তার খুড়তুতো ভাই আলম প্রতিবেশী নিঃসন্তান ওরাওঁ দম্পতির বাড়িতে চড়াও হয়। ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। ঘুমিয়ে থাকা চইতিকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি কুড়ুল চালিয়ে দেয়। ঘটনার জেরে ঘরের ভেতরেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। বাধা দেওয়ায় অভিযুক্তদের রোষ গিয়ে পড়ে বৃদ্ধার স্বামী বালিরামের উপর। তাঁকে মারতে মারতে অনতিদূরে ঝারিয়া ওরাওঁয়ের বাড়িতে নিয়ে আসে দুই ভাই। ঝারিয়া সম্পর্কে বালিরামের ভাই। অভিযুক্তরা ঝারিয়াকে বহুবার ডাকাডাকি করলেও সে সাড়া দেয়নি। কিছু সময় পর ঝারিয়ার স্ত্রী লাচ্ছু ওরাওঁ দরজা খুলে বাইরে এলে তখন তারা গুরুতর জখম বালিরামকে সেখানেই ফেলে রেখে চলে যায়।

খবর পেয়ে পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে আসে। গুরুতর জখম অবস্থায় বালিরামকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তীতে তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে চইতির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। গ্রামবাসীর মুখে ঘটনার কথা শুনে বৃহস্পতিবার রাতেই অভিযুক্ত ২ জনকে আটক করে পুলিশ। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীহরি নার্জিনারি জানান, ডাকিনী বিদ্যা প্রয়োগ করে নিঃসন্তান ওরাওঁ দম্পতি নাকি অভিযুক্তর দিদি এবং মাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে। ওরাওঁ দম্পতি যাতে কালা জাদু করে গ্রামের আর কারোর ক্ষতি করতে না পারে সেজন্যই নাকি অভিযুক্ত দুই ভাই ওরাওঁ দম্পতির বাড়িতে চড়াও হয়।

মৃতার নিকট আত্মীয় শর্মিলা ওরাওঁ বলেন, 'অভিযুক্ত সঞ্জয়ের মা কয়েক দিন আগে বিষক্রিয়ায় মারা গিয়েছেন। তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ। অভিযুক্তের দিদি বছর পাঁচেক আগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এসবের জন্য নাকি আমার জেঠিশাশুড়ি তুকতাক করেছিল।' ডাইনি অপবাদের কথা স্বীকার করে নিয়ে মৃতার জা লাচ্ছু ওরাওঁ প্রায় একই কথা বলেন।

এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সঞ্জয় দীর্ঘবছর ধরে বেঙ্গালুরুতে থাকে। সেখানেই কাজ করে। ৩-৪ দিন আগে বাড়িতে এসেছিল। এদিকে অভিযুক্ত সঞ্জয়ের দিদি পুনম লাকড়া বলেন, 'দুই ভাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে। রাতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষে ভাই কোথায় গিয়েছিল সেসব কিছু জানি না। সকালে উঠে শুনতে পাচ্ছি, ওরা প্রতিবেশী এক বৃদ্ধাকে কুপিয়ে খুন করেছে।' পুনম কিন্তু ভাইয়ের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নন।

তবে পুনম মানতে না চাইলেও মৃতার পরিজনেরা ব্যাপক ক্ষিপ্ত। মৃতার দেওর ঝারিয়া ওরাওঁ বলেন, 'ডাইনি অপবাদ দিয়ে বৌদিকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে ওরা। দাদাকেও আক্রমণ করেছে। ও রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির সামনে পড়ে ছিল। এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।'

মৃতার বাড়িতে প্রতিবেশীরা। খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নারারথলিতে।

কিরীটেশ্বরী

প্রথম পাতার পর

রাজ্য পর্যটন দপ্তর গ্রামটির পর্যটন আকর্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে।

ইতিহাস অনুযায়ী, ১১১৪ সালে এই মন্দিরের প্রথম প্রতিষ্ঠা নাটোরের রানি ভবানীর সৌজন্যে। পরে মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে মন্দিরটির প্রথম সংস্কার করেছিলেন। দেবীর ৫১ পীঠের অন্যতম হিসেবে এই গ্রামের আগে থেকেই আকর্ষণ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার সেরা পর্যটন গ্রামের মর্যাদা দেওয়ায় সেই আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে মনে করছে পর্যটন দপ্তর।

মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। গর্ভগৃহে কোনও বিগ্রহ নেই। একটি উঁচু বেদির ওপর অর্ধপদ্মাকৃতি পাথরের খণ্ড রয়েছে। যাকে দেবীর পাদপীঠ বলে অনুমান করা হয়। কিরীটেশ্বরী দেবীকে লাল কাপড়ে আবৃত করে রাখা হয়। প্রতিবছর দুর্গাষ্টমীর বিশেষ তিথিতে কাপড় পরিবর্তন করে দেবীকে নানা উপকরণে স্নান করানোর প্রথা প্রচলিত। মন্দিরের নানা মাহাত্ম্য কথা ছড়িয়ে আছে লোকশ্রুতিতে। বিশ্বাস আছে, এই পীঠস্থান যাঁর আরাধনায় জাগ্রত হয়েছিল, তিনি রানি ভবানীর দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণ রায়।

সেই রামকৃষ্ণের সাধনাস্থল পঞ্চমুণ্ডির আসন এখনও এই পীঠে আছে। কথিত প্রাচীন বা আদি মন্দিরে একটি ছোট বেদির ওপর দেবীর মুখ আঁকা। দুই মন্দিরেই পুজো হয়। প্রতি বছর পৌষ মাসের মেলায় হাজার হাজার পুণ্যার্থী ভিড় করেন মন্দিরে।

পঞ্চায়েত সদস্য

প্রথম পাতার পর

এলাকার বাসিন্দারা আবার একটি প্রশ্ন তুলেছেন। অন্য দিন কলোনি মোড়ে পুলিশের চেকিং পয়েন্ট থাকে। তাহলে ঘটনার দিন সেখানে পুলিশ ছিল না কেন? আর রব্বানির হুমকি, 'এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখব। পুলিশের গাফিলতি পেলে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা বলেছেন, প্রথমবার দুষ্কৃতীদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার পর মুস্তাফা বাইক থেকে লাফিয়ে নেমে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু চিৎকার করে লোক ডাকেননি। তাছাড়া তাঁর বয়ানে পুলিশ কিছু অসংলগ্নতা পেয়েছে বলেই হয়তো গ্রেপ্তার করেছে। প্রধান খুনে কী মোটিভ থাকতে পারে তা তৃণমূলও দলীয়ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখছে।

আবহাওয়া
শুক্রবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩২.০	২৭.০
শিলিগুড়ি	২৫.০	২২.০
জলপাইগুড়ি	২৬.০	২৩.০
কোচবিহার	২৮.০	২৪.০
আলিপুরদুয়ার	২৮.০	২৪.০
মালদা	৩১.০	২৫.০
রায়গঞ্জ	২৮.০	২৪.০
গ্যাংটক	১৯.০	১৬.০

ঐক্য দেখাতে ব্যর্থ নেতারা

প্রথম পাতার পর

ভয়ে, আতঙ্কে। ইটগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছেন আরও পিছনে। অনেকে এলাকাছাড়া। বৃদ্ধরা কালো ত্রিপলের নীচে বসে শাপান্ত করছেন নদীর। এঁদের অনেকেরই জমি রয়েছে গঙ্গার ওপারে। জমি থেকেও নেই। হয়তো আর চাষের যোগ্যও নয়। হয়তো ওপারের জমি মাফিয়ারা দখল করে ফেলেছে। কে খোঁজ নিতে যাবে এমন বিধ্বংসী স্রোতস্বিনী পেরিয়ে?

গ্রামের দুরবস্থা দেখানোর ফাঁকে শ্রীকান্তটোলার রাজকুমার মণ্ডল যা বললেন তা শুনে চমকে উঠি। গ্রামের সবাই তিন-চার পুরুষ ধরে এখানে। রাজকুমারের কথাটা শুনুন। '২০০৮ সালে আমাদের বাড়ি থেকে গঙ্গার তীরে যেতে পৌনে দু'ঘণ্টা লাগত। এখন দেখছেন তো দু'মিনিট লাগে।' গঙ্গা তা হলে ১৫ বছরে এতটা গতিপথ পালটে ফেলেছে? বিহারের মণিহারি থেকে কাটিহার জেলা ছুঁয়ে মালদার রতুয়া জেলা ঢোকার মুখে পতিতোদ্ধারিণী বাঁক নিয়েছে অনেক। রাজকুমারের মতো কান্তটোলার হরিশচন্দ্র মণ্ডলের ভাঙা ঘরের ধ্বংসস্তূপে অস্ফুট ভবিষ্যদ্বাণী, 'এভাবে চললে গঙ্গা কিন্তু কয়েক বছর পরেই একেবারে ফুলহর নদীকে ছুঁয়ে ফেলবে।' রাজকুমার বাঁশ নামিয়ে দেখান, পাড়েই জলস্তর দু'মানুষ সমান।

কান্তটোলায় পা রাখার আগে দেখে এসেছি ফুলহর নদীর ওপরে নতুন ব্রিজ। ১৩১এ নম্বর জাতীয় সড়ক হচ্ছে মণিহারি-কাটিহার হয়ে পূর্ণিয়া যাওয়ার জন্য। ভরা নদী অনেক শান্ত। দু'পাশে অজয়, দামোদর, তিস্তার মতো কাশের বনে উপচে পড়ছে ফুল। ফুলহর থেকে গঙ্গা এখানে কতদূর আর? বড়জোর সাড়ে তিন কিলোমিটার। রাজকুমার-হরিশচন্দ্ররা যা বলছেন তা সত্যি হলে আকাশছোঁয়া বিপদ। মানিকচকের আগেই গঙ্গা মিশবে ফুলহরে। মাঝের বিশাল বসতের দশা হতে পারে কান্তটোলার ধ্বংসাবশেষের মতো।

নদীর সঙ্গে প্রতিবছর লড়াই করা মানুষগুলোর প্রধান সমস্যা কী? ফুলহরের ওপরে ব্রিজটা পরিচিত নাককাটি ব্রিজ বলে। সেখানে জলায় চাষ করছিলেন ললিত মণ্ডল। বোঝালেন, কেন মহানন্দাটোলার অসংখ্য গ্রামের যন্ত্রণা অনিঃশেষ। এলাকার বিধায়ক কংগ্রেস ত্যাগী তৃণমূলের সমর মুখোপাধ্যায়, সাংসদ সিপিএম ত্যাগী বিজেপির খগেন মুর্মু। দুজনেই ভোটার ধরার লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজে নারাজ। ইনি কেন্দ্রকে দোষ দেন তো, উনি রাজ্যকে-- যে ফর্মুলা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে অভ্যস্ত।

গঙ্গাতরঙ্গিণীর গতিপথ বদল আটকাতে বিহার-ঝাড়খণ্ড-বাংলার সরকারের একসঙ্গে কাজ করা উচিত। তিন মুখ্যমন্ত্রীই ইন্ডিয়া জোটের গুরুত্বপূর্ণ মুখ। একসঙ্গে কাজের আদর্শ সময়। কাজ করলে তো? কান্তটোলার উত্তরের গ্রাম বদমটোলা বিহারের। বাঙালিই বেশি। গঙ্গার ওপারে জমি হারিয়ে চলে এসেছেন। মাইকে বাজছে বাংলা গান। এঁদের কথা ভাবারই বা কোন নেতা আছেন? এঁরা যেন বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গ্রামের অবহেলিত মানুষ।

গঙ্গার পাড়ে দাঁড়ালে দেখবেন, বাংলার গ্রামগুলোর দিকে তবু বালির বস্তা ফেলা হচ্ছে। যত বালির বস্তা, তত কনট্রাক্টরের পকেটে টাকার বস্তা। বালির বস্তা কি গঙ্গাকে থামাতে পারে? তবু কিছু তো হচ্ছে। বিহারের দিকে কাজই হচ্ছে না। গঙ্গা ভাঙছেই নিজস্ব নিয়মে। আসলে পাটনা, রাঁচি, কলকাতা থেকে রতুয়া-সাহেবগঞ্জের গ্রামগুলো বহুদূরে। জীবনযন্ত্রণার কথা মহানগরে পৌঁছায় না। মানিকচকের ভুতনি দিয়ারার গ্রামও ধ্বংসের ছবি বুনে চলে এই সময়।

গঙ্গার ওপারে ঝাড়খণ্ডের উত্তর-পূর্বের সাহেবগঞ্জ জেলা চিরকাল বঞ্চিত। বাবুলাল মারান্ডি, শিবু সোরেন, অর্জুন মুন্ডা, রঘুবর দাস, হেমন্ত সোরেন-- কোনও মুখ্যমন্ত্রী ভাঙনের স্থায়ী সমস্যা নিয়ে ভাবেননি। যেমন ভাবেননি জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা লালু যাদব, নীতীশ কুমার। নতুন রাজ্য হওয়ার তেইশ বছর পরেও রাঁচি এই অঞ্চলের কথা ভাবে না, কলকাতা যেমন ভাবে না রতুয়া-মানিকচকের কথা। রতুয়ার ১৩১এ জাতীয় সড়কে মণিহারির কাছে গঙ্গার ওপর একটা বড় ব্রিজ হওয়ার কথা। তারপর যে পতিতোদ্ধারিণী আরও কত বড় বাঁক নিয়ে অবহেলিত গ্রামগুলোতে এলাকায় আরও কত বড় ধাক্কা দেবে, বলা কঠিন।

দিনসাতেক আগে সন্ধ্যায় মালদায় দেখেছি, সাংসদ খগেন কান্তটোলার বাসিন্দাদের নিয়ে জেলা শাসকের অফিসের সামনে ধর্নারত। ক্লান্ত অনেক মহিলা শুয়েই পড়লেন পথে। বিজেপি কর্মীদের ভিড়ে দু'তিনবার শুনলাম 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' চিৎকার। জেলার বিজেপি নেতারা ছিলেন না। একবার ঘুরে গেলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনিও বাম থেকে আদর্শ ভুলে দক্ষিণে। তাই ইনকিলাব জিন্দাবাদ না ভোলা লোক বেশি। বিক্ষোভরত সেই গ্রামীণ মহিলাদের দু'-তিনজনের সঙ্গে দেখা হল মঙ্গলবার গঙ্গার ধারে। ডিএমের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা সেদিন মাঝরাতে ফেরেন গ্রামে। তারপরও নিদ্রাহীন। আশায়, কিছু অন্তত হবে এবার। সাতদিনে অবশ্য কিছু হয়নি।

গঙ্গা লাগোয়া গ্রামের মেঠো পথে পাশাপাশি ওড়ে বিজেপি-তৃণমূলের পতাকা। রাস্তায় পাশাপাশি বিড়ি বেঁধে বিক্রি করেন প্রবীণারা। নেতারাই শুধু পাশাপাশি কাজ করতে পারেন না সব হারানো মানুষের জন্য।

দলাই লামাকে সিকিমে আমন্ত্রণ প্রেম সিং তামাংয়ের

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : বছর ঘুরলেই জোড়া ভোট সিকিমে। লোকসভার সঙ্গে সেখানে বিধানসভা নির্বাচনও হবে। তবে লোকসভার একটি আসনের থেকেও পাহাড়ি রাজ্যের ক্ষমতা দখল করাই লক্ষ্য সব দলের। আর তার আগে বৃহস্পতিবার দলাই লামার সঙ্গে দেখা করলেন সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার (এসকেএম) সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। এদিন মন্ত্রী সোনম লামা, রাজ্যের মুখ্যসচিব ভিবি পাঠক সহ প্রশাসনের কয়েকজন কর্তাকে নিয়ে তামাং ধরমশালায় দলাই লামার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে অক্টোবরে সিকিমে আসার আমন্ত্রণও জানান তামাং।

বৌদ্ধ ধর্মগুরুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সিকিমের রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, গদি টলমল করছে বুঝতে পেরেই তামাং দলাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন। তবে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'সিকিমে বসবাসকারী প্রত্যেকের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে, তার জন্যই দলাই লামার সঙ্গে দেখা করেছি। তাছাড়া এদিন ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস। সর্বত্র শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতেই অক্টোবরে সিকিমে আসার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।' তিনি আসবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন বলেও তামাং জানান।

উনিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিংকে বেগ দিতে রাজনৈতিক দল গঠন করেন ভারতীয় ফুটবলের আইকন বাইচুং ভুটিয়া। চামলিংয়ের সিকিম ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এসডিএফ) ক্ষমতাচ্যুত হলেও বাইচুংয়ের হামরো সিকিম পার্টিও ক্ষমতায় আসতে পারেনি। ৩২ আসনের বিধানসভায় শেষ হাসি হাসে প্রেম সিং তামাংয়ের এসকেএম।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে তামাংকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হাত মিলিয়েছেন এবার হাত মিলিয়েছেন চামলিং ও বাইচুং। এমন পরিস্থিতিতে সিকিম পাহাড়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পেতে তৎপর হয়ে উঠলেও বিজেপি কোনও পক্ষের হাত ধরবে বা এককভাবে লড়াই করবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট করেনি। তবে গেরুয়া শিবির এসকেএমের সঙ্গে জোট গড়তে পারে বলে মনে করছে সিকিমের রাজনৈতিক মহল। তবে পাহাড়ি রাজ্যটিতে বিজেপির মাটি তেমন শক্ত না হওয়ায় ক্ষমতায় টিকে থাকা যে বেশ কঠিন, তা নাকি বুঝতে পারছেন তামাং। এই কারণেই তিনি দলাই লামার দ্বারস্থ হয়েছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সিকিমের ভোটারদের সিংহভাগই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ফলে তামাং দলাইকে রাজ্যে নিয়ে এসে তাঁদের সমর্থন নিজের দিকে টানতে চাইছেন বলে মনে করছেন অনেকে।

দলাই লামার সঙ্গে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। বৃহস্পতিবার ধরমশালায়।

কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে

হলদিবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : তৃণমূলে যোগ দিলেন হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২৭ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য আজহার সরকার। বৃহস্পতিবার গাগলেরটারিতে আয়োজিত শাসকদলের কর্মীসভায় আজহার তৃণমূলে যোগ দেন। পঞ্চায়েত সদস্যের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী ও হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির সভাপতি গোপাল রায়। উপস্থিত ছিলেন হেমকুমারী অঞ্চল কমিটির সভাপতি ভবেশচন্দ্র রায় ও চেয়ারম্যান নবিউল ইসলাম।

পঞ্চায়েত ভোটের ফল প্রকাশ হতেই দেখা যায় ১৮টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের দখলে যায় নয়টি। কংগ্রেস তিনটি, বিজেপি চারটি এবং সিপিএম দুটি আসন দখল করে। ত্রিশঙ্কু এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড দখল করে তৃণমূল। বর্তমানে কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য যোগদান করার ফলে তৃণমূলে আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০টি।

তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর পঞ্চায়েত সদস্য আজহার সরকার বলেন, 'রাজ্য সরকারের উন্নয়নে শামিল হতেই তৃণমূলে যোগ দিলাম।' আজহারের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গে কংগ্রেসের হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির কনভেনার সুশান্ত দে দাস বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

চোখ পরীক্ষা শিবির

ওদলাবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : 'মিশন ভিশন' প্রকল্পে স্কুল ছাত্রীদের চোখ পরীক্ষা শিবির হল। এর মূল উদ্যোক্তা ছিল লায়ন্স ক্লাব অফ ওদলাবাড়ি সৌহার্দ্য এবং শিলিগুড়ির গ্রেটার লায়ন্স আই হসপিটাল। বৃহস্পতিবার ওদলাবাড়ির সুনীল দত্ত স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে শিবিরটি হয়েছে। বিকেল তিনটে পর্যন্ত প্রায় চারশো ছাত্রীর চোখ পরীক্ষা হয়েছে।

অনামিকা

প্রথম পাতার পর

তবে এখনও ৯টি স্থায়ী শিক্ষকের পদ আমাদের ফাঁকা রয়েছে।'

অনামিকার এই চাকরি নিয়ে কম নাটক হয়নি। মেধাতালিকায় অনিয়ম হওয়ায় চাকরি গিয়েছিল প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে সেই চাকরি পান শিলিগুড়ির বাসিন্দা ববিতা সরকার। মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি কয়েক মাস চাকরিও করেন। এরপর ববিতার নম্বরকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যান শিলিগুড়ির মেয়ে অনামিকা। নম্বরে গরমিল থাকায় এরপর আদালতের নির্দেশে চাকরি যায় ববিতারও। সেই চাকরি অনামিকাকে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু সেই নির্দেশের পর চার মাস কেটে গেলেও চাকরি না পাওয়ায় গত সপ্তাহে ফের আইনজীবী মারফত হাইকোর্টে বিষয়টি তোলেন অনামিকা। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশেই বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনামিকার হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেয়। অবশেষে এদিন স্কুলে পা রাখেন তিনি।

মাকে পেলেও বোনকে খুঁজে চলেছে দুই দিদি

জয়গাঁ, ২১ সেপ্টেম্বর : একজনের বয়স ছয় বছর। আরেকজনের নয় বছর। সবকিছু বোঝার মতো বয়স হয়নি একজনেরও। প্রতিবেশী দিদার বাড়িতে কাল বিকাল থেকে জায়গা হয়েছিল ওদের। বাড়িতে বাবাও নেই, মাও নেই। আর মাত্র একদিন বয়সি ছোট্ট বোনটা যে কোথায় গেল, সেটাও বুঝতে পারছিল না ওই দুই বোন। ফ্যালফ্যাল করে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকছিল, আর মাঝে মাঝেই সামনে যাকে পাচ্ছিল, তাকেই প্রশ্ন করছিল, মা কখন আসবে? বোন হাসপাতাল থেকে কখন আসবে?

ওদের কে বোঝাবে যে, বোন আর কোনওদিনই আসবে না? তবে বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই দুই বোনকে জয়গাঁ থানার পুলিশ এসে থানায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে কোচবিহারে নিয়ে গিয়েছে তাদের দাদু আর দিদা। আর লিখিত কোনও অভিযোগ জমা না পড়ায় দুই বোনের মা মরিনা খাতুনকেও এদিন বিকালে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। মেয়েদের সঙ্গে মরিনাও চলে গিয়েছেন কোচবিহারে। তবে মরিনা চলে গেলেও কিছু প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। যেমন, তাঁর শিশুকন্যার মৃত্যু হল কীভাবে? এর আগেও তিনি যে কন্যাসন্তান প্রসব করেছিলেন, তারও অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পিছনেই বা কার হাত ছিল?

বুধবারই মরিনাকে নিয়ে ব্যাপক হইচই পড়ে গিয়েছিল জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝরনাবস্তি এলাকায়। প্রতিবেশীরা দেখেছিলেন, পাশে মৃত নবজাতককে শুইয়ে রেখে মাটিতে গর্ত খুঁড়ছিলেন তিনি। প্রতিবেশীদের দাবি, মাত্র একদিন বয়সি কন্যাসন্তানকে কবর দেওয়ার জন্যই তিনি গর্ত খুঁড়ছিলেন। এলাকার বাসিন্দাদের থেকে খবর পেয়ে পুলিশ এসে মরিনাকে আটক করে নিয়ে যায়। সেইসঙ্গে নবজাতকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্যও পাঠায়। আর প্রতিবেশীরা তখন অভিযোগ করেছিলেন, মরিনার জন্যই নাকি ওই নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার তো মরিনার ছয় বছরের মেয়েও জানিয়েছিল যে, মায়ের হাতে মার খেতে খেতে একসময় বোন কাঁদতে কাঁদতে চুপ করে যায়। ঠিক কী ঘটেছিল তা ওই দুই শিশু ছাড়া আর কেউ জানে না। কারণ মরিনার স্বামী গোরু চুরির দায়ে আপাতত জেলে। আর মরিনার শ্বশুর-শাশুড়িও ঝরনাবস্তিতে থাকেন না।

সেই বুধবার থেকে মরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। কিন্তু সন্তানের মৃত্যু নিয়ে তিনি মুখ খোলেননি। জয়গাঁ থানার ওসি টিএন লামা বলেন, 'যদি ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখা যায় ওই শিশুকে খুন করা হয়েছে, তাহলে মরিনাকে আবারও পুলিশ নিয়ে আসবে। তার হাতের ছাপ সহ বিভিন্ন নমুনা নেওয়া হবে।'

এদিন ঝরনাবস্তি গিয়ে দেখা গেল, এলাকা থমথমে। ওই বাড়ির সামনে এলাকার বাসিন্দাদের একটা অংশ জটলা করছেন। মরিনাদের বাড়ি অবশ্য খুবই ছোট। একটিমাত্র ঘর। চারদিক টিন দিয়ে ঘেরা। মেঝে মাটির। একটি ঘরের মধ্যেই মরিনাদের খাওয়াদাওয়া, শোয়াবসা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। অভাবের সংসারে মরিনা পরিচারিকার কাজ করতেন। তবে গর্ভাবস্থার শেষের দিকে সেটাও করতে পারতেন না। এদিক-ওদিক ঘুরে চেয়েচিন্তে একবেলার খাবার জুটে যেত কোনও কোনওদিন। কোনওদিন আবার সেটুকুও জুটত না।

সমবায় দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই-ইডি

বিচারপতির রায়ই বহাল ডিভিশন বেঞ্চে

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : বহাল রইল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশই। সমবায় দুর্নীতির তদন্ত করবে সিবিআই ও ইডি। আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতির মামলার তদন্ত নিয়ে এই নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ।

আগে এই মামলার তদন্ত করছিল সিআইডি। সিবিআই ও ইডিকে তদন্তভার দেওয়া নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেছিলেন রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী। তা খারিজ হয়ে গিয়েছে।

তবে বিচারপতি অভিজিৎ সিআইডিকে পাঁচ লক্ষ টাকার জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা এদিন রদ করে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

বৃহস্পতিবার সার্কিট বেঞ্চে এই মামলায় ডিভিশন বেঞ্চ সিআইডিকে কার্যত তুলোধোনা করেছে। বলেছে, সিআইডি মামলার তদন্তভার পেয়েও তাতে মনোনিবেশ করেনি। এআরসিএস দুর্নীতির বিষয়ে যে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে, তারই অনুলিপি হল সিআইডির রিপোর্ট। সিআইডি ২৭৫টি নথি উদ্ধার করেছে। এই নথিগুলি মামলার তদন্তের কাজে লাগবে না বললেই চলে।

ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই এবং ইডিকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, এই মামলার সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট নিম্ন আদালতে পেশ করতে হবে। এদিন ডিভিশন বেঞ্চের পাশাপাশি এই মামলা নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চেও শুনানি হয়েছে।

ভার্চুয়ালি বিচারপতি অভিজিৎ আদেশ দিয়েছেন সিবিআই এবং ইডিকে নতুন করে আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির দুর্নীতির মামলার তদন্ত করতে হবে।

আমানতকারী কল্পনা দাস সরকার সহ অন্য আমানতকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিক্রমাদিত্য ঘোষ সওয়াল করেন।

বিক্রমাদিত্য জানান, এই মামলার তদন্ত নিয়ে সিআইডির ওপর আলিপুরদুয়ারের সাধারণ মানুষের কোনও আস্থা নেই। এদিন আদালতেও সিআইডির উপর অনাস্থার কথা বলেছেন ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি। দুই বিচারপতি তাঁদের রিপোর্টে সিআইডির ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, মামলার তদন্তভার সিআইডি এবং ইডিকে দেওয়ার বিষয়ে বিরোধিতা করার কোনও যুক্তিই নেই।

ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পরেই বিকেল তিনটা নাগাদ ভার্চুয়াল শুনানিতে বিচারপতি অভিজিৎ রায় দিয়েছেন, ইডি এবং সিবিআইকে পৃথকভাবে তদন্ত করতে হবে এবং রিপোর্ট দ্রুত পেশ করতে হবে।

পাহাড়ে ধস, সমতলে উপড়ে গেল গাছ

অতি ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের গয়াবাড়িতে উপড়ে পড়েছে গাছ। বৃহস্পতিবার।

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : ফের ধস সিকিম পাহাড়ে। প্রবল বর্ষণে দার্জিলিং পাহাড়ের পাশাপাশি গাছ উপড়ে পড়ে বিপত্তি ঘটল সমতলেও। বিপর্যস্ত জনজীবন। এরই মধ্যে নতুন করে পাঁচ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। মূলত পার্বত্য এলাকায় অস্বাভাবিক বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য সতর্ক করা হয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসনকে।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, 'আগামী ৭২ ঘণ্টার আগে পরিস্থিতি পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প আসার পাশাপাশি মৌসুমি অক্ষরেখা সক্রিয় হয়ে ওঠায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার জন্য জেলা প্রশাসনগুলিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।' শুধু উত্তরের পাঁচ জেলা নয়, গৌরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যার জেরে পাহাড় থেকে সমতল, একধাক্কায় তাপমাত্রার পতন ঘটেছে অনেকটাই।

পাহাড় থেকে সমতল, প্রবল বর্ষণের পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়ায় একাধিক গাছ উপড়ে পড়ে বৃহস্পতিবার সাতসকালে। শিলিগুড়ির পূর্ত দপ্তরের বাংলোর সামনে থাকা একটি প্রাচীন দেবদারু গাছ উপড়ে পড়ে। ফলে এই পথে কয়েক ঘণ্টার জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। তবে দ্রুততার সঙ্গে গাছটি কেটে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে পুরনিগম। গোড়া নড়ে যাওয়ায় গাছটি অনেকদিন ধরেই বিপজ্জনক ছিল বলে স্থানীয় দোকানদারদের বক্তব্য।

সকালের হাওয়ায় গাছ উপড়ে পড়ে ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের গয়াবাড়িতেও। যান চলাচল বন্ধ থাকে সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। এদিকে, প্রবল বর্ষণের জেরে এদিন সকালে ধস নামে সিকিমের গেজিং ও লেকশিপের মাঝে। ফলে গ্যাংটক-রাবাংলা, লেকশিপ-গেজিং ও পেলিং-লেকশিপের মধ্যে যান চলাচল বন্ধ থাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা। দুপুরের দিকে ধসের মাটি-পাথর সরিয়ে রাস্তাটি খুলে দেয় বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন। লাগাতার ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা থাকায় নতুন করে ধসের জেরে রাস্তাটি ফের বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বৃহস্পতিবারের পাশাপাশি শুক্রবারও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়ে উত্তরের পাঁচ জেলার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। ওইদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে।

কংগ্রেসে ছুঁতমার্গ নেই

প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন উঠেছে, 'নিষেধাজ্ঞা' কি শুধুই সিপিএমের জন্য, নাকি অন্য বাম দলগুলির ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য? অভিষেকের দাবি, 'পশ্চিমবঙ্গে অন্য কোনও দলই প্রাসঙ্গিক নয়। সিপিআই বা ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই (এমএল), আরএসপি'র মতো দলগুলির রাজ্য স্তরে কোনও ভিত্তি নেই। ফলে এই নিয়ে আলোচনা করাই বৃথা।' দলভিত্তিক আসন সমঝোতায় প্রশ্ন উঠেছে, উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির কিরণময় নন্দ যদি বাংলায় লড়তে চান বা তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সাংসদ যদি ভিনরাজ্যে নির্বাচন লড়েন, সেক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজি কী হবে? অভিষেকের স্পষ্ট বক্তব্য, 'এমন কোনও প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি, সেক্ষেত্রে তা নিয়ে মন্তব্য করা অযৌক্তিক।' এদিন সাংবাদিকদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মুম্বই সামিটে রাহুল গান্ধির সঙ্গে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। তবে সেখানে বাংলা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি, ইন্ডিয়া জোট নিয়ে আলোচনা হয়েছে সার্বিক অর্থে।

অভিষেকের ধারণা, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আনবে বিজেপি। তাঁর বক্তব্য, 'ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে পাঁচদফা বুলেট প্রয়োগ করেছে বিজেপি। এর মধ্যে চন্দ্রযান, জি২০, মহিলা সংরক্ষণ বিল, রাম মন্দির আছে। নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করতে গেলে বিজেপিকে নির্বাচন এগিয়ে আনতেই হবে।'

ইন্ডিয়া জোটের পালটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে অভিষেকের দাবি, 'বিজেপি সারপ্রাইজ দিতে পারলে আমরাও পারব। ধৈর্য ধরুন, ঠিক সময়ে জানতে পারবেন।' তবে ২০২৪-এর ভোটের আগে বিজেপি থেকে দলবদলু নেতাদের তৃণমূলে যোগদানের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, '২০২১ সালে বিজেপি যে ভুল করেছে, তা তৃণমূল করবে না। বিজেপির অনেকেই যোগদানের লাইনে আছে, নিয়মিত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। কিন্তু কাউকে ফেরত নেওয়া হবে না। এমন কোনও কাজ করা হবে না যাতে দলের বিশ্বস্ত কর্মীদের ভাবাবেগে আঘাত লাগতে পারে।

প্রজাপতি রক্ষায় আগাছা বাঁচানোর ডাক

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : প্রজাপতি নিয়ে আসার জন্য বাগান করা হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই বাগানের আগাছা কেটে ফেলা হয়। এতে হয়তো বাগানের সৌন্দর্য বজায় থাকছে, কিন্তু শুঁয়োপোকার খাবারে টান পড়ছে। যার প্রভাব পড়ছে প্রজাপতিদের ওপর। সংখ্যা কমছে এই রঙিন পাখনার পতঙ্গের। বৃহস্পতিবার ন্যাফ আয়োজিত একটি টক শোতে এই কথাই জানালেন প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ যুধাজিৎ দাশগুপ্ত। সেখানে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় আগাছার গুরুত্ব তুলে ধরলেন রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এই প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ। পাশাপাশি বছরের পর বছর প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে কীভাবে প্রজাপতি নিজের বিবর্তন ঘটিয়ে নতুন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটাচ্ছে, সে বিষয়টাও তিনি তুলে ধরেন।

ন্যাফে চর্চা

আগাছার গুরুত্ব প্রসঙ্গে যুধাজিৎ বলেন, 'পরিবেশ ঠিক থাকলে প্রজাপতি ঠিক থাকবে। এক-একটা শুঁয়োপোকা এক-একটা গাছের পাতা খায়। সে পাতাগুলোর মধ্যে অধিকাংশই আমাদের কাছে আগাছা হিসেবে পরিচিত। সে কারণে লোকালয়ের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আগাছা থাকাটাও প্রয়োজন।' আক্ষেপ করে বলেন, এখন গ্রামেও এত কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে যে, তার প্রভাব পড়ছে শুঁয়োপোকার ওপর।

প্রজাপতিদের বিবর্তন নিয়ে তিনি বলেন, 'প্রায় বারো কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রজাপতি, মথ এসেছে। তারপর নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এখনও তারা টিকে রয়েছে। বর্তমানে মথ, প্রজাপতি মিলিয়ে প্রজাতির সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০।'

ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু জানিয়েছেন, ছোট ছেলেমেয়েদের প্রকৃতিপাঠে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের সংগঠনের তরফে। সেখানে পড়ুয়ারা কী শেখে, সেটা জানলেন অভিভাবকরা। এদিনের অনুষ্ঠানে ন্যাফের দুই পর্বতারোহী সদস্য গণেশ সাহা ও সুদেব রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁরা দুজনে মাউন্ট পূর্ব শিনকুনের চূড়া জয় করেছেন।

কিশোরী চোর

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের দশরথপল্লি এলাকায় ভরদুপুরে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই কিশোরী। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এদিন এলাকার একটি বাড়িতে দুই কিশোরী ঢুকে পড়ে। একজন আলমারির তালা খুলে টাকা ও সোনার গয়না বের করে। সেইসময় অন্য কিশোরী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু আচমকাই ঘরে ঢুকে পড়েন বাড়ির মালিক। তখন ওই দুজন দিশেহারা হয়ে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। যদিও তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। হাতেনাতে ধরে ফেলা হয় তাদের। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। দুই কিশোরীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

বাড়িয়ে দাও তোমার হাত

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীর হাতের শিরা কেটে ফেলার চেষ্টা নিয়ে সর্বত্র হইচই। কতটা অবসাদগ্রস্ত হলে কেউ এমন করতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। কীভাবে শিশুমনকে মানসিক অবসাদের বাইরে নিয়ে আসতে হবে, তা জানতে হবে অভিভাবক ও শিক্ষকদের। বলছেন বিশেষজ্ঞরা। শুনলেন **সাগর বাগচী**।

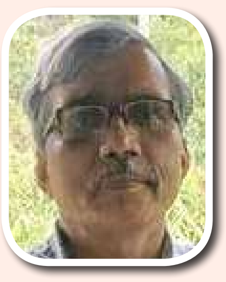

পড়ুয়াদের বকাবকি বা শাস্তি দেওয়ার জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। পড়ুয়াদের মিষ্টি কথা দিয়ে বোঝানো ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। তাদের ভালো দিকগুলিকে আরও তুলে ধরতে হবে। আমরা সকলের দোষগুলি খুঁচিয়ে ধরতে শিখি। যে কাউকে টার্গেট করে ফেলি। ভালো জিনিস খুঁজি কম।

— **উত্তম মজুমদার** *মনোবিদ*
উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

সমস্ত পড়ুয়ার বিশেষ দিকগুলি খুঁজে বের করা প্রয়োজন। সকলে যে পড়াশোনায় ভালো হবে, তা তো সম্ভব নয়। দেখা গিয়েছে, যার অঙ্ক ভালো লাগে না সে হয়তো ভালো গান করতে পারে বা ছবি আঁকতে পারে। অভিভাবক ও শিক্ষকদের আরও যত্নশীল হতে হবে।

–**শেখর দত্ত** *অভিভাবক*

পড়ুয়াদের মনের আরও কাছাকাছি যেতে হবে। অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও যদি বন্ধুর মতো তাদের পাশে থাকেন, তাহলে তাদের মানসিক বিকাশ আরও ভালোভাবে হয়। মোবাইল ও টিভির কুপ্রভাব কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তবে পড়ুয়াদের কিছু একটা হলেই কিন্তু অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আমরা 'সফট টার্গেট' করে ফেলছি।

–**বিশ্বনাথ দত্ত** *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক*
শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির

পড়ুয়ারা বর্তমানে অনেক বেশি সংবেদনশীল। সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি আরও বেশি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া মোবাইলের অত্যধিক ব্যবহারের কুপ্রভাবে ছাত্রসমাজ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

–**বিদ্যুৎ রাজগুরু** *সহকারী প্রধান শিক্ষক*
নজরুল শতবার্ষিকী বিদ্যালয়

শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি ছাত্রীর বাবার

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : জেলা শিক্ষা দপ্তরকে জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। তাই ক্লাসরুমেই হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় এবার খোদ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দ্বারস্থ হলেন সেই ছাত্রীর বাবা।

শিলিগুড়ি গার্লসের ওই ছাত্রী কেন এমন কাণ্ড ঘটাল, তা জানতে কিন্তু বৃহস্পতিবারও কোনও তদন্ত শুরু হল না। যা নিয়ে জেলা শিক্ষা দপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ধরনের ঘটনায় জেলা শিক্ষা দপ্তর সাধারণত আধিকারিকদের সংশ্লিষ্ট স্কুলে পাঠিয়ে ঘটনাটি নিয়ে খোঁজখবর করে থাকে। কিন্তু শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস থেকে এদিন কোনও আধিকারিক শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে যাননি। তবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে গোটা ঘটনাটি নিয়ে খোঁজখবর করার কথা জানানো হয়েছে।

এদিন ওই ছাত্রী স্কুলে গিয়েছিল। শিক্ষিকারা তাকে বেশ কয়েকটি অঙ্ক কষতে দেন। অঙ্কে ভুলত্রুটি যা ছিল, তা শিক্ষিকারা ঠিক করে দেন। ছাত্রীর বাবার কথায়, 'আমি চাই ও স্কুলে ভয়ভীতি ছাড়া পড়াশোনা করুক।'

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী বলেন, 'ওই ছাত্রী যাতে ভয়ভীতি ছাড়া স্কুলে সুস্থ পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারে সেটাই আমি চাই। তার যেন স্কুলে আসতে কোনও ভয় না লাগে। স্কুলের দিদিমণিরাই পারবেন তাকে সেই ভয়ের জায়গা থেকে বের করে আনতে। সেই ভয়ের কোনও কারণ থাকুক বা না থাকুক।' তিনি

শিক্ষা দপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্ন

আরও বলেন, 'যা ঘটনা ঘটেছে তা তো বদলানো সম্ভব নয়। স্কুলে শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের মধ্যে যাতে মা ও সন্তানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে সেটাই চাইছি।'

এদিন শিক্ষামন্ত্রীকে গোটা ঘটনা জানিয়ে চিঠি পাঠাবার পাশাপাশি ওই ছাত্রীর বাবা নতুন করে জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক ও শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতিকেও চিঠি দেন। ছাত্রীর বাবার কথায়, 'গত ৮ তারিখ মেয়ে হাত কেটে ফেলেছিল। তারপর থেকে এতদিন কেটে গেলেও কেউ কোনও পদক্ষেপ করল না। খবর প্রকাশিত হওয়ার পরও কেউ যোগাযোগ করার চেষ্টা করেননি।'

বিভিন্ন সময় সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে কয়েকজন শিক্ষিকা মানসিক নিপীড়ন করত বলে পরিবারের অভিযোগ। এমনকি ওই পড়ুয়াকে নাকি চোর প্রতিপণ্য করার চেষ্টা করা হত। যা সহ্য করতে না পেরে ওই ছাত্রী হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে পরিবারের অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে এদিন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক কেবল বলেন, 'দিনভর বিভাগীয় মিটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।'

পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিভিন্ন সময় শিলিগুড়ি পুরনিগমের পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে স্কুলগুলিতে শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই দপ্তরের মেডিকেল অফিসার ডাঃ শুভ্রপ্রকাশ দে বলেন, 'শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে আগেও শিবির করেছি। ওই ছাত্রীর সঙ্গেও আমরা কথা বলব।'

আচমকা তালাবন্ধ চাইল্ডলাইন অফিস

কেন্দ্রের নির্দেশের জের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : আচমকা নোটিশ সাঁটিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল শিলিগুড়ি থানার পেছনে থাকা ট্রমা কাউন্সেলিং এবং চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কর্নার কাম চাইল্ডলাইন সার্ভিসের দপ্তর। গত ১৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে শেষ কাজ হয় ওই দপ্তরে। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকেই তালা ঝোলানো রয়েছে।

শিলিগুড়ি মহকুমায় থাকা একমাত্র চাইল্ডলাইনের দপ্তর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার হওয়া শিশুদের নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শহরের পুলিশকর্মীদের। এখন কোথাও কোনও নাবালক বা নাবালিকা উদ্ধার হলে তাদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হচ্ছে পুলিশকর্মীদের। কারণ শিলিগুড়িতে অফিস না থাকায় চাইল্ডলাইনের কর্মীদের ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হয়। তাই তাঁরা যেখানে থাকেন, সেখানেই যেতে হয় পুলিশকে।

কিন্তু হঠাৎ করে দপ্তর বন্ধ করে দেওয়া হলেও জেলা প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। আর জেলা শাসক এবং জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক এই দুজনেরই দপ্তর দার্জিলিংয়ে হওয়ায় শিলিগুড়িতে কীভাবে পুরো বিষয়টি পরিচালনা হবে তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

তবে শিলিগুড়ি পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, ৪৭টি ওয়ার্ডেই এই পরিষেবা পুরনিগম থেকে পাওয়া যাবে। শিলিগুড়ি পুরনগমের চাইল্ড অ্যান্ড মাদার কেয়ার বিভাগের মেয়র-পারিষদ শ্রাবণী দত্ত বলেন, 'কেন্দ্র সরকার নির্দেশিকা দিয়েছে যে সরাসরি রাজ্যকেই এই সংক্রান্ত কাজ দেখতে হবে। এখানে নোডাল অফিসার জেলা শাসক। তাঁর মাধ্যমেই সব কাজ হবে।'

পুরো বিষয়টি জানার জন্য দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক ডঃ প্রীতি গোয়েলের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি। দার্জিলিংয়ের ডিসিপিও প্রিতয়া ছেত্রীর সঙ্গেও একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনিও ফোন ধরেননি।

শিলিগুড়ি থানার পেছনে থাকা ট্রমা কাউন্সেলিং এবং চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কর্নার কাম চাইল্ডলাইন সার্ভিসের দপ্তরের দরজায় তালা। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

এরপর শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক প্রিয়াংকা সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। তিনিও ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি।

বিগত কয়েক বছর ধরে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিনির মাধ্যমেই শিলিগুড়ি মহকুমায় চাইল্ডলাইনের পরিষেবা চলছিল। শিলিগুড়ি থানার পেছনে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের উলটো দিকেই অফিস তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে চাইল্ডলাইনের এক কর্মীও বসতেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নয়, সরাসরি রাজ্য সরকারকেই চাইল্ডলাইন সামাল দিতে হবে। এর পরেই ১৬ তারিখ থেকে চাইল্ডলাইনের সমস্ত পরিষেবা জেলা শাসকের হাতে তুলে দেয় সিনি। তাই নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে ওই দিন থেকেই পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে সমস্যা বাড়ছে।

পুলিশের তো সমস্যা রয়েছেই, সমস্যায় পড়ছেন চাইল্ডলাইনের কর্মীরাও। শিলিগুড়িতে কোনও দপ্তর না থাকায় তাঁদেরও ঘুরে ঘুরেই কাজ করতে হচ্ছে। যখন যেখান থেকে ফোন আসছে সেখানে যেতে হচ্ছে কর্মীদের। এদিকে, শিলিগুড়ি থানা এলাকায় উদ্ধার হওয়ায় কিশোর-কিশোরীদের কাউন্সেলিংও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এতে তদন্তেও বেগ পেতে হচ্ছে পুলিশকর্মীদের।

সম্প্রতি শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে এক কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়। চাইল্ডলাইন বন্ধ থাকায় উদ্ধারের পর থানাতেই একটি ঘরে বসিয়ে রাখতে হয় ওই কিশোরীকে। পরবর্তীতে চাইল্ডলাইনের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে হোমে পাঠানো হয় কিশোরীকে। ওই দিনই অপহরণ হওয়া এক কিশোরীকে উদ্ধার করে পুলিশ। বাধ্য হয়ে তাকেও থানাতেই বসাতে হয়। তাই অবিলম্বে শহরে চাইল্ডলাইনের দপ্তর পুনরায় খোলা হোক, চাইছেন পুলিশকর্মীরা।

জল উত্তোলনের বিকল্প ব্যবস্থার শিলান্যাস

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানাল থেকে জল উত্তোলনের বিকল্প ব্যবস্থার শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার সকালে ফুলবাড়িতে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন পুরনিগমের জল সরবরাহ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত থেকে শুরু করে পুরনিগমের অন্যান্য বিভাগের মেয়র পারিষদ এবং কাউন্সিলাররা।

মেয়র বলেন, '৬ কোটি ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এই কাজ করা হবে। এখন একটি মাত্র জল উত্তোলন ব্যবস্থা রয়েছে। তাই মাঝে মাঝে সমস্যা হয়। বিকল্প ব্যবস্থা হয়ে গেলে সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হবে।'

শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এমনিতেই চাহিদার তুলনায় কম পানীয় জল পায় শিলিগুড়িবাসী। তার মধ্যে বিকল্প কোনও জল উত্তোলনের ব্যবস্থা নেই। ফলে যে কোনও সময় জল উত্তোলনের ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দিলে শহরে পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তাই বিকল্প ব্যবস্থা তৈরির জন্য এই উদ্যোগ।

টাকা উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেরার পথে ৮০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনায় অনুপ গোয়ালা নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল এনজেপি থানার পুলিশ। এরপর ধৃতকে জেরা করে ছিনতাই হওয়া টাকার মধ্যে থেকে ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

পাড়ায় পাড়ায় দিদির খেলা আমার পাড়াই সবার সেরা

আয়োজক আমরা সবাই

এবার পাড়ায় পাড়ায় রাজ্য সরকারের নানান উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডকে নিয়ে ব্যাপক প্রচারের কাজে নানারকম মজার খেলার আয়োজন করল আমরা সবাই নামে একটি গ্রুপ।

অরাজনৈতিক এই গ্রুপ সিদ্ধান্ত নেয়, বর্তমানে রাজ্য সরকারের যতগুলি প্রোজেক্ট রয়েছে, তার অনেকে সুযোগ-সুবিধাগুলি পেলেও অনেকে এখনও বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। আর এই কারণেই আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নেয়, নানারকম খেলার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলি আম আদমির কাছে, তাহলে প্রত্যেকেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানান রাজ্য সরকারের সুযোগ-সুবিধাগুলি বুঝতে পারবে এবং সেই বিষয় নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের কাছে গিয়ে সেই সুযোগ-সুবিধা চাইতে পারবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ, এরপরই আমরা সবাই-এর প্রধান উদ্যোক্তা গৌতম গোস্বামী শুরু করলেন 'পাড়ায় পাড়ায় দিদির খেলা, আমার পাড়াই সবার সেরা' খেলা। তার প্রথম অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় গত ১০ তারিখ রবিবার শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ডাবগ্রাম এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিমডিমা বস্তিতে। সেখানে আয়োজন করা হয় নানান মজার খেলার। কিন্তু প্রতিটি খেলাই ছিল সরকারি নানান প্রোজেক্ট-এর নামে। ঠিক তেমনই গতকাল রবিবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগরের অম্বিকানগর স্কুলমাঠে আমরা সবাই আয়োজন করে তাদের দ্বিতীয় 'পাড়ায় পাড়ায় দিদির খেলা, আমার পাড়াই সবার সেরা' কর্মকাণ্ড। এদিন রূপশ্রী নামে একটি খেলার আয়োজন করে আমরা সবাই, যেখানে চোখ বেঁধে মহিলারা একে অপরকে সাজানোর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে ভালো যে গ্রুপ সাজাতে পেরেছে চোখ বেঁধে, তাকে পুরস্কৃত করা হয় আমরা সবাইয়ের তরফ থেকে।

স্বাস্থ্য সাথী নামে শঙ্খ বাজাও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আমরা সবাই, সেখানেও সবচেয়ে বেশিক্ষণ শঙ্খ বাজাতে পারা মহিলাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি ছিল কন্যাশ্রী কুইজ প্রতিযোগিতা, সবুজ সাথী সাইকেল স্লো দৌড়, বস্তা দৌড়, চামচ-গুলি দৌড়। পাশাপাশি এই খেলার প্রতিযোগিতায় গতকাল ছিল 'গতিধারা বল ছোড়ো।' দু'পাশে সারিবদ্ধ কাচের বোতলের মাঝ দিয়ে ফুটবল ছুড়ে ফেলতে হয়েছে ঘটি। আমরা সবাই-এর প্রতিটি খেলাই ছিল রাজ্য সরকারের নানান প্রকল্পের নাম ধরে। আমরা সবাই-এর প্রধান উদ্যোক্তা গৌতম গোস্বামী বলেন, এই খেলা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই খেলার ব্যাপক সাড়া মিলছে। আগামীতে যদি এই খেলায় আরও ভালো সাড়া মেলে তাহলে উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় চলবে এই খেলা।

AD

রুমা, শিমুদের মোমবাতি বিদেশে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির মেয়েদের তৈরি মোমবাতি পৌঁছে যাচ্ছে মালয়েশিয়া, গোয়া, কলকাতায়। সুগন্ধিযুক্ত মোমবাতি তৈরি করে স্বনির্ভরতার পথ পেয়েছেন রুমা অধিকারী, শিমু চাকিরা। 'টেগোর অ্যাপ্রিসিয়েশন সোসাইটি ও ওয়েস্ট বেঙ্গল এসসি-এসটি-ওবিসি ডেভেলপমেন্ট ও ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের' উদ্যোগে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের স্বনির্ভর করতে 'লাক্সারি ক্যান্ডেল মেকিং প্রোগ্রাম' শুরু করা হয়। বৃহস্পতিবার ওই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ২০ জনের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

শিলিগুড়ি শান্তি মোড় সংলগ্ন সংগঠনের কার্যালয়ে ২০ জন মহিলার হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এসসি-এসটি-ওবিসি ডেভেলপমেন্ট ও ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অসীমকুমার মাঝি। এদিনের কর্মসূচিতে মেয়েদের হাতের তৈরি মোমবাতি দেখে তিনি বলছিলেন, 'এত সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত মোমবাতি ওঁরা বানিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। আশাকরি তাঁদের তৈরি মোমবাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক। মেয়েদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে আমাদের আরও কিছু প্রকল্প আছে।'

শিলিগুড়ি থেকে মালয়েশিয়া যাচ্ছে সুগন্ধি মোমবাতি। –সংবাদচিত্র

একদম লাড্ডু, বরফি, চকোলেটের মতো মোমবাতি দেখে আপনার জিভে জল আসবেই। আবার গোলাপ, চামেলি, সহ অন্যান্য ফুল দিয়েও তৈরি অসাধারণ দেখতে মোমবাতিগুলি নজর কাড়ছে প্রত্যেকের। সংগঠনের সম্পাদক সোহিনী গুপ্তা বলছিলেন,' তপশিলি জাতি, উপজাতিভুক্ত মেয়েদের স্বনির্ভর করতে আমরা ৭ নভেম্বর এই প্রচেষ্টা শুরু করি। ২০ জনের মধ্যে ১২ জনকে চাকরিও দেওয়া হয়েছে। এই মেয়েদের তৈরি মোমবাতি গোটা দেশ তো বটেই, বিদেশেও যাচ্ছে।'

এদিন গর্বের সঙ্গে সুমি চাকি বলছিলেন, 'আমাদের তৈরি মোমবাতি বিদেশেও গিয়েছে। আমি এর আগে কোনওদিন কাজ করিনি। এটাই আমার প্রথম কাজ। খুবই আনন্দিত।' আনন্দে মহিলাদের চোখে জল চলে আসে।

সরব কংগ্রেস

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশের সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে হরণ করার চেষ্টার অভিযোগ তুলে সরব হল কংগ্রেস। শিলিগুড়িতে অল বেঙ্গল কংগ্রেস ল' ইয়ার্স কনফারেন্সের আয়োজন করছে নর্থবেঙ্গল কংগ্রেস ল' ইয়ার্স সেল। আগামী শনিবার সেবক রোডের একটি ভবনে আয়োজিত সম্মেলনে থাকার কথা রয়েছে অধীররঞ্জন চৌধুরীর। এদিন এখবর জানান আয়োজিত হতে চলা সম্মেলনের আহ্বায়ক অলোকেশ চক্রবর্তী।

আজ শহরে

'শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গ'-র আয়োজনে নাট্যসন্ধ্যা। গুণীজন সংবর্ধনা, শ্রুতিনাটক ও মনোজ মিত্রের লেখা একাঙ্ক নাটক 'বনজোছনা'র মঞ্চায়ন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে।

কার্তিকের গণেশপুজোয় সারা

কার্তিক আরিয়ান ও সারা আলি খান কি মিটিয়ে নিয়েছেন নিজেদের বিবাদ? কথা উড়ছে তেমনই। নাহলে সারা কার্তিকের বাড়ির গণেশ পুজোয় কেন যাবেন! গণেশ চতুর্থীতে কার্তিকের বাড়িতে গিয়ে পুজো দিলেন সারা। তিনি পরেছিলেন গোলাপি রঙের সালওয়ার স্যুট, দেখতেও লাগছিল অসাধারণ, যেমন তিনি সবসময় থাকেন। আর একটি ছবিতে ওঁদের সঙ্গে আছেন মণিশ মালহোত্রা ও রবিনা ট্যান্ডনের মেয়ে রাসা থাডানি। নেটমহলে তাঁদের সম্বন্ধে বহু কমেন্ট। কেউ লিখেছেন ওরা কি আবার ডেট করছেন? কেউ লিখেছেন, ওদের দেখে মনে হচ্ছে, সদ্য বিয়ে করেছেন। অনেকে বলেছেন, ওরা কি আবার একসঙ্গে হয়ে গেলেন? নাহলে কেউ নিজের প্রাক্তনের বাড়ির পুজোয় যোগ দেয়?

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে লাভ আজ কাল ছবিতে কাজ করার সময় কার্তিক-সারার ডেটিং শুরু হয়। করণ জোহরের কফি উইথ-এর এক পর্বে সারা সে কথা স্বীকারও করেন। পরে আবার কার্তিক এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমি গত সোয়া এক বছর ধরে সিঙ্গল। এখন দুজনের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক।

অস্কারে ভারতের মনোনয়ন

সুদীপ্ত সেনের 'দ্য কেরালা স্টোরি' , করণ জোহারের 'রকি অর রানি কি প্রেম কহানি', 'জুইগাটো' এবং 'বেলাগাম'-- ২০২৪ সালের অস্কারের জন্য ভারতের অফিশিয়াল এন্ট্রি হতে চলেছে। সূত্রের খবর, গত বছর এস রাজামৌলির আরআরআর ও গুণিত মোঙ্গার দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপারার্স-এর অস্কার জেতার পর চিত্রনির্মাতারা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অস্কারের জন্য ছবি নির্বাচন করছেন। এই জন্য তাঁরা কমার্শিয়ালি হিট ছবির সঙ্গে আঞ্চলিক ও সিরিয়াস সিনেমার বিস্তৃত পরিধিকে মাথায় রেখে ছবির নির্বাচন করছেন। পরিচালক গিরিশ কাসারাভল্লির নেতৃত্বে গঠিত ১৭ সদস্যের জুরি-কমিটির কাছে এখনও পর্যন্ত সারা দেশ থেকে ২২টি ছবি জমা পড়েছে। অস্কারে পাঠানোর জন্য ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে যেসব ছবি পাঠানো হয়েছে, তার মধ্যে আছে, অনন্ত মহাদেবনের দ্য স্টোরিটেলার, মিউজিক স্কুল, মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, টুয়েলভথ ফেল, ভিদুথালাই পার্ট ২ (তামিল), ঘুমর ও দাসারা (তেলুগু)। এছাড়াও গদর ২, ভলভি (মরাঠি), অব তো সব ভগবান ভরসে আর বাপ লিয়োক (মারাঠি) ইত্যাদি ছবিও ওই তালিকাভুক্ত হতে পারে। এই নির্মাতারা ছবি পাঠিয়েছেন কিন্তু এখনও প্রয়োজনীয় 'ফিজ' দেননি, তাই কমিটি অপেক্ষা করছে। চেন্নাইয়ে ছবির নির্বাচনের পালা শুরু হয়েছে ২০ সেপ্টেম্বর। আশা করা যাচ্ছে, এক সপ্তাহের পর অস্কার ভারতের অফিশিয়াল এন্ট্রি নিয়ে ভারতের তরফে ঘোষণা হবে।

প্রয়াত থ্রি ইডিয়টসের লাইব্রেরিয়ান দুবে

থ্রি ইডিয়টস-এর লাইব্রেরিয়ান মানে অখিল মিশ্র আর নেই। মুম্বাইয়ে তাঁর বাসভবনে রান্নাঘরে পা পিছলে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮। তিনি রান্নাঘরে রান্না করছিলেন, সেই সময় দুর্ঘটনা ঘটে। এই সময় তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী সুজানে বার্নেট শুটিং করতে গিয়েছিলেন হায়দরাবাদে। খবর পেয়ে তিনি তড়িঘড়ি মুম্বই আসেন, এসেই স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পান। তারপর থেকেই তিনি ভেঙে পড়েছেন। অখিলের পোস্টমর্টেম হয়েছে। তাঁর অন্ত্যেষ্টির প্রস্তুতি নেবার ফাঁকেই সংবাদমাধ্যমকে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তাঁর স্ত্রী বলেছেন, 'আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছে, আমার সেকেন্ড হাফ চলে গেল।'

শত আনন্দ উৎসব

২৬ সেপ্টেম্বর। শতবর্ষে দেব আনন্দ। নায়ক, পরিচালক, প্রযোজককে শ্রদ্ধার্ঘ্যে সরকারি, বেসরকারি বহু সংস্থা। এর মধ্যেই তাঁর বাড়ি ভাঙার খবর সংবাদ শিরোনামে। শতবর্ষে পৌঁছে সম্মান-অসম্মানের এক আজব বলয়ে প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা। লিখেছেন শবরী চক্রবর্তী

ক' দিন আগে বেশ ঘটা করে সংমবাদমাধ্যমে প্রকাশ্যে আসে দেব আনন্দ@ ১০০। শতবর্ষে অভিনেতাকে শ্রদ্ধা জানানো হবে সারা দেশে, তাঁর ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে। সেই শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রস্তুতির সময়েই এল তাঁর বাড়ি ভাঙার খবর! সংবাদমাধ্যমের নড়েচড়ে বসার পক্ষে যথেষ্ট।

তবে ১০০ বছরে দেব সাহেবের পদার্পণে তাঁর ছবি প্রদর্শনের অভিনব উদ্যোগ সম্পূর্ণ। কলকাতাতেও হবে তাঁর ছবির প্রদর্শন। হেরিটেজ ফাউন্ডেশন ও ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ও ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ এই উদ্যোগ নিয়েছে। দেব আনন্দের রোমান্টিক আবেদন, তাঁর আকর্ষণীয় স্টাইল, ক্যারিশমা, ফ্যাশন-কোড, আজকের প্রজন্মের কাছে অভিনব পদ্ধতিতে তুলে ধরার চেষ্টাতেই এই উদ্যোগ। বিশিষ্ট পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ নিজে এই উদ্যোগে শামিল হয়েছেন। ইন্সটাগ্রাম পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, এই ছবির প্রদর্শন শুধুমাত্র প্রবীণদের স্মৃতির পথে একবার ঘুরে আসার সুযোগ করে দিচ্ছে না। এর সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে ভারতীয় সিনেমার সম্পদকে চাক্ষুষ করার একটা সুযোগও দিচ্ছে। হেরিটেজ ফাউন্ডেশন বলেছে, 'আমরা দেব আনন্দের ঐতিহ্যকে তাঁর চারটি মাইলফলক ছবির প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্মান জানাতে চাই।' এই চারটি ছবি হল গাইড, সিআইডি, জুয়েল থিফ ও জনি মেরা নাম। সংস্থা দেব-এর ভাই , প্রখ্যাত পরিচালক বিজয় আনন্দ, যিনি গোল্ডি আনন্দ নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁকেও সম্মান জানাবেন। এই চারটি ছবির নির্বাচন হয়েছে সংস্থার সদস্যদের ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর ভিত্তি করে।

কলকাতায় দর্শক আইনক্স কোয়েস্ট মল ও পি ভি আর অবনী-তে এই সিনেমার মণিমুক্তো দেখতে পাবেন।

বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন চরিত্রকে ভারতীয় সিনেমায় প্রথম নিয়ে আসেন দেব। সে সময়ে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চোখ কপালে তুলে দেবার মতো ছিল। আমেরিকার হিপি কালচারের রমরমা তখন ভারতেও, তারই একটা অংশ উঠে এসেছিল তাঁর 'হরে রামা হরে কৃষ্ণা' ছবিতে। জিনাত আমন তাঁর বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। প্রথমে সেই চরিত্র যায় মুমতাজের কাছে। এই অভিনেত্রীকে দেব ডাকতেন মুমস বলে।

মুমতাজ বলেছেন, 'আমি বোনের চরিত্র নিইনি। তখন একসঙ্গে তেরে মেরে স্বপ্নে করছি দেব সাহেবের সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র আমাদের। ওই সময়েই একটা ছবিতে ওঁর বোন হলে তেরে মেরে স্বপনে চলবে? হরে রামায় বলেছিলেন, আমার চরিত্রটা ছোট। তবু নিয়েছিলাম, দেব সাহেবের জন্য। ছবিতে যত স্কার্ফ উনি ব্যবহার করেছেন, সব আমার পছন্দ করা ছিল। উনি জিজ্ঞেস করতেন মুমস, আজ কোন স্কার্ফটা নেব? হরে রামা হরে কৃষ্ণা ছবির শুটিংয়ে খুব মজা হয়েছে। দেব সাহেবের সঙ্গে কাজ করা মানেই মজা। আমি অনেক হ্যান্ডসাম হিরোর সঙ্গে কাজ করেছি, যেমন শাম্মি কাপুর, রাজেশ খান্না, ফিরোজ খান, কিন্তু দেব সাহেবের ব্যাপারই ছিল আলাদা।'

ভাঙা হবে দেব আনন্দের জুহুর বাংলো। সেই জায়গায় হবে ২২ তলা টাওয়ার।

দেব আনন্দ যে রোমান্টিক ছিলেন তাঁর ছবিই তার প্রমাণ। খাস অ্যাকশনধর্মিতার মধ্যেও নরম প্রেমের নির্যাস ছড়িয়েছে তাঁর ছবি। তাই জুহুর সমুদ্রতীরে যখন বাংলো তৈরি করতে গেলেন, তখন সেখানে বসতি নেই। ফাঁকা জায়গা। সেটাই দেব সাহেবের পছন্দের কারণ ছিল। নিজেই বলেছিলেন একবার, 'জায়গাটা ছিল একেবারে গ্রাম। চারদিক ফাঁকা, খাঁ খাঁ করছে। আমার ভালো লেগেছিল কারণ এই নিঃসঙ্গতা আমার পছন্দের ছিল।' পরে মুম্বাইয়ের অন্যতম অভিজাত ও দামি এলাকা হয়ে ওঠে জুহু। বসতি গড়ে ওঠে, লোকালয়ে পরিণত হয় জায়গাটি। থাকার জন্য অভিজাতরা এই জায়গাকে পছন্দ করতে শুরু করেন। পরে দেব সাহেব বলেছিলেন, 'জুহু আর আগের মতো নেই, বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। লোকজনে ভর্তি। বিশেষ করে রবিবার এখানে খুব ভিড় হয়। সমুদ্রের ধারও আর আগের মতো নেই। আমার আইরিশ পার্কের বাসভবনে আর কোনও পার্ক নেই। আমার বাড়ির বাইরে একটা স্কুল আর চারটে বাংলো তৈরি হয়েছে।'

এখন এই বাংলো তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু দীর্ঘ ৪০ বছর এই বাংলোয় থেকেছেন দেব সাহেব। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী কল্পনা কার্তিক, মেয়ে দেবিনা ও পুত্র সুনীল আনন্দ। সুনীল এখন আমেরিকায়, মেয়ে দেবিনা ও স্ত্রী কল্পনা উটিতে থাকেন। এই বাংলোয় থাকার বা দেখাশোনা করার লোক নেই। ফলে আর পাঁচটা সাধারণ বাড়ির মতোই এই বাড়িরও ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেল ল্যান্ড ডেভেলপারের হাতে। জানা গিয়েছে ৩৫০-৪০০ কোটি টাকার বিনিময় হয়েছে। ১০ বছর আগে দেব-এর স্টুডিও বিক্রি হয়েছে, এবার বাংলোও গেল।

কিছুদিন আগে রাজ কাপুরের বাংলো এবং স্টুডিও বিক্রি হয়েছে। সেখানেও বিলাসবহুল আবাসন তৈরি হবে। এই কারণে কাপুর পরিবারের হাতে বেশ লোভনীয় অর্থ সমাগম হয়েছে।

তবে দেব সাহেবের ভাইপো, পরিচালক ও দেব সাহেবের ভাই চেতন আনন্দের ছেলে কেতন আনন্দ বলেছেন, 'এই খবর মিথ্যে। আমি দেবিনা আর বাড়ির অন্য লোকের কাছ থেকে খোঁজ নিয়েছি। জুহুর বাড়ি ভাঙা হচ্ছে না।' এক সংবাদমাধ্যমও বলেছে, তারা যে ডেভেলপার এই এস্টেট বানাচ্ছে বলে জানা গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কাউকে পাওয়া যায়নি।

রাঘব ও পরিণীতির বিয়ের উৎসব শুরু

রাজনীতিক রাঘব চাড্ডা ও অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার বিয়ে হবে রাজস্থানের, উদয়পুরে ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর। তার আগে প্রাক-বিবাহ পর্ব শুরু হয়ে গেল। নিউ দিল্লির গুরুদ্বারে তাঁর বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেন বিয়ের অনুষ্ঠান শুরুর আগে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেবার জন্য। এই প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের ছবি নেটে ঘুরছে। এদিন ওঁরা দুজনেই গোলাপি রঙের পোশাক পরেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দুই পরিবারের সদস্যরা ছিলেন। তাঁরা আদরাস ও কীর্তনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। রাঘব-পরিণীতির বিয়ের আমন্ত্রণ পত্র থেকে বোঝা যায় সাড়ম্বরে এই বিয়ে হচ্ছে। তাজ লীলা প্যালেসে দু দিন ধরে বিরাট মাপের বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। ২৩ তারিখে ওয়েলকাম লাঞ্চ দিয়ে তাঁরা বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু করবেন। ২৪ তারিখ পরপর হবে রাঘবের সেহেরাবন্দী, পরে জয়মালা, ফেরে ও বিদাই। এরপর ২৪ তারিখেই হবে বিরাট রিসেপশন। এতে উপস্থিত থাকবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগওয়ান্ত মান ও প্রবীন-নবীন আপ নেতারা।

রণবীর নয়, আলিয়ার প্রথম প্রেম শাহরুখ

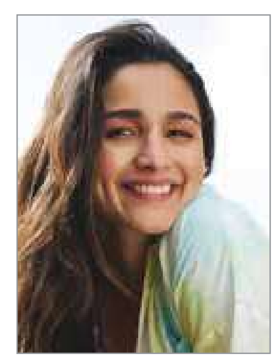

বহু জায়গাায় আলিয়া ভাট বলেছেন, রণবীর কাপুরের প্রেমে তিনি সেই ছোটোবেলাতেই পড়েছিলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, তাঁর প্রথম প্রেমের কথা। এই প্রেমিক রণবীর কাপুর নন, ইনি শাহরুখ খান। তিনি বলেছেন , 'শাহরুখ আমার প্রথম ক্রাশ। এই ক্রাশ দীর্ঘদিন ধরে চলছে।' করণ জোহরের শো কফি উইথ করণ-এও তিনি বলেছিলেন, 'আমার কোনও বয়ফ্রেন্ড থাকলেও এই ক্রাশ চলবে।' ২০১৬ সালে ডিয়ার জিন্দেগি-তে ওঁরা একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। দুজনের মধ্যে দারুণ ভালো সম্পর্ক। আলিয়া পাঠান-এর সাফল্যের পর তাঁকে পাঠান বলে সম্বোধন করবেন বলেছিলেন। উত্তরে শাহরুখ বলেন, 'এবার থেকে আমি তোমাকে ডাকব লিল (লিটল) আম্মা ভাট বলে।'

ফেলুদার শুটিংয়ে গিয়ে অসুস্থ সন্দীপ রায়

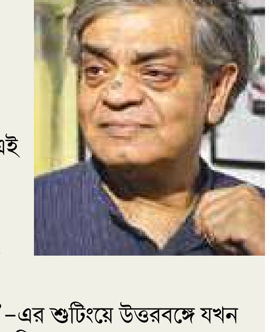

'ফেলুদা'র পরবর্তী ছবির শুটিংয়ে গিয়ে হঠাৎই ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন পরিচালক সন্দীপ রায়। গত সপ্তাহে 'নয়ন রহস্য'র শুটিং করতে চেন্নাইয়ে গিয়েছিলেন পরিচালক। বৃহস্পতিবার তাঁকে কলকাতায় আনা হয় বলে জানান সন্দীপবাবুর স্ত্রী ললিতা রায়। তবে এই মুহূর্তে জ্বর নেই বলেই জানিয়েছেন সন্দীপ-জায়া। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, যার জেরে 'দশম অবতার'-এর শুটে সময় লেগেছিল বেশি। 'বাঘা যতীন'-এর শুটিংয়ে উত্তরবঙ্গে যখন পৌঁছোন দেব, তখনও তিনি আক্রান্ত ছিলেন জ্বরে।

গত শুক্রবার চেন্নাইয়ে শুটিংয়ের উদ্দেশে রওনা দেন পরিচালক সন্দীপ রায়। উল্লেখ্য, ফেলুদা গল্প অবলম্বনে তৈরি 'নয়ন রহস্য' ছবির শুটিং করতে কলকাতা থেকে চেন্নাই গিয়েছিলেন সন্দীপ এবং তাঁর গোটা ইউনিট। সেখানে গিয়েই ক্রমে অসুস্থ হতে শুরু করেন সত্যজিৎ-পুত্র। ললিতাদেবী বলেছেন, সন্দীপের ভাইরাল জ্বর হয়েছে। আমার মনে হয়, কলকাতাতেই সংক্রমিত হয়েছিল ওর। ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর জ্বর তো সঙ্গে সঙ্গে হয় না। সংক্রমণ হওয়ার কিছুদিন পর থেকে শরীর খারাপ হতে শুরু করে তাঁর। সন্দীপেরও তাই-ই হয়েছে।

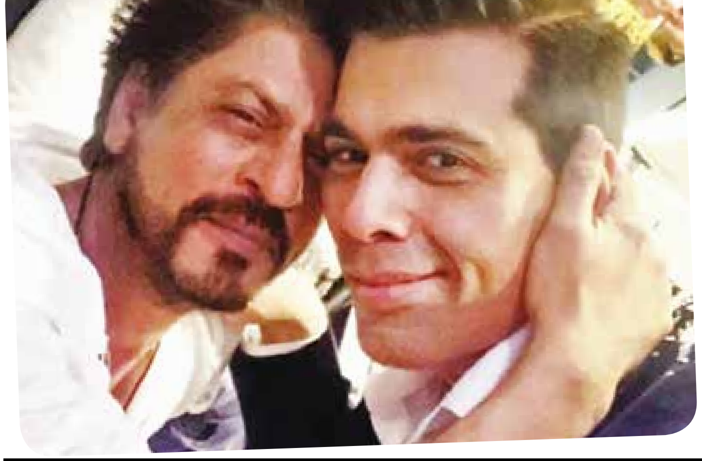

করণ জোহরের প্রাক্তন কি শাহরুখ?

করণ জোহার তাঁর প্রাক্তন সম্পর্কের কথা স্বীকার করে বসলেন। না, প্রকাশ্যে নয়, এক সাক্ষাৎকারে। তাঁর প্রেমিক, মানে প্রাক্তন প্রেমিক আর কি! তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলেও পারিবারিক বন্ধুত্ব বজায় রয়েছে। কারণ তাঁর মন আর মানসিকতার প্রতি তিনি এখনও সহমর্মী। করণকে এখনও খুব ভালো বোঝেন সেই পুরুষ।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে তা ছড়িয়ে পড়ে। কে সেই পুরুষ, তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন ওঠে। প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, সেই পুরুষের নাম মণীশ মালহোত্রা, কারণ মণীশ আর করণ একসময় সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলতে শুরু করেন, সেই পুরুষ হলেন শাহরুখ খান। করণ জোহর অবশ্য কারও নাম বলেননি। শুধু বলেছেন, তাঁর সেই পুরোনো ব্যথা নিয়েই তিনি তৈরি করেছিলেন একটা ছবি। তার নাম 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল'।

এই অবধি সব ঠিক ছিল। এদিকে করণ জোহর আর শাহরুখ খান প্রসঙ্গে যুবরাজ সিং-এর এক পুরোনো ভিডিও আচমকা ভাইরাল হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই প্রাক্তন তারকা 'আপ কি আদালত' নামে এক টক শো-তে এসেছিলেন। সেখানকার সঞ্চালক যুবরাজকে মনে করিয়ে দেন শাহরুখ একবার যুবরাজের ব্যাপারে বলেছিলেন, যুবরাজের উপর মেয়েরা ফিদা। কারণ, ওর ইমেজটাই ক্যাসানোভা। ক্যাসানোভা কথার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় যে পুরুষের মন একাধিক নারীতে একই সময়ে মজে থাকে। শাহরুখ তাঁকে এ হেন তকমা দেওয়ায় তা মোটেও ভালোভাবে নেননি যুবরাজ। তিনি পালটা বলেন, শাহরুখের কাছে কোনও মেয়ে নেই কারণ উনি করণ জোহরের সঙ্গে থাকেন। এখানেই না থেমে তিনি আরও যোগ করেন, আর তা ছাড়া শাহরুখ খান অভিনেতা, আর অভিনেতাদের কিছু বলার জন্য পয়সা দেওয়া হয়। তাই আমারও মনে হয়, আমার সম্পর্কে এইসব বলার জন্য শাহরুখ খানকে কেউ পয়সা দিয়েছে। কারণ, আমার ব্যক্তিগত ভাবে এমনটা মনে হয় না।

সুনীলের গোলেই বেঁচে ভারত

ভারত–১ (সুনীল–পেনাল্টি)
বাংলাদেশ–০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গোলের সুনীল ছেত্রীকে অভিনন্দন রাহুল কেপিরা। হ্যাংঝৌয়ে বৃহস্পতিবার।

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : টসের পর যখন ছবি তোলা হচ্ছে তখন নিয়মমাফিক ছবি তোলার পর এক সেকেন্ডও সময় না দাঁড়িয়ে নিজেদের অর্ধে চলে গেলেন সুনীল ছেত্রী। তাঁর শরীরী ভাষাই বলে দিচ্ছিল, যাবতীয় পরিস্থিতি তাঁকে কতটা বিরক্ত করেছে।

কিন্তু চিরকাল সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। এদিনও ঠিক সেটাই করলেন ব্রেইস মিরান্ডার মতো তরুণদের সঙ্গী করে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে না জিততে পারলে ক্লান্তির কথা কেউ শুনত না। ৮৪ মিনিটে ব্রেইস শট নিতে গেলে তাঁর পায়ে সরাসরি আঘাত করেন রহমত মিয়াঁ। পেনাল্টি দিতে ভাবতে হয়নি ফিলিপিন্সের রেফারিকে। পেনাল্টি থেকে এরকম পরিস্থিতিতে সুনীলের গোল করতে সমস্যা হয়নি কখনও। এদিনও ম্যাচের শেষদিকে ক্লান্তির জন্য যাঁকে নজরেই পড়ছিল না, সেই অধিনায়কই এগিয়ে এসে এশিয়াডে ডুবে যাওয়া থেকে টেনে তুললেন দেশকে। এখন শেষ ম্যাচে মায়ানমারকে হারালেই দল নকআউটে সরাসরি যাবে। তাঁকে বাবা হওয়ার এবং গোলের জন্য অভিনন্দন জানালে সুনীল বলে ফেলেন, 'আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো। তবে বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা উপভোগ করছি। আমরা এখানে এখন দেশের হয়ে এসেছি। জানি, অনেককিছুই আমাদের ঠিক হয়নি। তবে গোল এবং জয়টা দরকার ছিল। পাঁচ–ছয়দিনের মধ্যে তিনটি ম্যাচ খেলা মোটেই সহজ নয়। এখন আমাদের আইস বাথ ও বিশ্রাম নিয়ে তরতাজা হয়ে মায়ানমার ম্যাচে নামতে হবে।'

একাধিক ফুটবলারের পেশিতে টান। এতে চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় বলেই আগের ম্যাচে খেলা সুমিত রাঠী ও রহিম আলিকে দলে রাখতে পারেননি ইগর স্টিমাক। নরিন্দার গেহলট ও অনিকেত যাদব পৌঁছালেও তাঁদের শুরু থেকে খেলানোর মতো অবস্থা ছিল না। এদিন ডিফেন্সে চিঙ্গলেসানা সিংকে নামিয়ে ডিফেন্সের শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা থাকলেও ম্যাচ যত গড়িয়েছে তাঁরও ক্লান্তি নজরে পড়েছে। ভারতের সেরা অনূর্ধ্ব–২৩ দল নিয়ে গেলে এই বাংলাদেশ দলকে বলে বলে হারানোর ক্ষমতা ছিল ভারতের। কিন্তু দুর্ভাগ্য সুনীলদের, এদেশের ফুটবল কর্তাদের বদান্যতায় এবারের এশিয়াডে ভারতীয় দলকে অসম্ভব বিবর্ণ দেখাচ্ছে। যদি এই তৃতীয় পছন্দের দলটাকেও খেলানোর ভাবনা দুই মাস আগে ভাবা হত, তাহলেও এঁদের নিয়ে একটা শিবির করে বোঝাপড়া বাড়িয়ে এর থেকে ভালো খেলার সুযোগ অন্তত থাকত।

দুর্দান্ত খেললেন বাংলাদেশের গোলরক্ষক। বিরতির মিনিটখানেক আগে দলের নিশ্চিত পতন রোধ করেন ব্রেইসে থেকে সুনীলের শট, ফিরতি বলে আব্দুল রাবিহর শট তিনি বাঁচালে ফের শট নেন রোহিত দানু। যা মিতুল ভার্মা হাত লাগালে পোস্টে লেগে বেরিয়ে আসে। ৩৯ মিনিটে সানার হেড বক্সের মধ্যে বাংলাদেশ ডিফেন্ডারের হাতে লাগায় পেনাল্টির দাবি ছিল ভারতীয়দের। তবে তা ফিলিপিন্সের রেফারি গ্রাহ্য করেননি। দ্বিতীয়ার্ধের ঠিক শুরুতেও ব্রেইসের ক্রস রাহুল কেপি না বুঝতে পারায় গোল আসেনি। ৬৫ মিনিটে স্যামুয়েলের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া ফ্রি–কিক কোনওক্রমে বাঁচান মিতুল। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয়দের ক্লান্তির সুযোগ নিয়ে রবিউলরা গোটা দুয়েক সুযোগ তৈরি করে নেন। ৭৭ মিনিটে মুজিবর রহমানের শট অসাধারণ ক্লোজ করা ছাড়াও গোটা ম্যাচেই ধীরাজ সিং বিশ্বস্ত ছিলেন গোলের নীচে।

ভারত : ধীরাজ, চিঙ্গলেসানা (গেহলট), চুঙ্গনুঙ্গা, সন্দেশ, আয়ুষ (ভিন্সি), রাহুল, অমরজিত (স্যামুয়েল) , ব্রেইস (রহিম), রাবিহ, রোহিত (গুরকিরাত) ও সুনীল।

> **আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো। তবে বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা উপভোগ করছি। আমরা এখানে দেশের হয়ে খেলতে এসেছি। জানি, অনেক কিছুই আমাদের ঠিক হয়নি। তবে গোল এবং জয়টা দরকার ছিল। পাঁচ–ছয়দিনের মধ্যে তিনটি ম্যাচ খেলা মোটেই সহজ নয়। এখন আমাদের আইস বাথ ও বিশ্রাম নিয়ে তরতাজা হয়ে মায়ানমার ম্যাচে নামতে হবে।**
>
> –সুনীল ছেত্রী

হারের লজ্জায় মুখ ঢেকেছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা।

রিয়ালের ত্রাতা সেই বেলিংহাম

মিউনিখ, ২১ সেপ্টেম্বর : চলতি মরশুমের শুরুতে ডেভিড দে গিয়াকে না তাড়ালেও চলত। কিন্তু তাঁর বদলে এরিক টেন হ্যাগ যাঁকে নিয়ে এসেছেন সেই আন্দ্রে ওনানা বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ডোবালেন। ক্যামেরুন গোলকিপারের শিশুসুলভ ভুল ও জঘন্য ডিফেন্সের জন্য অ্যাওয়ে ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে ৪–৩ গোলে হারতে হল ব্রুনো ফার্নান্ডেজদের।

হাজার সমস্যার মাঝেও এদিন শুরুটা ভালো করেছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। প্রথম দশ মিনিটের মধ্যে অন্তত দুইবার এগিয়ে যেতে পারতেন হ্যাগের ছেলেরা। কিন্তু ২৮ মিনিটে লেরয় সানে বায়ার্নকে লিড এনে দেন। গোলের জন্য সানের একফোঁটাও কৃতিত্ব নেই। বরং ১০০ শতাংশ ভুল ওনানার। সানের মাটিঘেঁষা নিরীহ শট ইউনাইটেড গোলকিপারের হাতের ফাঁক দিয়ে জালে জড়িয়ে যায়। ৩২ মিনিটে ২–০ করেন সার্জ গ্যানাব্রি। ৪৯ মিনিটে রাসমাস হোজলুন্ড ব্যবধান কমিয়েছিলেন। কিন্তু ৫৩ মিনিটে বায়ার্নের হ্যারি কেন পেনাল্টি থেকে স্কোরশিটে নাম তোলেন। দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ম্যাথিয়াস টেল ইউনাইটেডের যন্ত্রণা বাড়ান। শেষদিকে ক্যাসেমিরো জোড়া গোল করলেও ইউনাইটেডের হার বাঁচাতে পারেননি।

হারের দায় স্বীকার করে ওনানা বলেছেন, 'আমিই দলকে ডুবিয়েছি। আমার জন্য দল হেরেছে। এই ব্যর্থতা থেকে আমার অনেককিছু শেখার আছে।'

অন্যদিকে, রিয়াল মাদ্রিদের ত্রাতা ফের জুডে বেলিংহাম। ইংরেজ মিডফিল্ডারের একমাত্র গোলে ইউনিয়ন বার্লিনকে হারাল রিয়াল। সাত বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফিরে ঝোড়ো শুরু করল আর্সেনাল। তারা ৪–০ গোলে পিএসভি আইন্দহোভেনকে হারিয়েছে। রিয়াল সোসিয়েদাদের বিরুদ্ধে ১–১ গোলে ড্র করল ইন্টার মিলান।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ–১	ইউনিয়ন বার্লিন–০
গালাতাসারে–২	এফসি কোপেনহেগেন–২
বায়ার্ন মিউনিখ–৪	ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড–৩
বেনফিকা–০	আরবি সলজবার্গ–২
এফসি ব্রাগা–১	নাপোলি–২
আর্সেনাল–৪	পিএসভি আইন্দহোভেন–০
সেভিয়া–১	লেনস–১
রিয়াল সোসিয়েদাদ–১	ইন্টার মিলান–১

শেষলগ্নে গোল করে রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহাম।

সেমিফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার পর জেমিমা রডরিগেজ ও শেফালি ভার্মা।

গোলরক্ষকের দোষে পয়েন্ট হাতছাড়া মহিলা দলের

মুজনাই বাগানের মেয়ের গোলে এগিয়েও হার

হ্যাংঝৌ, ২১ সেপ্টেম্বর : দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মাদারিহাটের মুজনাই চা বাগানের অঞ্জু তামাংয়ের শট জালে জড়াতেই মনে হয়েছিল দিনটা ভারতীয় ফুটবলের। কিন্তু চাইনিজ তাইপেইয়ের জোড়া সুপারসাবই ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের সব আনন্দ মাটি করে দিলেন।

বৃহস্পতিবার ওয়েনঝৌ স্পোর্টস সেন্টার স্টেডিয়ামে এশিয়ান গেমসের প্রথম ম্যাচে চাইনিজ তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে ২–১ গোলে হারল ভারতের মহিলা ফুটবল দল। ক্রমতালিকায় ২৩ ধাপ এগিয়ে থাকা দলের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই সেয়ানে–সেয়ানে টক্কর দেন বালা দেবীরা। দুই প্রান্ত দিয়ে মনীষা কল্যাণ ও অঞ্জু তামাংয়ের ওপর ভর করেই আক্রমণ গড়ছিল সুইডিশ কোচ থমাস ডেনারবির মেয়েরা।

৩৭ মিনিটে সাইপ্রাসের অ্যাপোলন লেডিজ এফসিতে খেলা মনীষার শট ক্রসপিসে লেগে প্রতিহত হয়। ৪৬ মিনিটে সেই মনীষার শট গোলরক্ষক বাঁচালে ফিরতি বলে গোল করেন অঞ্জু। এরপর ৬৮ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে নেমেই বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে তাইপেইয়ের হয়ে সমতা ফেরান লি চিন লাই। ম্যাচ শেষের ৭ মিনিট আগে একটি থ্রু বল বিপন্মুক্ত করতে গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন গোলরক্ষক শ্রেয়া হুড্ডা। সেই সুযোগে বল ধরে ফাঁকায় গোল করে যান আরেক সুপার সাব সু ইউ সুয়ান। ২৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের মরণবাঁচন ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ড।

নিষ্ফলা ম্যাচে শেফালির তাণ্ডব

হ্যাংঝৌ, ২১ সেপ্টেম্বর : ৯ বছর পর এশিয়াডের মঞ্চে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন। ২০১০ সালে প্রতিযোগিতায় ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তির পর প্রথম দল পাঠাল ভারত। দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে এশিয়াডে পদার্পণকে স্মরণীয় করে রাখলেন শেফালি ভার্মা। বৃষ্টিতে পণ্ড হওয়া ম্যাচে ৩৯ বলে ৬৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। অন্যদিকে পাকিস্তান বনাম ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচও টানা বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। ফলে ভারতের সঙ্গে সেমিফাইনালে উঠেছে পাকিস্তান।

বৃহস্পতিবার মহিলাদের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল মালয়েশিয়া। খারাপ আবহাওয়ার জন্য ম্যাচটি ১৫ ওভারের করা হয়। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামার পর শেফালি ও স্মৃতি মান্ধানার (২৭) ওপেনিং জুটিতে ৫ ওভারে ৫৩ রান ওঠে ভারতের। হরমনপ্রীত কাউর দুই ম্যাচ নির্বাসনে থাকায় অধিনায়কত্বের ব্যাটন ছিল মান্ধানার হাতে। মান্ধানা ফিরলেও উলটো দিকে চলতে থাকে শেফালি–শো। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন জেমিমা রডরিগেজ (২৯ বলে অপরাজিত ৪৭)।

সেমিতে ভারত, পাকিস্তান

১২ ওভারের শেষে যখন শেফালি আউট হন তখন স্কোরবোর্ডে বলছে ১৪৩/২। শেষদিকে ৭ বলে ২১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন রিচা ঘোষও। ভারত ২ উইকেটে ১৭৩ রানে পৌঁছে যায়। জবাবে ২ বল খেলা হওয়ার পরই বৃষ্টিতে ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায়। পরে আর ম্যাচ শুরু করা যায়নি। আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে সেমিফাইনালে ওঠে ভারত। শুক্রবার হংকংকে হারালে শেষ চারে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

রোয়িংয়ে জোড়া দল ফাইনালে

হ্যাংঝৌ, ২১ সেপ্টেম্বর : মেন্স ফোরের হিটসে বুধবার ভারতীয় রোয়িং দল ফাইনালে উঠেছিল। বৃহস্পতিবারও চলতি এশিয়ান গেমসে রোয়িংয়ে ভারতের দিনটা ভালোই গেল। পুরুষদের লাইটওয়েট ডাবলস স্কালসে রেপোচেজ রাউন্ডে অর্জুন জাট লাল–অরবিন্দ সিং জুটি প্রথম হয়ে ফাইনালে ওঠার ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন। তারা ৬ মিনিট ৫৫.৭৮ সেকেন্ড সময় নেন। ডাবল স্কালসে ফাইনালে উঠেছেন সৎনাম সিং–পরমিন্দার সিং। তারাও রেপোচেজ রাউন্ডে প্রথম হয়েছেন।

ইস্ট–মোহন ম্যাচ ওড়িশায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল, ২১ অক্টোবর ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল ম্যাচ ওড়িশায় হতে পারে। এবার সেই খবরে সিলমোহর পড়তে চলেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, ম্যাচটি ওড়িশায় অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও ২৪ অক্টোবর মোহনবাগান ও বসুন্ধরার এএফসি কাপের ম্যাচটিও ওড়িশায় অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতায় দুর্গাপুজোর জন্য এই দুইটি ম্যাচ ওড়িশায় হবে।

প্রত্যাবর্তনে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়লেন মেসি

লিওনেল মেসিকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ইন্টার মায়ামির কোচ জেরার্ডো মার্টিনো।

মায়ামি, ২১ সেপ্টেম্বর : অবশেষে মাঠে ফিরলেন লিওনেল মেসি। তবে প্রত্যাবর্তন সুখের হল না তাঁর জন্য। টরন্টো এফসি–র বিরুদ্ধে বুধবার রাতে ৩৭ মিনিটে পায়ের চোটে মাঠ ছাড়লেন তিনি। একই কারণে ৩৪ মিনিটে বার্সেলোনায় মেসির প্রাক্তন সতীর্থ জর্ডি আলবাকেও বেরিয়ে যেতে হয়। যদিও এতে ম্যাচ জিততে অসুবিধা হয়নি ইন্টার মায়ামির। তারা ৪–০ গোলে টরন্টোকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেছেন মেসির পরিবর্ত হিসেবে নামা রবার্ট টেলর। একটি করে গোল পেয়েছেন ফ্রিয়াস ও ক্রেমাশি।

এদিন জিতলেও আগামী ১৭ দিনে ৫টি ম্যাচ খেলতে হবে মায়ামিকে। এমন সময়ে মেসিকে পরের ম্যাচে পাওয়া না গেলেও আর্জেন্টাইন তারকা সুস্থই আছেন বলে জানিয়েছেন মায়ামির কোচ জেরার্ডো মার্টিনো। তিনি বলেছেন, 'মেসি ও আলবা ম্যাচের আগে স্বাভাবিক অনুশীলন করছিল। ওদের সুস্থ মনে হওয়ায় নামিয়েছিলাম। এটা শুধু ওদের ক্লান্তি। আর কিছুই নয়।'

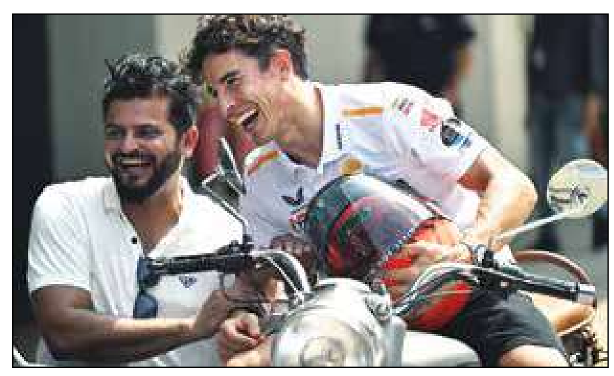

নয়ডায় মোটো গ্রাঁ প্রি–র প্রোমোশনে মার্ক মার্কুয়েজের সঙ্গে সুরেশ রায়না।

শুভমান পরবর্তী বিরাট, দাবি রায়নার

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেটে আগামীর মহাতারকা।

ব্যাটের দাপটে সেই বার্তা ইতিমধ্যেই বাইশ গজে দিয়েছেন শুভমান গিল। আসন্ন বিশ্বকাপ তারকা হয়ে ওঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ হার্ডল হতে চলেছে। সুরেশ রায়নার বিশ্বাস, আসন্ন বিশ্বকাপ হতে চলেছে গিলের। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের মাটিতে যেমন দাপট দেখিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। এবার পালা শুভমানের।

এখানেই থেমে থাকেননি ২০১১ সালের বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম তারকা। একধাপ এগিয়ে শুভমানকে ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী 'বিরাট কোহলি' হিসেবে তুলে ধরেছেন। আর এটাই নাকি লক্ষ্য পাঞ্জাবের তরুণ ওপেনারেরও!

'গিলের বিশ্বকাপ হতে চলেছে'

এদিন এক সাক্ষাৎকারে রায়না বলেছেন, 'আসন্ন বিশ্বকাপে সফলতম ক্রিকেটারের অন্যতম হতে চলেছে ও। আমি জানি, নিজেকে মহাতারকা হিসেবে দেখতে মরিয়া শুভমান। লক্ষ্য পরবর্তী বিরাট কোহলি হওয়া। আমি নিশ্চিত, বিশ্বকাপের পর ক্রিকেট–আড্ডা মেতে থাকবে শুভমানকে নিয়েই।'

স্পিন ও পেসের বিরুদ্ধে সমান সাবলীল। যা বাকিদের থেকে শুভমানকে আলাদা করে দেয়, দাবি সুরেশ রায়নার। 'মিস্টার আইপিএল'–এর মতে, 'অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যাটার। ওর বিরুদ্ধে কোথায় বল রাখতে হবে বুঝতে হিমসিম খায় স্পিনাররা। সুইং না মিললে পেসারদের শেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ২০১৯ বিশ্বকাপে রোহিত যা করেছিল, এবার ভারতের হয়ে সেটাই করতে চলেছে শুভমান।'

পদকের রং বদলাতে তৈরি সুমিত

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : ২০১৮ সালের জাকার্তা এশিয়ান গেমসে প্রথম 'ব্রিজ' অন্তর্ভুক্ত হয়। সেবারই পুরুষদের তাসের এই বিভাগে দলগতভাবে ব্রোঞ্জ জিতে বাংলা তথা ভারতের গর্বের কারণ হয়েছিলেন সুমিত মুখোপাধ্যায়। এবার চিনের হ্যাংঝৌতে শুরু হতে চলা এশিয়ান গেমসে পদকের রং বদলাতে বদ্ধপরিকর বিরাটির এই বাসিন্দা।

তিনি বলছেন, 'আমরা গতবার শুরুর দিকে খুব খারাপ খেলছিলাম। কিন্তু শেষে ভালো খেলে পদক জিতি। তবে এবার গতবারের থেকেও বেশি আত্মবিশ্বাসী। আমাদের দলটা প্রায় একই আছে। ৬ জনের দলে একজন নতুন সদস্য এবার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া খুবই ভালো আছে। তাই এবার আরও ভালো ফল করার ক্ষেত্রে আমি আশাবাদী।'

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে খেলছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে মরক্কোয় হওয়া বিশ্ব ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। মে মাসে পাকিস্তানে হওয়া এশীয় স্তরের প্রতিযোগিতা বিএফএএমই–তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তবে এশিয়ান গেমসে আরও কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে বলে মত সুমিতের। ৫০ বছর বয়সি এই ব্রিজ খেলোয়াড় বলছেন, 'এশিয়া মহাদেশে এশিয়াডের থেকে উচ্চস্তরের কোনও প্রতিযোগিতা নেই। চিন, চাইনিজ তাইপে, সিঙ্গাপুর, হংকংয়ের মতো প্রবলতম প্রতিপক্ষ খেলবে। তাই প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে হবে।' তাঁর কথা যুক্তিযুক্ত। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ব্রিজ খেলা শুরু হবে। চলবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত। টানা ৯ দিনের অর্জিত পয়েন্টের ভিত্তিতে পোডিয়ামে কারা দাঁড়াবেন, তা ঠিক হবে। সুমিত ছাড়াও পুরুষ দলের বাকি সদস্যরা হলেন জাগ্গি শিবদাশানি, সন্দীপ ঠাকরাল, রাজেশ্বর তিওয়ারি, রাজু তোলানি ও অজয় খারে।

সুমিত মুখোপাধ্যায়

> **এশিয়া মহাদেশে এশিয়াডের থেকে উচ্চস্তরের কোনও প্রতিযোগিতা নেই। চিন, চাইনিজ তাইপে, সিঙ্গাপুর, হংকংয়ের মতো প্রবলতম প্রতিপক্ষ খেলবে। তাই প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে হবে।**
>
> –সুমিত মুখোপাধ্যায়

তিন ধাপ নামলেন সুনীলরা

শীর্ষে আর্জেন্টিনা, তিনে ব্রাজিল

জুরিখ, ২১ সেপ্টেম্বর : ফিফা ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখল আর্জেন্টিনা। ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম ইকুয়েডর ও পরে বলিভিয়াকে হারিয়ে নিজেদের জায়গা পোক্ত করেছেন লিওনেল মেসিরা।

অন্যদিকে জার্মানির বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে ২–১ গোলে হেরে দ্বিতীয় স্থানেই রইল ফ্রান্স। প্রথম পাঁচে থাকা বাকি দলগুলি হল ব্রাজিল (তৃতীয়), ইংল্যান্ড (চতুর্থ), বেলজিয়াম (পঞ্চম)। ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে যথাক্রমে ক্রোয়েশিয়া ও নেদারল্যান্ডস। আটে পর্তুগিজরা। একধাপ নেমে নবম স্থানে রয়েছে ইতালি। স্পেন রয়েছে দশম স্থানে। তালিকায় নিজেদের স্থান ধরে রাখল ভারতের পুরুষ ও মহিলা দল। সুনীল ছেত্রীরা নেমে গিয়েছেন তিন ধাপ। তাদের র‍্যাংকিং এখন ১০২। অন্যদিকে ৬১তম স্থানে ভারতের প্রমীলাবাহিনী।

জয় ভারতের ছোটদের : অনূর্ধ্ব–১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে জিতল ভারত। বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের ফল ৩–০। ভারতের হয়ে গোলগুলি করেন গগমসর গয়ারি, নাওবা মিতেই পাঙ্গমবাম ও অর্জুন সিং ওইনাম।

ডেভিডে আস্থা মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগে রীতিমতো গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে ১৭টি গোল করে কলকাতা লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন। ৮ গোল করে দ্বিতীয় স্থানে থাকা সুহেল আহমেদ ভাট ও রাহুল পাসোয়ান অনেক পিছিয়ে ডেভিড লালহালানসাঙ্গার থেকে। তবে মৃদুভাষী ডেভিড অবশ্য দলের জয়েই খুশি। তিনি বলেছেন, '৩ পয়েন্ট পাওয়াটাই লক্ষ্য ছিল। দলের জয়ে আমি খুশি।' অন্যদিকে ডেভিডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, 'ডেভিড অসাধারণ ফুটবলার। ভারতীয় দলের টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত ডেভিডের দিকে নজর দেওয়া। এমনিতেই এদেশে ভালো স্ট্রাইকারের অভাব রয়েছে।' পরে মজা করেই বলেছেন, 'আমি তো ডেভিডকে তিনটি গোল করতে বলেছিলাম। কিন্তু ও দুটি গোল করল।' চলতি মরশুমে ইতিমধ্যে ১৬ ম্যাচে ২৩ গোল করে ফেলেছেন ডেভিড। ৬ গোল করে ডুরান্ড কাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন। রেমসাঙ্গার পাস থেকে ডেভিডের গোল যেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে মিথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাদা–কালো সমর্থকরা ডেভিডকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। এই মরশুমে আই লিগ জিততে মণিপুরি গোলমেশিন ডেভিডের দিকে তাকিয়ে মহমেডান সদস্য–সমর্থকরা।

খেলা Fourteen Uttarbanga Sambad 22 September 2023 Siliguri

ক্রিকেটের দলবদল
শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দলবদল শুক্রবার শুরু হবে। চলবে শনিবার পর্যন্ত।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ ২২তম শুভ জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা নিবি **(নিবেদিতা বর্মন)**, আগামী দিনগুলো ভরে উঠুক অফুরন্ত ভালোবাসা, সাফল্য ও আনন্দে। –**দাদা ও দিদি।**

মিশন বিশ্বকাপের ‘ফাইনাল’ পরীক্ষা শুরু আজ

মোহালি, ২১ সেপ্টেম্বর : বাজনা বাজতে শুরু করেছে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে যাবে একদিনের বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ের চিপকে প্রথম ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার। বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে শেষ পরীক্ষা আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ভারতীয় দলের। প্যাট কামিন্সদের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মোহালির পিসিএ স্টেডিয়ামে আগামীকাল তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়া, পরীক্ষায় আরও একটি বড় নাম রয়েছে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন। অক্ষর প্যাটেলের আচমকা চোট ৩৭ বছরের অভিজ্ঞ অফস্পিনারের জন্য টিম ইন্ডিয়ার দরজা খুলে দিয়েছে হঠাৎই। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসের পর ওয়ান ডে না খেলা অশ্বীনের জন্য এই সিরিজ নিশ্চিতভাবেই বড় চ্যালেঞ্জ। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, অজিদের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ান ডে ম্যাচে অশ্বীন নিশ্চিতভাবেই প্রথম একাদশে থাকবেন। শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডির আর্ল রিজেন্সি হোটেলে বসে অজিত আগরকার, রোহিত শর্মারা যখন দিকে তাকিয়ে রয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। অশ্বীনের পাশে ওয়াশিংটন সুন্দরও থাকছেন ভারতীয় দলে।

এশিয়া কাপ জয়ের রাতেই ভারত অধিনায়ক রোহিত ঘোষণা করেছিলেন, শ্রেয়স ৯৯ শতাংশ ফিট। তাঁর ফিটনেসের মান ১০০ শতাংশ হল কিনা, আগামীকাল তারও পরীক্ষা। হিটম্যানের অনুপস্থিতিতে আগামীকাল শুভমানের সঙ্গে হয়তো ঈশান কিষানকে ওপেনিংয়ে

নজরে শ্রেয়স, সূর্যকুমার, অশ্বীন

কুলদীপ যাদবরা সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে বিশ্রামে। তাঁদের অনুপস্থিতিতে লোকেশ রাহুল টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে। এশিয়া কাপে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনের পর রাহুলের কাছে যেমন আরও ছন্দ ও সাফল্যের প্রত্যাশা রয়েছে। তেমনই শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদবদের জন্যও আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ ফের ফিটনেস ও যোগ্যতা প্রমাণের মঞ্চ হিসেবে হাজির হতে চলেছে।

টিম ইন্ডিয়ার মিশন বিশ্বকাপ বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে নাম ছিল না অশ্বীনের। মাঝে ছবিটা বদলেছে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টও বুঝতে পেরেছে, দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ অভিযানে দলে একজন ডানহাতি স্পিনারের কতটা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ভারতীয় স্কোয়াডে ডানহাতি স্পিনার হিসেবে অভিজ্ঞ অশ্বীনকে পাওয়া গেলে তার চেয়ে ভালো আর কিই বা হতে পারে। এমন ভাবনা ও পরিকল্পনা থেকে অশ্বীন অজি সিরিজের দলে রয়েছেন। আর তাঁর ছন্দের

ভারত বনাম **অস্ট্রেলিয়া**
প্রথম ওডিআই আজ
স্থান : মোহালি
ম্যাচ শুরু : দুপুর ১.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

দেখা যাবে। শ্রেয়সের ব্যাট করার কথা তিন নম্বরে। এশিয়া কাপে টানা ম্যাচ খেলার পরও জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজরা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দলে রয়েছেন। বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ওয়ার্কলোড ম্যানেজ করার জন্য তাঁদের কীভাবে কার্যনির্বাহী অধিনায়ক রাহুল ব্যবহার করবেন, সেদিকেও নজর থাকবে ভারতীয় ক্রিকেটমহলের।

মোহালিতে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রস্তুতিতে লোকেশ রাহুল, শার্দূল ঠাকুর, তিলক ভার্মারা। বৃহস্পতিবার।

এশিয়া কাপ জয়ের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে টিম ইন্ডিয়া যখন এখন থেকেই বিশ্বকাপের আবহে ঢুকে পড়েছে। তখন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ হেরে ভারতে খেলতে হাজির হওয়া স্টিভেন স্মিথরা একটু বেশিই সতর্ক হয়ে রয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার পরও সেই সিরিজ হারতে হয়েছিল অজিদের। যা স্টিভেন স্মিথ, প্যাট কামিন্সদের জন্য বিশ্বকাপের প্রাক্কালে খুব একটা ভালো বিজ্ঞাপন নয় মোটেও। তাছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশের বাইশ গজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশে নিজেদের মেলে ধরার চ্যালেঞ্জও রয়েছে অজিদের জন্য। উপরি হিসেবে দুই দলই চেন্নাইয়ে ৮ অক্টোবর পরস্পরের বিরুদ্ধে একদিনের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করতে চলেছে। তাই পরস্পরকে বুঝে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ অস্ট্রেলিয়ার পাশে ভারতীয় দলের জন্যও থাকছে। বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে দুই দলই আজ মোহালির পিসিএ স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে। দুই দলকেই বেশ ফুরফুরে মেজাজে দেখা গিয়েছে। গতকাল ভারতে পৌঁছানোর পরই অভিজ্ঞ অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার এই দেশ নিয়ে তাঁর আগ্রহ ও ভালোবাসার কথা জানিয়েছিলেন। জীবনের শেষ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে হাজির হওয়া ওয়ার্নারের জন্যও তাই টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের পাশে বিশ্বকাপটাও স্পেশাল হতে চলেছে।

শ্রীলঙ্কার মাটিতে এশিয়া কাপের পুরো সময়টাই বৃষ্টি তাড়া করেছিল ভারতীয় দলকে। মোহালিতে এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির ব্যাপার নেই। বদলে রয়েছে বাইশ গজে দুর্দান্ত ম্যাচের আবহ। মোহালিতে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, সেখানে আদর্শ ব্যাটিং উইকেট তৈরি হয়েছে। যেখানে বড় রানের ম্যাচের সম্ভাবনা প্রবল। ফলে দুই দলের বোলারদের জন্য যেমন রান রোখার চ্যালেঞ্জ থাকবে, তেমনই ব্যাটারদের জন্য থাকছে বড় রান করে মিশন বিশ্বকাপের লক্ষ্যে নিজেদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে নেওয়ার তাগিদও।

বিশ্বকাপে নেই নর্তজে, মাগালা

ডারবান, ২১ সেপ্টেম্বর : ওডিআই বিশ্বকাপ শুরুর ১৫ দিন আগে চাপে বাড়ল দক্ষিণ আফ্রিকার। পিঠের নীচের দিকে স্ট্রেস ফ্যাকচারে বিশ্বকাপ খেলা হবে না আনরিচ নর্তজের। সিসান্দা মাগালা হাঁটুর চোটের কারণে ভারতে আসতে পারবেন না। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার ওডিআই দলের কোচ রব ওয়াল্টার এই খবর দিয়েছেন। তাঁদের পরিবর্তে প্রোটিয়ারা বিশ্বকাপ দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে অ্যান্ডিলে ফেলুকায়ো ও লিজাড উইলিয়ামসকে।

অন্তিমের ব্রোঞ্জ

বেলগ্রেড, ২১ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ৫৩ কেজি ওজন বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতলেন অন্তিম পাঙঘাল। পদক নিশ্চিত করার ম্যাচে তিনি ১৬–৬ পয়েন্টে চূর্ণ করেন ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন সুইডেনের জোন্না মালমগ্রেনকে। একই সঙ্গে অন্তিম প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের একটি কোটা নিশ্চিত করে ফেললেন। এই প্রতিযোগিতাতেই অন্তিম বর্তমান বিশ্বসেরা অলিভিয়া ডমিনিকুই পাররিশকে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন।

শিলিগুড়ি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : ব্যান্ডেলে ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় সাব–জুনিয়ার খো খো–র জন্য শিলিগুড়ির ছেলে ও মেয়েদের দল শুক্রবার রওনা হবে। শিলিগুড়ি মহকুমা খো খো সংস্থার সচিব ভাস্কর দত্তমজুমদার ঘোষিত ছেলেদের দলে রয়েছে জগন্নাথ সামন্ত, শেখ সফিকুল, আকাশ সাঁতরা, সায়ন বাগ, সৌম্যদীপ মাল, ঈশান মাইতি, শংকর সাহানি, সৌরভ রায়, জয় দাস, প্রদীপ রায়, সুজল মাহাতো, সায়ন দাস, প্রণজিৎ রায়, পলাশ রায়, মানব দাস ও ঋজু মণ্ডল। কোচ পলাশ পাল। মেয়েদের দলটি এই রকম–প্রীতি সিনহা, পূর্বা দাস, সঙ্গীতা বর্মন, অর্পিতা দাস, ললিতা রায়, রিদিমা পাহান, সোনালী চক্রবর্তী, রিয়া পাড়ই, তিথি সামন্ত, কল্পনা বর্মন, রীতিকা পাহান, নন্দিতা কুলাচার্যী, অক্ষরা কুমারী প্রসাদ, ডালিয়া রায় ও বনশ্রী মান্না। কোচ আশিস রায়।

চোট-সতর্কতায় নেই ম্যাক্সওয়েল-স্টার্ক

মোহালি, ২১ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের ফাইনাল টাচ।

তিন ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ ওডিআই সিরিজের উদ্বোধনী টক্করে আগামীকাল মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া–ভারত। প্রথম দুই ম্যাচে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি সহ একঝাঁক তারকাকে বিশ্রাম দিয়েছে ভারত। শুক্রবাসরীয় মোহালি দ্বৈরথে অজি একাদশেও দেখা যাবে না বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক ও অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে।

প্রেক্ষিত অবশ্য আলাদা। ভারত যেখানে বিশ্রাম দিতে এহেন পদক্ষেপ করেছে, অজিরা তখন স্টার্ক–ম্যাক্সওয়েলের চোট–চিন্তায় বাড়তি সতর্ক। কুঁচকির ব্যথায় দীর্ঘদিন কাতর স্টার্ক। ম্যাক্সওয়েলের সমস্যা গোড়ালি। আজ প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে দুই তারকা সতীর্থকে ছাড়াই আগামীকাল দল নামাবে, জানিয়েও দিলেন প্যাট কামিন্স।

কামিন্স আশাবাদী, ইন্দোরে দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে স্টার্কদের পাবেন। বলেছেন,

বোলিংয়ে শান দিচ্ছেন মিচেল মার্শ।

‘দলের সঙ্গে ভারতে এসেছে স্টার্ক। তবে আগামীকাল খেলা সম্ভব হবে না ওর। আশাবাদী, শেষ দুই ম্যাচে স্টার্ককে পাব। ভারতে আসার আগে সিডনিতে নিয়মিত নেটে বল করেছে। এখানেও অনুশীলন জারি থাকবে। তবে ম্যাচ ফিটনেস নিয়ে একশো ভাগ নিশ্চিত হতে চাইছি আমরা। একই অবস্থা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে নিয়েও। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওকে পাচ্ছি না।’

কামিন্সের কাছেও প্রত্যাবর্তন সিরিজ। গত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ছিলেন না। কামিন্স সহ একাধিক তারকাকে ছাড়া প্রোটিয়া–দ্বৈরথে শুরুটা ভালো করেও শেষরক্ষা হয়নি ক্যাঙারুদের। ২–০ এগিয়ে থেকে শেষপর্যন্ত ২–৩ ব্যবধানে সিরিজ হার। ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়ার মঞ্চ ভারত সিরিজ।

গত সিরিজ যেমনই কাটুক আসন্ন বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ। পাঁচ বিশ্বকাপ জয়ীরা প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছিল ভারতের মাটিতেই, ১৯৮৭ সালে। ইডেন গার্ডেন্সে হওয়া ফাইনালে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে অ্যালান বর্ডারের দল। অবশ্য ভারতের মাটিতে হওয়া পরবর্তী দুইটি বিশ্বকাপে (১৯৯৬ ও ২০১১) খালি হাতে ফিরতে হয়েছে।

কামিন্স ব্রিগেড বদ্ধপরিকর বর্ডারের দলের কৃতিত্বকে স্পর্শ করতে। কতটা প্রস্তুত, তার কিছুটা আন্দাজ মিলতে চলেছে এই সিরিজে। স্টার্ক–ম্যাক্সওয়েলদের ফিট হয়ে ওঠার পাশাপাশি চোট কাটিয়ে ফেরা কামিন্সের ফিটনেসও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

দশ মাস পরে ওডিআই ফর্ম্যাটে ফিরছেন কামিন্স। শেষবার খেলেছিলেন গতবছর নভেম্বর মাসে। প্রত্যাবর্তনে কতটা স্বস্তি দিতে পারেন চোখ অজি ক্রিকেটমহলের। কামিন্স সমর্থকদের আশ্বস্ত করে জানান, এখন ঠিক আছেন। কবজি আগের চেয়ে অনেক ভালো। পুরোদস্তুর ম্যাচ ফিট। আশাবাদী শুক্রবার সহ সিরিজের তিনটি ম্যাচে খেলতে সমস্যা হবে না।

শিয়রে বিশ্বকাপ। ফলে খেলোয়াড়দের ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট’–কে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন কামিন্স। বলেছেন, ‘ভারতীয় পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি কয়েকটা ম্যাচ জেতার চেষ্টা থাকবে। তবে প্রথম ম্যাচে দল নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হচ্ছে টানা ক্রিকেট, চোটআঘাতের কথা মাথায় রেখে।’ ২৮ তারিখ চূড়ান্ত বিশ্বকাপ দল ঘোষণা। তার প্রাক্কালে ভারত–সিরিজে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চলবে। থাকবে একাধিক কম্বিনেশন দেখে নেওয়াও। অবশ্য মাত্রাতিরিক্ত পরীক্ষার রাস্তায় হেঁটে বিষয়টি গুলিয়ে দিতে নারাজ কামিন্স। জানিয়ে দিলেন, ভারসাম্য বজায় রেখেই প্রতিটি পদক্ষেপ।

ভারতের স্পিন–সহায়ক পরিস্থিতির কথাও বিশ্বকাপের নীল নকশায় গুরুত্ব পাচ্ছে। ভারতীয় ব্যাটারদের বিরুদ্ধে তার স্পিন ব্রিগেডকে শান দিয়ে রাখা, গুছিয়ে নেওয়ার ওপর জোর দিচ্ছেন কামিন্স। অজি অধিনায়কের বিশ্বাস, আগামীকাল শুরু সিরিজে এই ধরনের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর তাঁরা পেয়ে যাবেন।

মিচেল মার্শ, মার্কাস স্টোয়িনিস, ক্যামেরন গ্রিন, ম্যাক্সওয়েল– একঝাঁক অলরাউন্ডারের উপস্থিতি যে কোনও অধিনায়কের জন্য স্বস্তির। কামিন্সকেও সেই স্বস্তির ঢেকুর তুলতে দেখা গেল। দলের কম্বিনেশনে বাড়তি বিকল্প তৈরি হবে, বাড়বে ব্যাটিং, বোলিং গভীরতা। কামিন্স বলেও দিচ্ছেন, চারজন স্পেশালিস্ট বোলারের সঙ্গে জনা তিনেক অলরাউন্ডার ব্যবহার করবেন।

লোকেশ রাহুলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল শুক্রবার মোহালি–দ্বৈরথে সেই চক্রব্যূহ কীভাবে ভেদ করে সেটাই দেখার।

‘সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেই খেলবে সূর্য’

অশ্বীনকে নিয়ে বড় পরিকল্পনা, ইঙ্গিত হেডস্যার দ্রাবিড়ের

মোহালি, ২১ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশের পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল মোহালি। মেগা আসরের একটা ম্যাচ না পাওয়া নিয়ে প্রকাশ্যেই বিসিসিআই কর্তাদের বিরুদ্ধে তোপ দাগে পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।

তর্জা পৌঁছোয় রাজনৈতিক আঙিনা পর্যন্ত। সেই মোহালিতেই আগামীকাল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত মহড়ার ফিতে কাটতে চলেছে ভারতীয় দল। তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় থিংকট্যাংকের মাথায় যদিও প্রতিপক্ষ নয়, ঘুরছে বিশ্বকাপের নীল নকশা।

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবাক অন্তর্ভুক্তি, সূর্যকুমার যাদবকে ওডিআই একাদশে ‘ফিট’ করা বা ঈশান কিষানকে নিয়ে ব্যাটিং কম্বিনেশনে একাধিক বিকল্পের ভাবনা। একাধিক প্রশ্নের উত্তর মিলতে চলেছে অজি সিরিজে। প্রাক মোহালি ম্যাচের সাংবাদিক সম্মেলনে যেসব প্রশ্নে সোজাসাপটা উত্তর দিলেন রাহুল দ্রাবিড়।

সাংবাদিক সম্মেলনে মূল চর্চা প্রত্যাশিতভাবে অশ্বীন। দ্রাবিড়ও ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন, টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ ভাবনাতে ভীষণভাবে রয়েছেন অভিজ্ঞ অফস্পিনার। বিরাট–রোহিতদের হেডস্যারের সাফ কথা, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ অশ্বীনের কাছে ট্রায়াল নয়। ওডিআই ফরম্যাটে নিজেকে ফের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ।

ভারতীয় দলের জন্যও অশ্বীনের মতো অভিজ্ঞ তারকাকে তৈরি রাখার সুযোগ। বিশ্বযুদ্ধে প্রয়োজন পড়লে যাতে কোনও সমস্যা না হয়। তাই কয়েকটা ম্যাচ দিতে চেয়েছিলেন অশ্বীনকে। অক্ষর প্যাটেলের চোট, সেই সুযোগ করে দিয়েছে। একসইসঙ্গে গ্যালারিতে ফেললেন ওডিআই ফর্ম্যাট সূর্যকুমার যাদবের ধারাবাহিক ব্যর্থতা নিয়ে উড়ে আসা তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণকেও।

কেন অশ্বীন

ও এমন একজন খেলোয়াড়, প্রয়োজন পড়লে যার ওপর অনায়াসে ভরসা রাখা যায়। ডেকে নেওয়া যায়। অশ্বীনের মতো ক্রিকেটার সেদিক থেকে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। অজি সিরিজ ওর জন্য

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে আলোচনায় লোকেশ রাহুল।

ট্রায়াল নয়। ওর দক্ষতা সম্পর্কে আমরা অবহিত। এটা বরং সুযোগ বলতে পারেন। কয়েকটা ম্যাচ খেলে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে পারবে। চোটআঘাত বা অন্য কোনও কারণে যদি বিশ্বকাপে প্রয়োজন পড়ে। অশ্বীনকে প্রস্তুত রাখা সেই কথা ভেবেই।

অশ্বীনের ম্যাচ (ওডিআই) প্র্যাকটিসের অভাব

অত্যন্ত অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। জানি বেশ কিছুদিন ওডিআই ক্রিকেটের বাইরে ছিল। কিন্তু অশ্বীনের দক্ষতা নিয়ে আমাদের কোনও সংশয় নেই। ব্যাটের হাতও ভালো। আট নম্বরে নেমে অবদান রাখতে পারবে। বরাবরই আমাদের পরিকল্পনা ছিল অশ্বীন। চোটআঘাতজনিত কোনও সমস্যা হলে ওকে ডেকে নেওয়া হবে, এটা ঠিক করাই ছিল।

বিরাট–রোহিতদের বিশ্রাম

সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওরা জানে বড় মঞ্চের জন্য নিজেদের কীভাবে প্রস্তুত করতে হয়। শারীরিক ও মানসিকভাবে তরতাজা রাখতেই সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে বিশ্রাম।

সূর্যকুমার যাদব

বিশ্বকাপের দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। যে দলে রয়েছে সূর্যকুমার যাদব। আমরাও ওর পাশে রয়েছি। দলের সমর্থন ওর সঙ্গে থাকবে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম দুইটি ম্যাচেই (মোহালি ও ইন্দোর) সূর্যকে খেলানো হবে। ওকে নিয়ে আমরা আশাবাদী।

ব্যাটিং অর্ডার

ব্যাটিং অর্ডারে পরীক্ষানিরীক্ষার সম্ভাবনা কম। বিশ্বকাপের ব্যাটিং অর্ডারের কথা মাথায় রাখা হবে। বিশ্বকাপে যে যেখানে খেলবেন, অজি সিরিজেও তাঁরা সেখানে ব্যাটিং করবেন। ঈশান কিষান অবশ্য দুই জায়গাতেই খেলতে পারে। ওপেনিংয়ের পাশাপাশি মিডল অর্ডারেও ব্যাটিং করতে পারে।

পেস ব্রিগেডে রোটেশন

পেসারদের ওয়ার্কলোডের কথাও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। তিন ম্যাচের এই সিরিজে পেসারদের ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে খেলানো হবে।

জয় দিয়ে শুরু কেরালার

আইএসএল

কোচি, ২১ সেপ্টেম্বর : গত মরশুমের প্রতিশোধ নিল কেরালা ব্লাস্টার্স। আইএসএলের দশম সংস্করণের উদ্বোধনী ম্যাচে কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরু এফসি–কে ১–০ গোলে হারাল কেরালা। নির্বাসন চলায় বৃহস্পতিবার কেরালার ডাগআউটে ছিলেন না হেডকোচ ইভান ভুকোমানোভিচ। তা সত্ত্বেও দলের জিততে কোনও সমস্যা হয়নি।

৫২ মিনিটে কেজিয়া ভিনড্রপের আত্মঘাতী গোলে ডেডলক ভাঙে। তারপর জাভি হার্নান্ডেজ, কার্টিস মেন ও পরাগ শ্রীবাসকে নামিয়ে কেরালা রক্ষণে চাপ বাড়ান বেঙ্গালুরু কোচ সাইমন গ্রেসন। খেলার গতির বিরুদ্ধেই ৬৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোল অধিনায়ক অ্যাড্রিয়ান লুনার। নেপথ্যে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর ভুল। স্লাভকো ডামজানোভিচের পাস রিসিভ করতে গিয়ে উরুগুয়ান স্ট্রাইকারের পায়ে দিয়ে বসেন তিনি। ভুল করেননি লুনা। ৮৯ মিনিটে মেন ব্যবধান কমিয়ে সুপারসাব হলেও দলের হার বাঁচাতে পারেননি।

হাবিব স্মরণ ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গলে প্রয়াত ফুটবলার মহম্মদ হাবিব, প্রয়াত কর্তা অজয় শ্রীমানি ও সুপ্রকাশ গড়গড়ির স্মরণে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সমরেশ চৌধুরী, শ্যাম থাপা, তরুণ বসু, সুমিত মুখোপাধ্যায়, বিকাশ পাঁজির মতো প্রাক্তনরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রীমানির পরিবার ও ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। হাবিব প্রসঙ্গে সমরেশ বলেছেন, ‘হাবিবের মতো আন্তরিক ও সৎ ফুটবলার ছিল না।’ শ্যাম বলেন, ‘হাবিব আমার ভালো বন্ধু ছিল। ওর সঙ্গে মাঠে আলাদা বোঝাপড়া ছিল।’ তরুণ, বিকাশ, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায় উঠে আসে হাবিবের নিয়মানুবর্তিতা, হার না মানা মনোভাবের কথা। এছাড়াও স্বর্ণযুগের দুই ইস্টবেঙ্গল কর্তার দক্ষতা ও ক্লাবের প্রতি ভালোবাসার কথা তুলে ধরেন বক্তারা। শ্রীমানির দুই পুত্রের হাতে ক্লাবের আজীবন সদস্যপদ তুলে ধরা হয়।

মেয়র কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির। বৃহস্পতিবার।

চ্যাম্পিয়ন শ্রীগুরু, হিন্দি হাইস্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : পুরনিগমের মেয়র কাপ কাবাডিতে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির। বৃহস্পতিবার মার্গারেট স্কুলের মাঠে ফাইনালে তারা ২৬–৫ পয়েন্টে দেশবন্ধু হিন্দি স্কুলকে হারিয়েছে। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা শ্রীগুরুর বিপুল রায়। সেরা ক্যাচার একই দলের অলোক বর্মন। সেরা রেডার মার্গারেটের গৌতম রায়। ফেয়ার প্লে ট্রফি গিয়েছে মার্গারেটের দখলে।

মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুল ফর গার্লস। ফাইনালে তারা ২৩–১৯ পয়েন্টে ভারতী হিন্দি বিদ্যাপীঠের বিরুদ্ধে জয় পায়। ফাইনালের সেরা আঁচল রায়। প্রতিযোগিতার সেরা ও সেরা ক্যাচার সুলেখা প্রসাদ। ফেয়ার প্লে ট্রফি জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস স্কুলের দখলে। পুরস্কার তুলে দেন পুরস্কার দেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ (ক্রীড়া) দিলীপ বর্মন, ১ নম্বর বোরো কমিটির চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

স্বস্তিতে কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : একটা সময় শিলিগুড়ি ফুটবল লিগে গোলকিপিং করতে দেখা গিয়েছে কিশোর মিত্রকে। প্রতিনিধিত্ব করেছেন কলকাতার উয়াড়ি ক্লাবেরও। সেই তিনি পায়ের ঘা নিয়ে দিন পনেরো উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বারান্দায় পড়েছিলেন। অবশেষে বুধবার দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের উদ্যোগে তিনি বেড পান। এজন্য ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার ধন্যবাদ জানিয়েছেন মেডিকেলের সুপার সঞ্জয় মল্লিক ও ডিন সন্দীপ সেনগুপ্তকে। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, কিশোরের কলকাতার বাড়িতেও যোগাযোগ করা হয়েছে। যাতে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাঁর কোন অসুবিধা না হয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

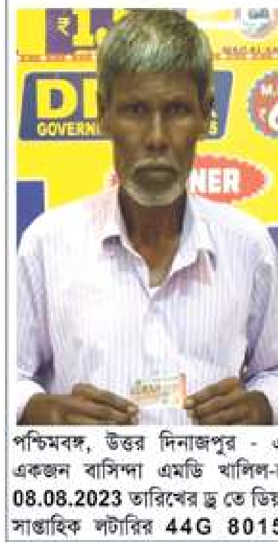

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা এমডি খালিল-কে 08.08.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 44G 80158 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার মতো একজন প্রবীণ নাগরিকের জন্য আনন্দের বার্তা ছিল যা ডিয়ার লটারির মাধ্যমে প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা জিতেছি। এতে আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে যা ভবিষ্যতে সমস্ত আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে। আমি এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ জীবনকে আরও আরামদায়ক করার জন্য বিনিয়োগ করতে পারি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য।"

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in